ভাগবতধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী—১

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ চরিতামৃত

ও

ভজন-পদ্ধতি

অধিকারী

শ্রীভাগবতধর্ম্ম-গ্রন্থাবলী—১

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ চরিতামৃত

ভজন-পদ্ধতি

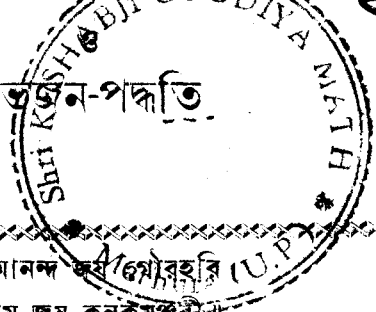

জয় গুরু শ্যামানন্দ জয় গোরহরি।
জয় রাধে শ্যাম জয় কনকমঞ্জরী॥
—শ্রীরসিকানন্দ দেব
জয় প্রভু শ্যামানন্দ শ্রীরসিকানন্দ।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীরাধাগোবিন্দ॥

ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী
শ্রীশ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেবগোস্বামীপ্রভুর
অনুগত
শ্রীকানাইলাল অধিকারী কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত

১৩৭৭ বঙ্গাব্দ

প্রাপ্তিস্থান :—

১। শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর ঠাকুরবাড়ী
পোঃ—গোপীবল্লভপুর, জেলা—মেদিনীপুর।

২। মহেশ লাইব্রেরী
১/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
(কলেজ স্কোয়ার)
কলিকাতা—১২

প্রকাশক—শ্রীগোরাচাঁদ মাহান্তী বি-এ,
কাব্য ব্যাকরণ বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ
পোঃ—ত্রিবেণী, জেলা—হুগলী।

সঙ্কলয়িতা—শ্রীকানাইলাল অধিকারী
কাব্য ব্যাকরণ বেদান্ত বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ
শ্রীবলদেবের আখড়া
পোঃ—নবদ্বীপ, নদীয়া।

[সঙ্কলয়িতা কর্ত্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

আনুকূল্য—২·০০

কুণ্ডু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, মহাপ্রভুপাড়া, নবদ্বীপ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকাশকের নিবেদন	ক
প্রাপ্তি স্বীকার	[illegible]
শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা	গ
শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রথম মিলন	[illegible]
উপদেশ সার	[illegible]
শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে গীত	[illegible]
শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ স্মরণ প্রার্থনা	জ
প্রণাম মন্ত্র, শ্রীশ্রীশ্যামানন্দাষ্টকম্	ঝ
শ্যামানন্দী তিলক প্রমাণ	ঞ
শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর মন্ত্র, গায়ত্রী, ধ্যান, কনকমঞ্জরীর ধ্যান	[illegible]
শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য লীলামৃতাখ্য দশনাম স্তোত্রম্	[illegible]
শ্রীশ্রীযুগলকিশোরাষ্টকম্ (১) শ্রীশ্রীরাধায়াঃ সপ্তত্রিংশ নামস্তোত্রম্	[illegible]
শ্রীশ্রীবৈষ্ণব শরণ	[illegible]
আত্মনিবেদন	[illegible]
অপরাধ ক্ষমাপণ, বস্তু পরিচয় ও স্বরূপ প্রাপ্তি, শিক্ষাষ্টকের অনুবাদ	ণ, [illegible]

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ চরিতামৃত—প্রথম তরঙ্গ ১—৪

বস্তু নির্দেশ, শ্রীমদ্ভাগবত দশলক্ষণ, শ্রীভক্তভাগবত দশলক্ষণ	[illegible]
তটস্থ লক্ষণে বস্তুনির্দেশ, শ্যামানন্দ নাম নিরুক্তি	[illegible]
জগতে আশীর্ব্বাদ	৪

দ্বিতীয় তরঙ্গ ৫—৩২

শ্রীপাট ধারেন্দা ও পিতৃ পরিচয় ৫
আবির্ভাব ৬
বৈরাগ্যলীলা ৭
দীক্ষা-গ্রহণ লীলা ৯
ব্রজের পথে তীর্থ ভ্রমণ ১০
শ্রীব্রজে ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়ন ও ভজন ১২
ত্রিবেণী ভক্তিধারা ১৪
উৎকলে দুর্দিন ১৫
ভক্তের ক্রন্দনে ভগবদাদেশ ১৭
প্রেমভক্তি প্রচারার্থ যাত্রা ১৮
শ্রীরসিকানন্দ মিলন ২০
সংকীর্তন বিলাস ২১
শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর, কাশীপুর, শ্রীগোপীবল্লভ রায় ২৩
জীবোদ্ধার ২৪
সংকীর্তন বন্যা—আলমগঞ্জ—হরিবেলা ২৫
নৃসিংহপুর—উদ্দণ্ড রায় ২৬
সাতশত অষ্টাদশ গুধড়ি ২৭
বিবাহ লীলা—শ্রীগৌরাঙ্গ দাসী, শ্রীশ্যামপ্রিয়া; শ্রীযমুনা ২৮
শ্রীগুরু বিরহ—তিরোধান সূচনা ৩০
লীলা সঙ্গোপন—তিরোধান আসন ৩২

তৃতীয় তরঙ্গ ৩৩—৪৭

পুর তিলক ও শ্যামানন্দ নামপ্রাপ্তি ৩৩
হস্ত লীলা ৩৪
প্রমদণ্ড ৩৫

সাধু সাবধান ৩৭
উৎকলে প্রচারারম্ভে রঙ্গিনী দেবী ৩৮
শ্যামসুন্দরপুর—রয়নী—বেলবন ৩৯
শ্রীশ্রীগৌরসেবা প্রকাশ—পদ্মশান—তমলুক ৩৯
মির্জাপুর, কাশীদাস, মঙ্গলা—কাশীয়াড়ী, বলরামপুর—হরিচন্দন মহাপাত্র ৪০
শাথুয়া—মধুসূদন, ময়নাগড়—বিরমানন্দ রাজা ৪০
শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ৪০
তমলুকে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ৪১
দ্বাদশ মহোৎসব ৪২
উদ্দণ্ডরায়, রেমুণা—শ্রীশ্রীগোপীনাথ সেবা, ভদ্রক—বাণপুর ৪২
শ্রীশালগ্রামের তণ্ডুল ভোগ—হরিহর, শ্রীপুরুষোত্তমে কুঞ্জমঠ,
শ্রীগোবিন্দ—শ্রীগোকুলচন্দ্র—শ্রীরাসবিহারী—শ্রীমদনমোহন ৪৩
রামানন্দী মহান্ত শ্রীসূর্যানন্দ ৪৪
পুনঃ ব্রজে—ষঠীঘরা গ্রাম—শ্যামলী গ্রাম ৪৪
বিষ্ণুপুর—বীরহাম্বির, শ্রীনিবাসাচার্য, শ্রীগোবিন্দ-গতি, শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু ৪৪
শঙ্করদাস—ঝুটাখোর বৈষ্ণব, মীরগোদা, বসন্তীয়া ৪৫
ময়ুরভঞ্জ—শ্রীনৃসিংহপুর, উদ্দণ্ডরায়, শ্রীগোপীবল্লভপুর, শ্রীরাধানন্দদেব ৪৫
শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত, প্রাচীন চিত্রপট, ব্যবহৃত কন্থা ৪৫
শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর রচিত পদ ৪৬
যুগল কিশোরের মঙ্গল আরতি পদ ৪৭

চতুর্থ তরঙ্গ ৪৮—৫৫

চরিত লেখকগণ—শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ শতকম্, শ্রীরসিকমঙ্গল, শ্রীবিন্দু প্রকাশ, ৪৮
শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ, শ্রীশ্যামানন্দ রসার্ণব, শ্রীভক্তিরত্নাকর, শ্রীশ্যামানন্দ-

শতকের টীকা—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণের গুরুপরম্পরা ৪৮
শ্রীরাধামনোহর ঠাকুর ৪৮
শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর গুণলেশ বর্ণন সূচক ৪৯—৫২
দ্বাদশ শাখার নাম ও পাট ৫৩—৫৪
শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ—একান্তী গোবিন্দ দাস ৫৫
শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর শ্রীবৃন্দাবনে ৫৫

উপসংহার ৫৬—৬৪

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ প্রভুর গুণলেশ বর্ণন সূচক, বন্দনা, গুণবর্ণন ৬৪

পরিশিষ্ট

কুঞ্জভঙ্গ, নিশান্ত লীলা পদাবলী, মঙ্গল আরতি, প্রভাতী কীর্ত্তন এক—ছয়
মধ্যাহ্নকালীন ভোগ আরতি সাত—আট
সন্ধ্যা আরতি কীর্ত্তন নয়—তের
শ্রীগুরুবন্দনা তের
পঞ্চতত্ত্বের ভজন—অধিবাস কীর্ত্তন' জয়দেবী চৌদ্দ—পনর
নামমালা ষোল
শ্রীরাধাগোবিন্দের মিলন, রূপ, ভজন আঠার
শ্রীহরিবাসর কীর্ত্তন উনিশ
শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন বিশ

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ কল্পতরুরাজ

দ্বাদশ শাখা

১	২	৩	৪
শ্রীকিশোর	শ্রীউদ্ধব	শ্রীপুরুষোত্তম	শ্রীদামোদর
৫	৬	৭	৮
শ্রীরসিকমুরারী	শ্রীদরিয়া দামোদর	শ্রীচিন্তামণি	শ্রীবলভদ্র
৯	১০	১১	১২
শ্রীজগতেশ্বর	শ্রীমধুসূদন	শ্রীরাধানন্দ দেব	শ্রীআনন্দানন্দ

"সত্যং পরং ধীমহি"

প্রাক্ কথন

তৎকথ্যতাং মহাভাগ! যদি কৃষ্ণকথাশ্রয়ম্।
অথবাঽস্য পদাম্ভোজ-মকরন্দ-লিহাং সতাম্॥
কিমন্যৈরসদালাপৈরায়ুষো যদসদ্ব্যয়ঃ।
ক্ষুদ্রায়ুষাং নৃণামঙ্গ মর্ত্যানামৃতমিচ্ছতাম্॥ ভা ১।১৬।৬-৭

মহর্ষি শ্রীশৌনকের এই উক্তিটি শ্রীপরীক্ষিত মহারাজের চরিত্রে কলি-নিগ্রহ বর্ণনকারী শ্রীসূত গোস্বামীর প্রতি—

হে মহাভাগ! বর্ত্তমান যুগদেবতা কলির পাপাচারের কথা আর শুনিবার প্রয়োজন নাই। সেই কলি-নিগ্রহের কথা বর্ণন করুন, যদি তাহা কৃষ্ণকথা-শ্রিত হয়; অথবা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণকমলযুগলের মকরন্দ পান মত্ত সাধু-মহদ্-গণের কথাশ্রিত হয়। অন্যথা, হে অঙ্গ! অল্পায়ু মরণশীল, অথচ সত্য—মোক্ষ বা পরম সত্য—অমৃত শ্রীভগবচ্চরণাভিলাষী মনুষ্যগণের পক্ষে অন্য অসদ্ বার্তার কি প্রয়োজন? যাহা দ্বারা পরমায়ুর বৃথা অপব্যয় হয়।

শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তনে আয়ু ক্ষয় না হওয়ার কারণ কি? তদুত্তরে শ্রীশৌনক বলিতেছেন—স্বয়ং মৃত্যু যমরাজ যতক্ষণ শ্রীকৃষ্ণকথায় আবিষ্ট থাকেন, ততক্ষণ কোন প্রাণির মৃত্যু হয় না—ইহা জানিয়া পরম করুণ মহর্ষিগণ শ্রীযমরাজকে শ্রীহরিসংকীর্তন যজ্ঞে আমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাদের ইচ্ছা লোক নির্বিঘ্নে যথেচ্ছ হরিলীলামৃত পান করুক। কিন্তু আমরা এমনই দুর্ভাগা ও মন্দবুদ্ধি সম্পন্ন যে রাত্রিকালে নিদ্রা এবং দিবাভাগে বৃথা কার্য দ্বারা পরমায়ু ক্ষয় করিতেছি। (ভা ১।১৬।৬-৮)।

শ্রীহরিকথা একদিকে যেমন অধর্মরাজ কলির বাধা নিবারক, অপরদিকে ধর্মরাজ মৃত্যুরও বারক।

এই অপরোক্ষ সত্যটি এখনও জড়বিজ্ঞানে ধরা পড়ে নাই। সুতরাং কয়জনই বা ইহাতে বিশ্বাস করিবেন। সেই জন্য পুনরায় প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান দ্বারা জানাইয়া দিতেছেন—(ভা ২।৩।১৭) ইহা একটি পরম নির্ধারিত সত্য যে সূর্যদেব উদয় ও অস্ত দ্বারা মহাপুণ্যশীল ব্যক্তিরও পরমায়ু বল পূর্বক ছেদন করিয়া লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু একমাত্র তাঁহারই আয়ু হরণ করেন না, যিনি উত্তমঃশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কথা দ্বারা সময় অতিবাহিত করেন।

বর্তমান সরকারের আয়কর, ব্যয়কর ও বিক্রয়কর নীতিটিও এই সত্যকে দৃঢ়তর করিতেছে কি না, মনীষিগণ অবধারণ করুন। শ্রীরামায়ণ, শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের উপর কোন বিক্রয় কর ধার্য নাই যেহেতু উহা কৃষ্ণকথা।

শ্রীশৌনক ঋষির উক্তি হইতে পাওয়া যায়—আমরা কলিযুগের মানুষ অল্পায়ু মরণধর্মী। যদি আমরা পরমসত্য শ্রীভগবৎ পাদপদ্ম লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে প্রথমে বাঁচিতে হইবে। বাঁচিবার একমাত্র উপায় শ্রীকৃষ্ণকথামৃত পান (শ্রবণ ও কীর্তন)। আর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মমধু পানে মত্ত তাঁহাদের চরিত্রও মৃতসঞ্জীবনী।

প্রকৃষ্টরূপে সর্ববিধ মঙ্গল দান করেন সাধু-মহতের চরিত্র—

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস—১০।৪২৫—২৬)

শ্রোতব্যং সাধুচরিতং যশোধর্মজয়ার্থিভিঃ।
পাপক্ষয়ার্থং দেবর্ষে! স্বর্গার্থং ধর্মবুদ্ধিভিঃ॥

আয়ুষ্যমারোগ্যকরং যশস্যং পুণ্যবর্ধনম্।
চরিতং বৈষ্ণবং নিত্যং শ্রোতব্যং সাধুবুদ্ধিনা॥

ইহলোকের যতকিছু মঙ্গল যশ, ধর্ম, জয়, পাপক্ষয়, দীর্ঘায়ু, আরোগ্য, পরলোকের জন্য পুণ্য ও স্বর্গ—অভিলাষী ব্যক্তির পক্ষেও সাধু বৈষ্ণবের চরিত্র শ্রবণ করা একান্ত কর্তব্য।

অপরদিকে আবার মহতের অবজ্ঞা হইলে আয়ু, সম্পদ, যশঃ, ধর্ম, দেব-দ্বিজের আশীর্বাদ—এমনকি যত কিছু মঙ্গল থাকিতে পারে সকলই নষ্ট হইয়া যায়—(ভা ১০।৪।৪৬)

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্মং লোকানামাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণকথা বলিতে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীনাম-রূপ-গুণ-লীলা ও পরিকরের কথা। পরিকর অর্থ শ্রীভগবানের লীলাসঙ্গী। সঙ্গী ছাড়া কোন লীলারসই পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। ভগবৎপরিকরগণ প্রায় ভগবানের তুল্যগুণযুক্ত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, নিত্যমুক্ত। তাঁহাদের জীব-আখ্যা থাকিলেও তাঁহারা স্বরূপ শক্তি প্রকটিত জীব। তটস্থ শক্তি প্রকটিত কর্মফলবাধ্য যে জীব আমরা, আমাদের মত নহেন। পরিকরগণ ভগবানের প্রকট লীলান্তে তাঁহার সহিত কিঞ্চিৎ পূর্বে বা পরে অপ্রকটলীলায় প্রবেশ করেন। কিন্তু কোন কোন পরিকরকে তিনি তাঁহার বিশেষ কোন কার্যের জন্য রাখিয়া যান। যেমন—উদ্ধব মহারাজ দ্বারা শ্রীব্রজধামের লীলাস্থলী সমূহ প্রকাশ, জীবশিক্ষাদান, সৎসম্প্রদায় প্রবর্তন ইত্যাদি।

সৎসম্প্রদায় প্রবর্তনলীলা শ্রীভগবান স্বীয় পরিকরগণের দ্বারাই করাইয়া থাকেন—সেই জন্যই ইহার আর একটি নাম 'পরিবার'। তাই দেখা যায় এই জগতে যত সম্প্রদায়, পরিবার বা প্রণালী সবই শ্রীভগবৎপরিকরগণের নামানুসারে প্রবর্তিত। অন্যান্য যুগে যেমন শ্রীলক্ষ্মী, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীরুদ্র, শ্রীচতুঃসন, শ্রীনারদ প্রভৃতি পরিকরগণ সৎসম্প্রদায় প্রবর্তক। আবার দ্বাদশ মহাজন ও তদনুগৃহীতগণ ভাগবত ধর্মের প্রবর্তনকারী। শ্রীব্রহ্মা-নারদ-ব্যাস-শুক-পরীক্ষিত ও সূত গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত প্রবর্তক।

তদ্রূপ এই বিশেষ কলিযুগে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু মহাবদান্য লীলায় স্বীয় সহস্র পরিকর দ্বারা সহস্র রসিক সম্প্রদায় প্রবর্তন করাইয়া উন্নতোজ্জ্বল রসময়ী ভক্তি বিতরণ প্রণালী প্রদান করিয়াছেন।

ত্রিভুবন পাবনী গঙ্গার উৎস অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি যেরূপ শ্রীভগবচ্চরণ কমল পর্যন্তই অনুসন্ধান করেন, তদুপরি নহে। তদ্রূপ উন্নতোজ্জ্বল রসময়ী ভক্তির উৎস অনুসন্ধান কারী ব্যক্তি উজ্জ্বল-নীলমণি শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের শ্রীচরণ-কমল পর্য্যন্তই অনুসন্ধান করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকরভাজনের উক্তিতে যিনি 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং' তিনিই শ্রীধর স্বামিপাদের ভাষায় 'ইন্দ্রনীলমণিবৎ উজ্জ্বলং'। তিনিই শ্রীরূপগোস্বামীর দর্শনে 'শ্রীশ্রীউজ্জ্বলনীলমণি'। আবার যিনি শ্রীল সনাতন প্রভুর উক্তিতে 'কলৌ কৃষ্ণো মহাপ্রভুঃ'; তিনিই শ্রীজীব গোস্বামীর দর্শনে—অন্তঃকৃষ্ণঃ বহির্গৌরঃ।

সম্প্রদায় প্রবর্তক শ্রীলক্ষ্মীদেবীর অংশিনী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরাণী, শ্রীব্রহ্মার অংশী ঠাকুর শ্রীব্রহ্মহরিদাস, শ্রীরুদ্রের অংশী শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য, যোগমায়ার অংশিনী শ্রীসীতাঠাকুরাণী, দেবর্ষি নারদের অংশী শ্রীশ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুর প্রভৃতি যাঁহাকে দশাক্ষর-গোপাল-মন্ত্রের অধিদেবতা জানিয়া অর্চন, মহাভিষেক ও ব্রহ্মস্তবের "নৌমীড্য তে……পশুপাঙ্গজায়॥" স্তুতিদ্বারা বন্দনা করিয়া পরিচিত করেন, তিনি যে সহস্র সম্প্রদায়ের উপাস্য অধিদেব। যাঁ'র শ্রীনামরত্ন সমূহ অখিলজনমঙ্গলপ্রভব।

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"
পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ি পড়য়ে চরণে।
চিনিয়া আপন প্রভু করয়ে ক্রন্দনে॥"
চৈতন্যাবতারে কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
ব্রহ্মা শিব সনকাদি পৃথিবীতে জন্মিয়া॥
কৃষ্ণ নাম লঞা নাচে প্রেমবন্যায় ভাসে।
নারদ প্রহ্লাদাদি আসে মনুষ্য প্রকাশে।

লক্ষ্মী আদি করি কৃষ্ণপ্রেমে লুব্ধ হঞা।
নাম প্রেম আস্বাদিলা মনুষ্যে জন্মিয়া॥
অন্যের কা কথা, আপনে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতরি করেন প্রেমনাম আস্বাদন।
চৈতন্য-গোসাঞির লীলার এইত স্বভাব।
ত্রিভুবন নাচে, গায়, পাঞা প্রেমভাব॥
কৃষ্ণ-আদি, আর যত স্থাবর-জঙ্গমে।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণসংকীর্তনে॥
চেতো-দর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্॥
নির্বাণ-নিষ্ফলমেব রসানভিজ্ঞা, চূষন্তু নামরসতত্ত্ববিদো বয়ন্তু।
শ্যামামৃতং মদনমন্থর-গোপরামা-নেত্রাঞ্জলী-চুলুকিতাবসিতং পিবামঃ॥

চৈ চ না ৭।১

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু পদার্থ আছে তাহাদের মধ্যে চেতনতার বিকা
বা জ্ঞানের উন্মেষের তারতম্যানুসারে শ্রেষ্ঠতা বিচারে পদার্থতত্ত্ববেত্তা আদি
বিদ্বান্ ভগবান্ শ্রীকপিলদেব শ্রীমদ্ভাগবতে বলেন—"জীবাঃ শ্রেষ্ঠা হ্যজীবান
ততঃ প্রাণভৃতঃ শুভে!" ইত্যাদি। অর্থাৎ অজীব অচেতন পদার্থ সমূহ হইতে
সচেতন জীবসমূহ শ্রেষ্ঠ। এস্থলে অজীবপদার্থ—জীর্ণ তৃণাদি, জীব—সজী
তৃণাদি, তদপেক্ষা প্রাণধারী সজীব পাষাণ শ্রেষ্ঠ, কারণ সজীব পাষাণ ভূ
হইতে জল আকর্ষণ করিয়া উচ্চে লইয়া পুনরায় ত্যাগ করে—এই লক্ষণ দ্বা
উহার প্রাণবৃত্তি আছে জানা যায়। তদপেক্ষা অন্তরে জ্ঞানবন্ত পর্বতাদি শ্রেষ্ঠ
তদপেক্ষা (মহাভারত শান্তিপর্ব-মোক্ষধর্ম) দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও স্পর্শবেদী বৃক্ষা

শ্রেষ্ঠ। তাহা হইতে রসবেদী কেঁচো প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ,তাহা হইতে গন্ধবেদী অতি সূক্ষ্ম বকুল পুষ্পাদির কীট, তদপেক্ষা শব্দবেদী জলচর কীট মৎস্যাদি শ্রেষ্ঠ। তদপেক্ষা রূপভেদ জ্ঞান সম্পন্ন কাক প্রভৃতি পক্ষী শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ উভয় চোয়ালে দন্তবিশিষ্ট সর্পাদি, তাহা হইতে বহুপদ বিশিষ্ট ভ্রমর প্রভৃতি, তদপেক্ষা চতুষ্পদ পশু শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা দ্বিপদ মনুষ্য শ্রেষ্ঠ। মনুষ্যগণ মধ্যে ব্রাহ্মণাদি চাতুর্বর্ণী, তদপেক্ষা ব্রাহ্মণ, তদপেক্ষা বেদজ্ঞ বিপ্র, তাঁহাদিগ হইতে বেদার্থবিৎ উত্তম, তাঁহাদিগ হইতে সংশয় ছেদনকারী মীমাংসক, তাঁহা হইতে স্বধর্মযাজী, তদপেক্ষা নিষ্কাম কর্মী বা মুক্তসঙ্গ জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ।

তদপেক্ষাও যিনি শ্রীভগবানের নামরূপাদিতে শ্রবণ-নয়নাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূহ এবং অর্থ, নিজ অহংতা মমতাস্পদ মন-বুদ্ধি-দেহাদি অর্পণ পূর্বক কর্ম-জ্ঞানাদি ব্যবধানশূন্য ভক্তিযাজনকারী, ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য বর্ণাশ্রমধর্ম ত্যাগ পূর্বক ভক্তিযাজনে ও নিজ ভরণপোষণাদিতে স্বীয় কর্তৃত্বাভিমান রহিত, সর্বত্র ভগবদধিষ্ঠান বুদ্ধিতে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনকারী, সুখ-দুঃখাদিতে সমদর্শী, সর্বজীবে মৈত্রী ও হিতাকাঙ্খী ভক্তই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহা অপেক্ষা আর কোন জীবই আমার দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না—(শ্রীভাগবত ৩।২৯।২৮-৩৩)॥

"তস্মান্ময্যর্পিতাশেষ-ক্রিয়ার্থাত্মা নিরন্তরঃ।
ময্যর্পিতাত্মনঃ পুংসো ময়ি সংন্যস্ত-কর্মণঃ।
ন পশ্যামি পরং ভূতমকর্তুঃ সমদর্শনাৎ॥ ইতি।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন। (চৈ চ ২।১৯।১৩৮, ১৪৪—১৪৯)

"এইমত ব্রহ্মাণ্ড ভরি অনন্ত জীবগণ।
চৌরাশী-লক্ষ যোনিতে করয়ে ভ্রমণ॥
তার মধ্যে 'স্থাবর' 'জঙ্গম'—দুই ভেদ।
জঙ্গমে তির্যক্-জল-স্থলচর বিভেদ॥

তার মধ্যে মনুষ্যজাতি অতি অল্পতর।
তার মধ্যে ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, বৌদ্ধ, শবর॥
বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্ধেক বেদ 'মুখে' মানে।
বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে, ধর্ম নাহি গণে॥
ধর্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্মনিষ্ঠ'।
কোটি কর্মনিষ্ঠ মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥
কোটি জ্ঞানী মধ্যে হয় একজন 'মুক্ত'।
কোটি মুক্ত মধ্যে 'দুর্লভ' এক 'কৃষ্ণভক্ত'॥
কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত।
ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কামী, সকলি অশান্ত॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ অশেষ শাস্ত্র মন্থন পূর্বক উহাদের রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া বলেন—

"ব্রত-কর্ম-গুণ-জ্ঞান-ভোগ-জন্মাদি মৎস্বপি।
শৈবে-ষ্বপি চ কৃষ্ণস্য ভক্তাঃ সন্তি তথা তথা॥"

অর্থাৎ যদিও এতাদৃশ বিশুদ্ধ **মুখ্য** কৃষ্ণভক্ত প্রকৃতই দুর্লভ তথাপি ব্রতী, কর্মী, গুণী, জ্ঞানী, ভোগী, কুলীন, শৈব ইত্যাদির মধ্যেও এমন অনেক কৃষ্ণভক্ত **গৌণ** ভাবে কাপট্যহীন সরল প্রাণে অবস্থান করিতেছেন, যাঁহাদিগকে দেখিলে প্রকৃত সজ্জন বলিয়া বোধ হয়, অথচ বাহিরে ভক্তিধর্মের মুখ্য চিহ্ন সমূহ গ্রহণে অসমর্থ। কারণ পারিপার্শ্বিক, সামাজিক বা পারিবারিক অনুকূল-প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশের সহিত তাঁহাদের নিজেকে অনেকখানি মিশাইয়া চলিতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানে ইহাকে নাম দেওয়া হইয়াছে —'অভিযোজন'। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদৃশ উচ্চতর সঙ্গ ও সুযোগ না পাওয়া যায় ততক্ষণ শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদেশ—

অন্তর্নিষ্ঠা কর বাহ্যে লোক ব্যবহার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন পার॥

তন্মধ্যে (১) ব্রতচারিগণের মধ্যে যাঁহারা ভগবৎ সন্তোষ মূলক শুদ্ধ শ্রীএকাদশী শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি ব্রতপরায়ণ তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত।

২) কর্মিগণের মধ্যে যাঁহারা কর্মফল শ্রীভগবানে অর্পণ করেন, অথবা ভগবদাদেশ বুদ্ধিতে কর্মানুষ্ঠান ও ভক্তিমূলক সদাচার পরায়ণ তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত।

৩) গুণিগণের মধ্যে যাঁহারা ভক্তিমূলক কৃপালুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণশালী তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত।

৪) জ্ঞানিগণের মধ্যে যাঁহারা সর্বভূতে নিয়ন্তারূপে বর্তমান ভগবৎ ঐশ্বর্য শনরূপ জ্ঞানবান্ তাঁহারা ভগবদ্ভক্ত।

৫) ভোগিগণের মধ্যে ভক্তিহেতু ভোগে অনাসক্তি ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ।

৬) কুলীন. পণ্ডিত প্রভৃতির মধ্যে ভক্তিমূলক অভিমান শূন্যতা ভক্তলক্ষণ।

৭) শিবভক্তগণের মধ্যে শিব ও শ্রীকৃষ্ণে অভেদ চিন্তন ভগবদ্ভক্তের লক্ষণ।

অনন্তর যাঁহারা সাক্ষাৎ ভক্তি যাজনকারী **মুখ্য** ভক্তলক্ষণ বিশিষ্ট তাঁহাদের কথা বলিতেছেন—

অন্যচ্চ তেষাং ভগবচ্ছাস্ত্রার্থ-পরতাদিকম্।
সাক্ষাদ্‌ভক্ত্যাত্মকং মুখ্যং লক্ষণং লিখ্যতেঽধুনা॥

তন্মধ্যে যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রপরায়ণ, বৈষ্ণবসম্মাননিষ্ঠ, শ্রীতুলসীসেবা নিষ্ঠাযুক্ত, শ্রীভগবৎকথা শ্রবণ-কীর্তনপরায়ণ, শ্রীহরিনাম শ্রবণ-কীর্তনপরায়ণ, শ্রীভগবৎ-স্মরণপরায়ণ—স্বধর্মে নিষ্ঠাহেতু রাগদ্বেষাদি নিবৃত্তির জন্য, কলিকৃত উপদ্রব ও পাপমূলক লোভাদির নিবৃত্তি প্রার্থনায় স্মরণ পরায়ণ। যাঁহারা সংসারধর্মের বাধা (দেহের জন্ম-ব্যাধি-জরা, মৃত্যু, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়-সুখ-দুঃখ, বুদ্ধির তৃষ্ণা-মোহ, ইন্দ্রিয়সমূহের পরিশ্রম) অতিক্রম পূর্বক এবং ভগবদ্ব্যতিরিক্ত বস্তুতে বৈরাগ্যহেতু স্মরণ পরায়ণ, ভগবদ্ অর্চন পরায়ণ; তাঁহারা ক্রমশঃ উন্নত মুখ্য কৃষ্ণভক্ত।

বৈষ্ণবধর্মে নিষ্ঠ—তিলক ধারণ, শ্রীনাম-মন্ত্রাশ্রয় সহ শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ-অর্চন বন্দন ও দাস্য ভক্তিযুক্ত এবং অর্থপঞ্চকবেত্তা—ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় ও পরমপুরুষার্থ—ভক্তি তত্ত্বজ্ঞান অথবা অনাত্ম-আত্ম-পরমাত্ম-পরমেশ্বর ও ভক্ত—এই পঞ্চতত্ত্ববেত্তা পূর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ঐকান্তিক—পূর্বোক্ত সর্বলক্ষণযুক্ত অথচ ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞতাহেতু ভগবদ্ একনিষ্ঠ এবং সখ্য ও আত্মনিবেদন তৎপর। ইঁহারা ক্রমে উন্নত কৃষ্ণভক্ত।

ঐকান্তিক চতুর্বিধ—তন্মধ্যে (১) ভগবৎ আদেশরূপ বেদের বিধি ও নিষেধের গুণ ও দোষ জানিয়াও স্বধর্মে অনাদর হেতু পরিত্যাগ পূর্বক শ্রবণ-কীর্তনাদি কেবল ভক্তিযোগে ঐকান্তিক ভজন পরায়ণ।

২) সন্ত—কর্ম জ্ঞান যোগাদি, ইহলোক-পরলোক এবং ভগবদ্ ব্যতীত অন্য সকল প্রকার সাধ্যসাধন হইতে নিরপেক্ষ হইয়া ঐকান্তিক ভজন পরায়ণ—নিষ্কিঞ্চন। যেরূপে নিষ্কিঞ্চনতার উদয় হয়—যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য সকল বস্তুতে অপেক্ষা শূন্য হইয়াছেন তাঁহাদের চিত্ত স্বভাবতঃই শ্রীকৃষ্ণে আসক্ত হয় সুতরাং প্রশান্ত—রাগদ্বেষাদি তরঙ্গহীন, অতএব সমদর্শি—শত্রু ও মিত্রে একভাব, সেইহেতু দেহ সম্বন্ধি বস্তুতে মমতারূপ মোহ পাশ মুক্ত এবং দেহে অহংতারূপ অভিমান শূন্য, ক্রমে চিত্ত শীত-উষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হয়, অতঃপর—অকিঞ্চন রূপ ঐকান্তিক পূর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ।

৩) ভাবুক ভক্ত—প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাব। ভক্ত চিত্তে প্রেম-সূর্যের কিরণরূপ ভাব উদিত হইলে সর্ববিধ কষ্টে ও বিঘ্নে পতিত হইয়াও শ্রবণ কীর্তনাদি ভক্তি নিরবচ্ছিন্ন থাকিয়া প্রীতির আকর্ষণে শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্যতীত অন্যত্র মন আসক্ত হয় না—এতাদৃশ জাতরতি ঐকান্তিক ভক্ত পূর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

৪) প্রেমিক ভক্ত—মহান্ত। শ্রীভগবানে প্রীতিই যাঁহাদের একমাত্র প্রয়োজন, অন্তরে অন্য সর্বনিরপেক্ষ। বাহ্যতঃ—লোকদৃষ্টিতে—যাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ক আলাপ বর্জিত হইয়া কেবল দেহের ভরণ-পোষণে রত এবং

গবৎ পূজাদিতে অর্থব্যয় রহিত হইয়া অর্থোপার্জনে ব্যাপৃত এতাদৃশ াত্মীয়-স্বজনে, ধন ও পুত্র-কলত্রাদি যুক্ত গৃহে প্রীতিযুক্ত হন না। প্রারব্ধ র্ফলে স্বয়ংই নিজোপার্জিত অর্থাদি দ্বারা দেহযাত্রা নির্বাহ করিয়া বন ধারণ করেন। ইহাদ্বারা প্রেমিক ভক্তের লক্ষণে শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্যতীত ন্য সর্বত্র সর্বদা সর্ব্বপ্রকার প্রীতির অভাব লক্ষিত হইল।

এতাদৃশ প্রেমিক ভক্ত প্রেমের তারতম্যে উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ দে ত্রিবিধ ক্রমে প্রদর্শিত হইতেছেন। তন্মধ্যে যাঁহারা নিজের ইষ্ট-বের প্রতি যে ভাব সেইভাব সর্বভূতে দর্শন করেন। যেমন—শ্রীমহিষী-দ ও শ্রীব্রজদেবীগণ কুররীপক্ষী এবং বৃক্ষলতাবৃন্দে নিজেদের শ্রীকৃষ্ণবিরহ াব দর্শন করিয়াছিলেন। যাঁহারা ফলানুসন্ধান রহিত হইয়া বিশুদ্ধ প্রেমে ভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বিবিধ ভক্তিযোগে অথবা শ্রীকৃষ্ণের কেবল নাম-কীর্তনাত্মিকা অনন্য ভজন করেন এবং বাহৃত শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিতে নিত্য-মিত্তিকাদি সর্ব্ববিধ কর্ম্ম, জ্ঞাতি-বান্ধব সকল সমূলে সর্ব্বথা ত্যাগ করেন; হাদ্বারাই উত্তম।

অবশেও নামোচ্চারণকারী যে ভক্তের হৃদয় স্বয়ং শ্রীহরি ত্যাগ রিতে সমর্থ হন না, কারণ প্রণয়রজ্জু দ্বারা হৃদয়ে শ্রীচরণকমল আবদ্ধ। ত্ত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকেই ভাগবত প্রধান বা বৈষ্ণবাগ্রগণ্য বলিয়া থাকেন। কান্তির প্রেমিক ভক্তবৃন্দের মধ্যে ইঁহারাই সর্ব্বোত্তম।

তন্মধ্যে যাঁহারা মধ্যম তাঁহারা ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনে পা; শত্রুতাচরণকারীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন।

যাঁহারা কনিষ্ঠ তাঁহারা কেবল শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করেন, কিন্তু াবদ্ভক্তে বা অন্যের প্রতি আদরাদি নাই। অতএব গৌণ লক্ষণ বিশিষ্ট ক্তগণও কনিষ্ঠ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত।

সুদুর্লভ অমূল্য চিন্তামণি যেরূপ ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না; তদ্রূপ কান্তি প্রেমিক মহাভাগবতগণও ইতস্ততঃ সর্ব্বত্র সাধারণের দৃষ্টি গোচর না

হইলেও নিগূঢ়ভাবে অবস্থান করেন ভগবদিচ্ছায়। নতুবা সৃষ্টিরক্ষা হই পারে না। এই সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্ত শ্রীনন্দনন্দন পঞ্চবিধ মূর্ত্তি ধারণ করি সর্ব্বদা অবস্থান করেন—

নমো ব্রাহ্মণরূপায় নিজভক্ত-স্বরূপিণে।
নমঃ পিপ্পলরূপায় গো-রূপায় নমোঽস্তু তে॥
নানাতীর্থ-স্বরূপায় নমো নন্দকিশোর তে।
সর্ব্বদা লোকরক্ষার্থ-রূপ-পঞ্চকধারিণে॥

—(শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব—নম ১০৫

ব্রাহ্মণ, নিজভক্ত, অশ্বত্থ, গাভী ও নানাতীর্থ এই পঞ্চরূপ।

ভক্তাঃ সন্তি সহস্রশঃ স্ফুটমমী শ্রীকৃষ্ণমন্বিচ্ছব-
স্তেষাসন্ন তদীয় চারু চরণা রাজন্তি চানেকশঃ।
বন্দে তং তু সুদাম-দাম-রচনা-চুঞ্চুং যদন্বেষয়ন্
শ্রীকৃষ্ণঃ সবলঃ স্বয়ং গৃহমসাবর্থীব তস্যান্বগাৎ॥

শ্রীগোপালচম্পূ ২।৪।২

শ্রীকৃষ্ণকে অন্বেষণকারী প্রসিদ্ধ সহস্র সহস্র ভক্ত আছেন। তাঁহাদে নিকট শ্রীভগবানের বহু মনোরম শ্রীমূর্ত্তিও বিরাজিত আছেন, কিন্তু সে মালাকার সুদাম ভক্তকে বন্দনা করি, যাঁহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবলদেবের সহিত প্রার্থীর ন্যায় তাঁহার গৃহে গমন করিয়া ছিলেন।

শ্রীভগবানের কৃপাসার প্রাপ্ত উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ ভক্তিরস পাত্র ভক্ত ভাগবতগণের পর্যায়ক্রমে তীর্থরাজ প্রয়াগ নিবাসী বিপ্রবর, দক্ষিণ দেশীয় রাজা, দেবরাজ ইন্দ্র, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পরমমঙ্গলময় শ্রীসদাশিব, শ্রীবৈকুণ্ঠেশ্বরী মহালক্ষ্মী, শ্রীপ্রহ্লাদ মহারাজ, শ্রীহনুমানজী, শ্রীপাণ্ডবগণ, শ্রীযাদবগণ, শ্রীমৎ উদ্ধব মহাশয়, শ্রীব্রজদেবীগণ। —(শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত ১ম খণ্ড)

কেহ বলে—ভক্ত নাম যতেক প্রকার।
বৃন্দাবনে গোপক্রীড়া—অধিক সবার॥
গোপ-গোপী ভক্তি সব তপস্যার ফল।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা শিব ঈশ্বর সকল॥
অতি কৃপাপাত্র সে গোকুল ভাব পায়।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধব রায়॥ চৈ ভা ৩।৭

বন্দে নন্দ-ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥ ভা ১০।৪৭।৬৩

শ্রীব্রজদেবীগণের শ্রীচরণ বন্দনার অভিলাষ করাও ধৃষ্টতা, সেইজন্য 'বুদ্ধিসত্তম শ্রীউদ্ধব মহাশয় পুনঃপুনঃ তাঁহাদের শ্রীচরণরেণুর বন্দনা করিয়াছেন।

ঈদৃশ ব্রজদেবীগণের মুকুটমণি সর্বারাধ্যা শ্রীশ্রীরাধা ঠাকুরাণী তাঁহাকে স্বীয় শ্রীচরণকমলের নূপুর দান ছলে অনুগ্রহ প্রকাশপূর্বক স্বগণে গণনা করিলেন—

বিদ্যন্তে নৈব লোকে কতি কতি ন পুরাণেতিহাসা হি তেষু
ন কিঞ্চিৎ ক্বাপি কৃষ্ণঃ স্বয়মলিখদৃতে গীতগোবিন্দতোঽসৌ।
ভক্তেষ্বেবং ন কুত্রাপি নিজকরকৃতং লিখ্যতে বিন্দুরূপং
শ্রীশ্যামানন্দ এব স্বয়মকৃত মুদা শ্রীমতী রাধিকৈব॥

পৃথিবীতে কতই না বহু বহু পুরাণ ইতিহাসাদি শাস্ত্র বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দ ব্যতীত অন্য কোথাও শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং স্বহস্তে লিখেন নাই। সেইরূপ ভক্তগণ মধ্যেও কোথাও তাঁহার স্বহস্ত রচিত তিলক অঙ্কিত নাই, কিন্তু শ্রীমতী রাধিকাই একমাত্র শ্রীশ্যামানন্দ দেবে সানন্দে স্বহস্ত রচিত বিন্দুরূপ তিলক স্বয়ং সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রুতস্য পুংসাং সুচিরশ্রমস্য
নন্বঞ্জসা সূরিভিরীড়িতোঽর্থঃ।
তত্তদ্‌গুণানুশ্রবণং মুকুন্দ-
পাদারবিন্দং হৃদয়েষু যেষাম্॥ ভা ৩।১৩।৪

ভক্তোত্তম শ্রীবিদুর মহাশয় বলেন—বহু পরিশ্রমসাধ্য শাস্ত্রাভ্যা ইহাই একমাত্র সুনিশ্চিত ফল সূরিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছে যে—শ্রীমুকু শ্রীচরণকমল যাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজিত তাঁহাদের গুণগাথা সানন্দে নির শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ।

এই আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া প্রায় ষোল বৎসর পূর্ব্বে আ "শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ চরিতামৃত" গ্রন্থ বহু বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া প্রকাশ হই চলিয়াছেন—যাঁহার ইচ্ছা ও প্রেরণায়, তিনিই জানেন তাঁহার কি উদ্দেশ্য।

এই গ্রন্থ সঙ্কলন কালে মদীয় সুহৃদ্বর ও সহাধ্যায়ী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোরা শাস্ত্রী কাব্য-ব্যাকরণ-বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ, বি, এ, মহোদয় এ অযোগ্যকে অর্থ উৎসাহাদি দানে সর্বদা উৎসাহিত করিয়া আসিতেছেন এবং মদীয় মিত্রবর শ্রী ফকির মোহন সাহিত্যাচার্য, এম, এ, মহোদয় উৎকলে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্র লীলাস্থলী প্রদর্শন, শ্রীল রসিকানন্দ দেবের সহিত শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্র মিলনের সুপ্রাচীন চিত্র প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন। এজন্য ইঁহাদের নি কৃতার্থ রহিলাম।

এই অজ্ঞ অযোগ্য, অধম বিদ্যার্থীর বাল-চাপল্য বিজ্ঞজনের হ রসোদ্দীপক ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

অতএব সর্ব্বচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্রীশ্যামানন্দী শ্রীশ্রীমহ শ্রীগোস্বামী, অধিকারী ও ভক্তবৃন্দের শ্রীচরণে নিবেদন এই ধৃষ্ট বালককে স প্রকারে শোধন করিয়া শ্রীচরণ ছায়ায় আশ্রয়দানে কৃতার্থ করুন।

চৈতন্যচন্দ্র-চরিতামৃত-শুদ্ধ-সিন্ধু-
বৃন্দাবনীয়-সুরসোর্মি-সমুন্নিমগ্নাঃ।
যে বৈ জগন্নিজগুণৈঃ স্বয়মাপুনন্তি
তাং বৈষ্ণবাংশ্চ হরিনামপরান্ নমামি॥

তেভ্যো নমোঽস্তু ভববারিধি-জীর্ণ-পঙ্ক-
সংমগ্ন-মোক্ষণ-বিচক্ষণ-পাদুকেভ্যঃ।
কৃষ্ণেতি বর্ণযুগল শ্রবণেন যেষাম্
আনন্দথুর্ভবতি নর্তিত-রোমবৃন্দঃ॥

যস্যালাপাদ্ ভবতি সততং প্রেমলাভোঽপি কৃষ্ণে
যস্যালাপাদ্ ভবতি মধুরে চাগ্রহস্যাপি বৃদ্ধিঃ।
যস্যালাপাদ্ ভবতি সততং শোক-কুজ্ঞান-নাশঃ
শ্যামানন্দং ভজগুণনিধিং দীনচিন্তামণিং তম্॥

ইতি—

দাসাভাস

সঙ্কলয়িতা

শ্রীশ্রীগৌর জয়ন্তী ৪৮৫,

বঙ্গাব্দ—১৩৭৭।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর

১। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভু

২। শ্রীশ্রীকিশোর দেব গোস্বামী — ২। শ্রীশ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামী

২। মহান্ত শ্রীশ্রীরাধানন্দ দেব গোস্বামী — ৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণগতি দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীনয়নানন্দ দেব গোস্বামী

৪। মহান্ত শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দ দেব গোস্বামী, মহান্ত শ্রীশ্রীবৃন্দাবনানন্দ দেব গোস্বামী—

মহান্ত শ্রীশ্রীবিচিত্রানন্দ দেব গোস্বামী — মহান্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দানন্দ দেব গোস্বামী

৫। মহান্ত শ্রীশ্রীবৈষ্ণবানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীগোকুলানন্দ দেব গোস্বামী — ৬। শ্রীশ্রীমতী চন্দনা দেবী

মহান্ত শ্রীশ্রীত্রিবিক্রমানন্দ দেব গোস্বামী — ৭। শ্রীশ্রীমতী কুঙ্কুমা দেবী

মহান্ত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণানন্দ দেব গোস্বামী

শ্রীশ্রীসচ্চিদানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমতী কাঞ্চনা দেবী

মহান্ত শ্রীশ্রীসর্বেশ্বরানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীনন্দনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী

৮। শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী

ওঁবিষ্ণুপাদ

৯। শ্রীশ্রীগোপীবল্লভানন্দ দেব গোস্বামী

শ্রীশ্রীদেবকীনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীশ্রীযশোদানন্দনানন্দ দেব গোস্বামী

মহান্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দ গোপালানন্দদেব গোস্বামী — শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দানন্দদেব গোস্বামী
মহান্ত শ্রীশ্রীগোপালগোবিন্দানন্দদেব গোস্বামী — শ্রীশ্রীগৌরগোপালানন্দদেব
শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরানন্দ, শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণানন্দ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণকেশবানন্দদেব — শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দানন্দদেব — শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরানন্দদেব

উৎসর্গপত্র

নামশ্রেষ্ঠং মনুমপি শচীপুত্রমত্র স্বরূপং
রূপং তস্যাগ্রজমুরুপুরীং মাথুরীং গোষ্ঠবাটীম্।
রাধাকুণ্ডং গিরিবরমহো রাধিকামাধবাশাং
প্রাপ্তো যস্য প্রথিত-কৃপয়া শ্রীগুরুং তং নতোঽস্মি॥

যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎ প্রসাদো
যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

যাঁহার অশেষ কৃপায় এই গ্রন্থ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীকরকমলে শ্রদ্ধার সহিত অর্পিত হইল।

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-দেবৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমতী কিশোরী কিশোরৌ বিজয়েতে।
প্রণম্য গুরুপাদাব্জং বিচিন্ত্য হৃদি সাদরম্।
কিঞ্চিদ্ বিতন্যতে ভক্তি-রসাস্বাদ-মনোহরঃ॥
শ্যামানন্দ পদদ্বন্দ্বং হৃদয়ানন্দদায়কম্।
হৃদয়ানন্দ-নামাহং সততং নৌমি সাদরম্॥

শ্রীগুরুর পাদপদ্মে করিয়া প্রণাম।
হৃদয়ে চিন্তন করি রূপ গুণগ্রাম॥
বিস্তার করিব কিছু ভক্তি রসাস্বাদ।
যাহা শুনি ভক্তচিত্তে বাঢ়ে মহাসাধ॥

ধর্মই জগৎকে ধারণ করেন, পুষ্পমালা যেমন সূত্র দ্বারাই ধৃত হয়, সূত্র ছিন্ন হইলে যেমন কুসুম সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ জগৎ ধর্মরূপ সূত্রের দ্বারাই ধৃত বা অবস্থিত থাকে। ধর্ম শূন্য জগৎ এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারে না। আবার ভক্তিই সেই ধর্মের জীবন স্বরূপ, সুতরাং ভক্তিই পরম ধর্ম। জগতে যখন গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন শ্রীভগবান অংশে অবতীর্ণ হইয়া যুগ ধর্মাদি স্থাপন করেন। আর যখন সকল ধর্মের জীবন স্বরূপ ভক্তি ধর্মের—প্রেম ধর্মের প্রবর্ত্তন জগতে প্রয়োজন হয়, তখন অংশী স্বয়ংই ধরাধামে প্রকট হইয়া প্রথমে জগতে তাহা সংস্থাপন করেন ও পরে পুনরায় নিজ আবির্ভাব বিশেষে জগতের ভাগ্যে উদয় হইয়া সেই পূর্বসঞ্চিত প্রেমভক্তি অজস্রভাবে সর্বজীবকে দান করিয়া থাকেন। সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অতীত দ্বাপর যুগে যে প্রেম ব্রজভূমিতে সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাই বর্তমান কলি-যুগের প্রথম সন্ধ্যায় নিজ আবির্ভাব বিশেষে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া

সপরিকর প্রেমধর্ম জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল মনুষ্য—সকল জীবকে অজস্রভাবে দান করিয়া শ্রীভগবানের সকল স্বরূপের মধ্যে পরম উদাররূপে বিবেচিত হইয়াছিলেন; যেহেতু এইরূপ অত্যাশ্চর্য্য উদারতা ও জীব জগতের প্রতি এত বড় মহান্ কৃপা বিস্তার জগতের ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই।

জগত যখন ভক্তিশূন্য হইয়া পড়িতে ছিল, বাণীর পীঠস্থান স্বরূপ শ্রীনবদ্বীপের পণ্ডিত সকল যখন নীরস, শুষ্ক হেতুবাদ বাক্‌বিতণ্ডা লইয়া কালক্ষয় করিতে-ছিলেন, সাধারণ লোক সকল যখন ধর্মের প্রকৃত মর্ম ভুলিয়া বামাচার কদাচার প্রভৃতি লইয়া মত্ত ছিলেন, নানা প্রকার অবিচার—অনাচার—অত্যাচারে দেশ যখন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, জগাই-মাধাইএর ন্যায় অবিদ্যা ও অহংমিকার তাণ্ডব যখন দেশের সভ্যতাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিতেছিল, দেশের সেই ঘোর দুর্দিনে জীব দুঃখে বিগলিত প্রাণ শ্রীল অদ্বৈত প্রভুর কাতর আহ্বানে গোলোকে শ্রীভগবান্ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না।

সেই শ্রীঅদ্বৈত প্রভু আমাদের প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ দেব রূপে প্রকটিত হইয়া শ্রীচৈতন্যের নাম-প্রেমধর্ম দিয়া শ্রীরসিক মুরারীর সহিত উৎকল প্রদেশের সকল জীবকে কৃপা বরিষণ করিয়া উদ্ধার করিলেন।

জয় শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু আমাদের শ্রীরসিক মুরারীর জয়॥

জয় গুরু শ্যামানন্দ জয় গৌরহরি।
জয় রাধেশ্যাম জয় কনকমঞ্জরী॥ —শ্রীরসিকানন্দ প্রভু

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর সে শ্রীশ্রীসর্বেশ্বরানন্দ দেব গোস্বামী জিস সময় বৃন্দাবন পধারে থে উনকী যহীঁ বৃন্দাবনমেঁ প্রাপ্তি হো গই। উনকে সাথ সব প্রিয় শিষ্য থা উসনে উনকে পাস রখে হুয়ে যহ চিত্রপট আদি শ্রীগুরুকে স্মৃতি চিহ্ন কো তথা স্বয়ং কো বৃন্দাবন সে বাহার নহী কিয়া। বৃন্দাবন চিরঘাট স্থানপর ভজন কিয়া বহী উনকো ভী প্রাপ্তি হো গই। তথা উনকো শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরাকে পাস সে যহ বস্তু হমে প্রাপ্ত হুই।"……ইতি—শ্রীমোহন গোবিন্দ অধিকারী, শ্রীবৃন্দাবন। দীপাবলি উৎসব—১৩৭৭ বাংলা।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিধুর্জয়তি

শ্রীশ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া। চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥

শ্রীগুরু চরণপদ্ম, কেবল ভকতি-সদ্ম, বন্দো মুঞি সাবধান মতে।
যাঁহার প্রসাদে ভাই, এ ভব তরিয়া যাই, কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হৈতে ॥
গুরুমুখপদ্ম বাক্য, হৃদয়ে করিয়া ঐক্য, আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু চরণে রতি, এই সে উত্তম গতি, যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা ॥
চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই, দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাঁহার চরিত ॥
শ্রীগুরু করুণা সিন্ধু, অধম জনার বন্ধু, লোকনাথ লোকের জীবন।
হাহা প্রভু কর দয়া, দেহ মোরে পদছায়া, এবে যশ ঘুষুক ত্রিভুবন ॥
বৈষ্ণব চরণ রেণু, ভূষণ করিয়া তনু, যাহা হৈতে অনুভব হয়।
মার্জ্জন হয় ভজন, সাধু সঙ্গে অনুক্ষণ, অজ্ঞান অবিদ্যা পরাজয় ॥
জয় সনাতন রূপ, প্রেমভক্তি রস কূপ, যুগল উজ্জ্বলময় তনু।
যাহার প্রসাদে লোক, পাসরিল সব শোক, প্রকটল কল্পতরু জনু ॥
প্রেম ভক্তি রীতি যত, নিজ গ্রন্থে সুবেকত, লিখিয়াছে দুই মহাশয়।
যাহার শ্রবণ হৈতে, পরানন্দ হয় চিতে, যুগল মধুর রসাশ্রয় ॥
যুগল কিশোর প্রেম, লক্ষবান্ জিনি হেম, হেন ধন প্রকাশিল যারা।
জয় রূপ-সনাতন, দেহ মোরে সেই ধন, সে রতন মোর গলে হারা ॥
ভাগবত শাস্ত্র মর্ম্ম, নববিধ ভক্তি ধর্ম্ম, সদাই করিব সুসেবন।
অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিল ভাই, এই তত্ত্ব পরম কারণ ॥
সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য, সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।
কর্ম্মী জ্ঞানী ভক্তিহীন, ইহাকে করিব ভিন, নরোত্তম এই তত্ত্ব গাজে ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর প্রথম মিলন।

জয় জয় শ্যামানন্দ অখিল জীবন।
কৃপা কর যশঃ যেন করিহে বর্ণন ॥১॥
রসিকের সঙ্গে শ্যামানন্দের মিলন।
যেমনে হইল তার কহি বিবরণ ॥২॥
কণ্টশিলা-গ্রামে রসিক থাকেন কৌতুকে।
অহর্নিশ শ্যামানন্দে দেখেন ধ্যানেতে ॥৩
একদিন রাজার মেলাতে বসি সবে।
রাজার সমীপে দ্বিজ ভাগবত আরভে ॥৪
ভাগবত শুনেন রসিক বসি তথা।
বৈকুণ্ঠরাজা শুনে ভাগবত কথা ॥৫॥
রাজধানী সভা বড় দেখিতে সুন্দর।
বড় বড় দ্বিজগণ যেন বেদবর ॥৬॥
এসবারে রসিক সুধায় কৌতুকে।
ভাগবত-তত্ত্বার্থ পুছেন একে একে ॥৭॥
হনকালে শ্যামানন্দ করিল গমন।
তার মধ্যেতে গিয়া হৈল উপসন্ন ॥৮॥
দেখিতে সুন্দর তনু গৌর কলেবর।
আজানুলম্বিত বাহু মুখ মনোহর ॥৯॥
মন্দমন্দ হাস্য মুখ চাহনি সুন্দর।
জেন্দ্র মন্থর-গতি অতি মনোহর ॥১০
বড় তেজরূপে দেখি সবে চমকিত।
গোষ্ঠী সহিত রাজা উঠিল ত্বরিত ॥১১
দণ্ডবতকায় ক্ষিতি পড়িল চরণে।
সবে দেখিলা যেন দ্বিতীয় নারায়ণে ॥১২
দেখিয়া অদ্ভুত রূপ ছাড়িয়া আসন।
আসনে বসায় রাজা করিয়া যতন ॥১৩
শ্যামানন্দে দেখি রসিক আনন্দোল্লাস।
প্রেমভক্তিদাতা প্রভু হইলা প্রকাশ ॥ ১৪
বসিলেন শ্যামানন্দ হরষিত মনে।
চারিদিকে নেহারিয়া দেখে জনে জনে ॥১৫
রসিকের রূপ দেখি মুগধ অন্তর।
এই পুরুষ হবে রসিক শেখর ॥ ১৬ ॥
কেহ কারে নাহি চিনে দোঁহে
জানে মনে।
দোঁহে দোঁহার রূপ দেখি
কৈল ক্রন্দনে ॥১৭॥
ক্ষণে ভাগবত শুনি রাজা মহাশয়।
মন্দির ভিতরে সবে করিলা বিজয় ॥১৮
দ্বিজগণে গেলা সবে যথা যাঁর স্থান।
রসিক রহিলা একা জানিয়া প্রমাণ ॥১৯॥
সে মেলাতে শ্যামানন্দ করিল আসন।
বসিলেন শ্যামানন্দ পুরুষ রতন ॥২০॥
নির্জনে রসিক গিয়া পড়িল চরণে।
আনন্দের ধারা বহে রসিক নয়নে ॥২১

श्रीवृन्दावन

উপরে : শ্রীরাধিকার শ্রীচরণ, মধ্যে : মাতৃক্রোড়ে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু, দণ্ডায়মান : শ্রীরসিকা

উঠিয়া করিল কোলে শ্যামানন্দ রায়। শুনি শ্যামানন্দ তাঁরে বসাইল পাশে।
এ পুরুষ কার সুত পুছিল সবায় ॥২২॥ পুছিলেন সবকথা করিয়া উদ্দেশে ॥২৫॥
কিনাম এ বালকের করহ প্রকাশ। পুছিল সংসার ব্যবহার জনে জনে।
দেখিতে মধুর মূর্ত্তি মুখে মন্দহাস ॥২৩॥ পরমার্থ কথা তবে কহিল যতনে ॥২৬॥
মুরারি বলিয়া নাম কহে সর্ব্বজন। রঃ মঙ্গল
মল্লভূম অধিপতি অচ্যুত নন্দন ॥২৪॥

উপদেশ সার

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়ে

এতে চাংশ কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারি ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

সূত কহিলেন শুন শুন ঋষিগণ। যত যত অবতার করিনু কীর্ত্তন ॥
তার মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণাংশ সম্ভূত। আর কেহ কেহ কলারূপে পরিণত ॥
সর্ব্ব শক্তি পূর্ণ হেতু নন্দসুত হরি। একমাত্র ভগবান জেনো দৃঢ় করি ॥
যখন অসুরগণ হইয়া প্রবল। ভুবন ব্যাকুল করে প্রকাশিয়া বল ॥
সেই কালে অংশ কলা রূপে ভগবান। অবতীর্ণ হঞা করে সর্ব্বলোক ত্রাণ ॥
শ্রীকৃষ্ণ ভজনে হয় সবে অধিকারী। কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কি পুরুষ নারী ॥
সর্ব্ব বর্ণে যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়। যেনা ভজে সে চণ্ডাল সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥

তথাহি আদি পুরাণে

মদ্ভক্তা যত্র গচ্ছন্তি তত্র গচ্ছামি পার্থিব।
ভক্তানামনুগচ্ছন্তি মুক্তয়ঃ শ্রুতিভিঃ সহ ॥

বৎসের পশ্চাতে যেন ধায় ধেনুগণ। তেমতি ভক্তের পাছে ধায় জনার্দ্দন ॥

ভক্তের পশ্চাতে মুক্তি ধায় স্তুতি করি।
সত্য সত্য বলে শাস্ত্র দেখহ বিচারি॥

তথাহি মোহ মুদ্গরে—

নলিনী-দলগত জলমতি তরলং,
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং।
ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতি রেকা,
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥
সাধু সঙ্গ সাধু সাঙ্গ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
লব মাত্র সাধু সঙ্গে সর্ব্ব সিদ্ধি হয়॥

তথাহি ব্রাহ্মে শ্রীভগবদ্বাক্যং—

নৈবেদ্যং পুরতো ন্যস্তং দৃষ্টৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ॥

নৈবেদ্য যে খাই আমি ভক্তের বদনে। শুন শুন বলি ব্রহ্মা তোমার সদনে॥ ১৮॥

তথাহি আদি পুরাণে

অস্মাকং বান্ধবা ভক্তা ভক্তানাং বান্ধবা বয়ং।
অস্মাকং গুরুবো ভক্তা ভক্তানাং গুরুবো বয়ং॥

আমার বান্ধব ভক্ত শুন শুন ধনঞ্জয়। ভক্তের বান্ধব আমি কহিনু নিশ্চয়॥
আমার হয়েন গুরু ভক্ত মহাশয়। আমিও ভক্তের গুরু জানিহ নিশ্চয়॥ ৫৩॥

॥ শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর জন্মতিথি উপলক্ষে গীত ॥

এস হে আজ, রসিকরাজ, জয় প্রভু শ্যামানন্দ।
ওড়িয়া ভূমির, অর্দ্ধমৃত জনে, নাচালে প্রেম তরঙ্গে ॥
দুরিকা গর্ভেতে, উদয় হইলে, তরাইতে পাপী সর্ব।
পূর্ণিমা তিথি, চৈত্র মধু, তব জন্মতিথি পর্ব ॥
পূজিবে সর্বে, নারী-নরে, তব শ্রীচরণ দ্বন্দ্ব।
চৌদিকে ছুটে, আকুল করে, পদ্মমধুর গন্ধ ॥
ভক্ত সর্বে, পূজিবে তোমা, আসন পাতি দর্ভ।
অর্থী দুঃখী, সকলে মিলি, তেজি মনে জ্ঞান গর্ব ॥
ভরিয়া ডালা, আনিছে মালা, করিয়া অতি যত্ন।
চন্দন ঘসি, পূজিব বলি, এনেছি নানারত্ন ॥
পাদ সরোজ, ভরসা মাত্র, জানে না তোমা ভিন্ন।
ভক্ত প্রাণ, ভক্তি নিদান, করিও না আশা ছিন্ন ॥
ধারেন্দা পতি, পরাণকান্ত, করিলে না কত উক্তি।
উৎকল প্রদেশ, তোমার জীবন, কত দৈন্য কত আর্ত্তি ॥
পাপীরে তরালে পৃথিবী ভাসালে, আনি মহা প্রেমবন্যা ॥
গৌর অবতারে, সাধনতত্ত্ব, জীবে দেই কৈলে ধন্যা ॥
প্রাণ মাতান ভক্তিতত্ত্বে, শিখালে প্রেম নৃত্য।
পৃথিবী মাতিল, বিশ্ব ভরিল, প্রভু নাম তব সত্য ॥
অদ্বৈত আবেশ, প্রভু তোমা হৈল, শ্রীরাধাপ্রকাশ জ্যোতি।
রসিকানন্দের, প্রভু এই হয়, শ্যামানন্দ প্রাণ পতি ॥
নানা যন্ত্র বাদ্য বাজে সবে কোলাকুলি।
রসিক মুরারি নাচে জয় শ্যামানন্দ বলি ॥
ব্রজজনানন্দ হেরি করিল রচন।
সে আনন্দ হেরি নাচে সর্ব ভক্ত জন ॥

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ স্মরণ প্রার্থনা

পরম দয়াল পতিতপাবন প্রভু শ্যামানন্দ
পতিতপাবন অধমতারণ প্রভু শ্যামানন্দ
অদোষদরশী (আমার) প্রভু শ্যামানন্দ
প্রেমদাতা নামদাতা প্রভু শ্যামানন্দ
গতিদাতা পরিত্রাতা প্রভু শ্যামানন্দ
প্রেমে পাগল আপনহারা প্রভু শ্যামানন্দ
নামে প্রেমে বিশ্বম্ভরা প্রভু শ্যামানন্দ
আচণ্ডালে বুকেধরা প্রভু শ্যামানন্দ
অবিচারে কোলেকরা প্রভু শ্যামানন্দ
ছুটে যায় পতিতের কাছে প্রভু শ্যামানন্দ
অযাচিত কৃপাকারী প্রভু শ্যামানন্দ
তৃষিতের তাপতৃষ্ণাহারী প্রভু শ্যামানন্দ
দয়ালের শিরোমণি প্রভু শ্যামানন্দ
প্রেমের খনি পরশমণি প্রভু শ্যামানন্দ
নয়নাভিরাম আনন্দধাম প্রভু শ্যামানন্দ
জগদ্বন্ধু জগদ্‌গুরু প্রভু শ্যামানন্দ
মরমী দরদী বন্ধু প্রভু শ্যামানন্দ
জীবনে মরণে গতি প্রভু শ্যামানন্দ
রসিকানন্দের প্রভু প্রভু শ্যামানন্দ
উদ্দণ্ড প্রতাপহারী প্রভু শ্যামানন্দ
দীনজন পাবন প্রভু শ্যামানন্দ
শ্রীজীবের আদরের ধন প্রভু শ্যামানন্দ
শ্রীনিবাসের সম প্রাণ প্রভু শ্যামানন্দ
নরোত্তমের সম প্রাণ প্রভু শ্যামানন্দ
শ্রীঅদ্বৈত আবেশ প্রভু শ্যামানন্দ
আমি শ্যামানন্দ দাস (আমার) প্রভু শ্যামানন্দ

প্রণাম মন্ত্র

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥
চৈতন্য-চরণাম্ভোজ-মধুপেভ্যো নমো নমঃ।
কথঞ্চিদাশ্রয়াদ্ যেষাং শ্বাপি তদ্গন্ধভাগ্ ভবেৎ ॥

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দাষ্টকম্

শরদিন্দুনিন্দি সুকমল বদনং
অতি সুন্দর শরীর বিদ্যুদ্ বরণং
গতি অতি মন্থর গজপতিনিন্দ্যং
তং প্রণমামি চ শ্রীল শ্যামানন্দম্ ॥১॥
নাসাগ্রে নূপুরাকৃতি তিলক শোভাং
কণ্ঠে বিলম্বিত শ্রীতুলসী মালিকা
প্রেমে ঢুলু ঢুলু নয়নযুগসান্দ্রং
তং প্রণমামি চ শ্রীল শ্যামানন্দম্ ॥২॥
কামকার্ম্মুকনিন্দি ভ্রূযুগ সুন্দরং
বিম্বারুণ বিড়ম্বিত চারু অধরং
ভালে কৃপাপ্রাপ্ত উজ্জ্বল বিন্দুচন্দ্রং
তং প্রণমামি চ শ্রীল শ্যামানন্দম্ ॥৩॥
উদ্দণ্ড নৃত্য সুবাহু যুগবলিতং
স্ফুরদঙ্গে পুলক কদম্ব পুষ্পিতং।
নয়ন কমল যুগে অশ্রুগলিতং
তং প্রণমামি চ শ্রীল শ্যামানন্দম্ ॥৪॥

হৃদয় চৈতন্যদেব কৃপাভূষিতং
শ্রীজীব গোস্বামিনঃ শিক্ষা শোভিতং ॥
সাক্ষাৎ শ্রীরাধায়াঃ কৃপাতিরেকপ্রাপ্তং
তং প্রণমামি চ শ্রীল শ্যামানন্দম্ ॥৫॥
করযুগপঙ্কজ কোমল ললিতং
ললিত দশনখ চন্দ্রজিনি রাজিতং
কনক অম্বরে শোভিত কটিতটং
তং প্রণমামি চ শ্রীল শ্যামানন্দম্ ॥৬॥
শ্রীসীতানাথাদ্বৈতাবেশাবতারকং
শ্রীনিবাস নরোত্তম সমপ্রাণকম্ ।
গৌড়ে নিখিল সদ্ভক্তি প্রচারবন্তং
তং প্রণমামি চ শ্রীল শ্যামানন্দম্ ॥৭॥
দীনজনপাবন পতিতোদ্ধারকং
আচণ্ডাল জীবচয়গতিদায়কং ।
অখিললোক পাবন চরণারবিন্দং
তং প্রণমামি চ শ্রীল শ্যামানন্দম্ ॥৮॥
প্রাতরুত্থায় যঃ পঠেন্নিত্যং শ্যামানন্দাষ্টকম্ ।
কৃষ্ণভক্তিঃ ভবেৎ তস্য লভে ব্রজে বাস সদা ॥
ইতি রাসানন্দ দেবেন বিরচিতং
শ্রীশ্রীশ্যামানন্দাষ্টকম্ ॥

শ্যামানন্দী তিলক প্রমাণঃ—

নাসার্দ্ধং কেশপর্য্যন্তং ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং ।
মধ্যে কৃপাবিন্দু যুক্তং তিলকং শ্যামমোহনং ॥

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর

মন্ত্র

শ্রীং কনকমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা

গায়ত্রী

শ্রীং কনকমঞ্জর্য্যৈ বিদ্মহে, শ্রীরাধাপ্রেমরূপায়ৈ ধীমহি,
তন্নো কনকমঞ্জরী প্রচোদয়াৎ ॥

ধ্যান

নবদ্বীপে যোগপীঠে-কমল বায়ব্যদলে
কিঞ্জল্কদল-মধ্যস্থ-রত্ন সিংহাসনস্থিতম্।
শ্যামানন্দ-প্রভুং ধ্যায়েৎ গৌরপ্রিয়প্রিয়ং মুদা ॥

কনকমঞ্জরীর ধ্যান

বৃন্দাবনে যোগপীঠে কমল-বায়ব্যদলে শ্রীকনকমঞ্জরীং ধ্যায়েৎ-
কিঞ্জল্কদলমধ্যস্থ-রত্নসিংহাসনস্থিতা।
শ্যামপ্রিয়াপ্রিয়া সেব্যা মাধুর্য্যগুণমণ্ডিতা ॥
কনকমঞ্জরী সেব্যা ... ...

শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য লীলামৃতাখ্য দশনামস্তোত্রম্।

রাধিকা হৃদয়োন্মাদি-বংশীকান মধুচ্ছটঃ।
রাধাপরিমলোদ্গার-গরিমা ক্ষিপ্তমানসঃ ॥
কস্ত্র রাধা মনোমীন বড়িশী কৃত বিভ্রমঃ।
প্রেম গর্ব্বান্ধ গান্ধর্ব্বা কিল কিঞ্চিত রঞ্জিতঃ ॥
ললিতাবশ্যধিরাধা মানাভাস বশীকৃতঃ।
রাধা বক্রোক্তি পীযূষ- মাধুর্য্যভর লম্পটঃ ॥
মুখেন্দু চন্দ্রিকোদ্ঘূর্ণা রাধিকা রাগ সাগরঃ।
বৃষভানুসুতা কণ্ঠ হারিহার হরিন্মণিঃ ॥

ফুল্ল রাধা কমলিনী মুখাম্বুজ মধুব্রতঃ।
রাধিকা কুচ কস্তুরীপত্র স্ফুরদুরঃস্থলঃ॥
ইতি গোকুলভূপাল সুনুলীলা মনোহরম্।
যঃ পঠেন্নাম দশকং সোঽস্য বল্লভতাং ব্রজেৎ॥

ইতি শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিতং শ্রীশ্রীকৃষ্ণস্য লীলামৃতাখ্য দশনামস্তোত্রম্ সমাপ্তম্।

শ্রীশ্রীযুগলকিশোরাষ্টকম্

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ

নবজলধর বিদ্যুদ্দ্যোত বর্ণৌ প্রসন্নৌ
বদন-নয়ন-পদ্মৌ চারু-চন্দ্রাবতংসৌ।
অলকতিলক ভালৌ কেশবেশ প্রফুল্লৌ
ভজ ভজতু মনো রে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ॥ ১॥

শ্রীশ্রীরাধায়াঃ সপ্তত্রিংশ নাম স্তোত্রম্

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমা চ পরাত্মিকা।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থল-স্থিতা॥ ১
কৃষ্ণপ্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণু-প্রসূরপি।
সর্বাদ্যা বিষ্ণুমায়া চ সত্যাসত্যা সনাতনী॥ ২
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নির্গুণা পরা।
বৃন্দাবনেশা বিজয়া যমুনা-তট-বাসিনী॥ ৩
গোপাঙ্গনানাং প্রথমা গোপীশা গোপমাতৃকা।
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দন কামিনী॥ ৪
বৃষভানুসুতা শান্তা কান্তা পূর্ণতমস্য চ।
কাম্যা কলাবতীকন্যা তীর্থপূতা সতী শুভা॥ ৫॥

সপ্তত্রিংশচ্চ নামানি বেদোক্তানি শুভানি চ।
সারভূতানি পুণ্যানি সর্বনামস্থ নারদ! ॥৬
যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুদ্ধো বিষ্ণুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ইহৈব নিশ্চলাং লক্ষ্মীং লব্ধ্বা যাতি হরেঃ পদং
হরিভক্তিং হরের্দাস্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭
স্তোত্রস্মরণ মাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
পদে পদে হয়মেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলং ॥৮
কোটি জন্মার্জিতাৎ পাপাৎ ব্রহ্মহত্যা শতাদপি।
স্তোত্র স্মরণ মাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৯
ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে সামবেদোক্তং শ্রীশ্রীরাধাস্তোত্রং সমাপ্তং।

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব শরণ

বৃন্দাবন বাসী যত বৈষ্ণবের গণ।
প্রথমে বন্দনা করি সবার চরণ ॥
নীলাচল বাসী যত মহাপ্রভুর গণ।
ভূমেতে পড়িয়া বন্দোঁ সবার চরণ ॥
নবদ্বীপ বাসী যত মহাপ্রভুর ভক্ত।
সবার চরণ বন্দোঁ হঞা অনুরক্ত ॥
মহাপ্রভুর ভক্ত যত গৌড়দেশে স্থিতি।
সবার চরণ বন্দোঁ করিয়া প্রণতি ॥
যে দেশে যে দেশে বৈসে গৌরাঙ্গের গণ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বন্দোঁ সবার চরণ ॥
হঞাছেন হইবেন প্রভুর যত দাস।
সবার চরণ বন্দোঁ দন্তে করি ঘাস ॥
ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে।
এ বেদ পুরাণে গুণ গায় যেবা শুনে ॥

মহাপ্রভুর গণ সব পতিত পাবন।
তাই লোভে মুঁই পাপী লইনু শরণ॥
বন্দনা করিতে মুই কত শক্তি ধরি।
তমো বুদ্ধি দোষে মুই দম্ভ মাত্র করি॥
তথাপি মুখের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা সিদ্ধি হয় যম বন্ধ ছুটে।
জগতে দুর্ল্লভ হঞা প্রেমধন লুটে॥
মনের বাসনা পূর্ণ অচিরাতে হয়।
দেবকীনন্দন দাস এই লোভে কয়॥

ইতি শ্রীদেবকীনন্দন দাস বিরচিত শ্রীশ্রীবৈষ্ণব শরণ সমাপ্ত।

আত্মনিবেদন

মেরে তো আধার হ্যায়।
শ্রীরাধে কো চরণার বৃন্দ॥
মেরে জীবন প্রাণ হ্যা
শ্রীরাধে কো চরণারবৃন্দ॥
রাধে কো চরণারবৃন্দ।
কিশোরী কো চরণারবৃন্দ॥
মেরে তো আধার হ্যা।
শ্রীরাধে কো চরণারবৃন্দ।
জয় জয় রাধে জয় জয় শ্যাম।
জয় জয় শ্রীবৃন্দাবন ধাম॥
কিশোরী রাধে জয় রাধে শ্যাম,
কিশোরী রাধে শ্যাম।

অপরাধ ক্ষমাপণ

কর-চরণ-কৃতং বা কায়জং কর্মজং বা
শ্রবণ নয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিদিতমবিদিতং বা সর্বমেতৎ ক্ষমস্ব
জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমুরারে মুকুন্দ॥

বস্তু পরিচয় ও স্বরূপ প্রাপ্তি

কে আমি? কোথা হইতে আসিয়াছি? কোথায় বা যাইব? কেন আবার আসিতে হয়? এই সাজান সংসারে ত্রিতাপরূপ দুঃখভোগ কেন হইতেছে? এই দুঃখের হাত হইতে কে রক্ষা করিবে? তিনি কে? তাঁহার স্থান কোথায়? আমার কর্ত্তব্য কি? তাঁহাকে কোন সাধনে পাওয়া সহজ তাঁহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি?

সাধ্য সাধন তত্ত্ব যা কিছু মঙ্গল।
কৃষ্ণনাম সংকীর্তনে মিলিবে সকল॥ চৈঃ ভাঃ আঃ ১৪

শিক্ষাষ্টকের অনুবাদ

যে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জন করে অর্থাৎ চিত্তের সর্ববিধ দুর্বাসনা ধ্বংস করিয়া তাহাকে সুবিমল ও সমুজ্জ্বল করে। যাহা ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাণ করে অর্থাৎ নিখিল পাপ-তাপ বিনাশ করিয়া জীবের ভববন্ধন মোচন করে। যাহা কল্যাণরূপ কুমুদে জ্যোৎস্না বিতরণ করে অর্থাৎ জীবের সর্ববিধ মঙ্গল বিধান করে। যাহা বিদ্যারূপ বধূর জীবন স্বরূপ অর্থাৎ পরম তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে। যাহা আনন্দ সমুদ্র বর্ধন করে। যাহা পদে পদে সমস্ত রস আস্বাদন করাইয়া পূর্ণ অমৃতের আস্বাদ প্রদান করে এবং যাহা সর্বেন্দ্রিয়কে পরিতৃপ্ত করে, সেই শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন সর্বতোভাবে সর্বোপরি বিজয় লাভ করিতেছেন

জয় শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের জয়।

হর্ষে প্রভু কহেন—শুন স্বরূপ রামরায়।
নাম-সংকীর্তন—কলৌ পরম উপায়॥
সংকীর্তন যজ্ঞে কলৌ কৃষ্ণ-আরাধন।
সেইত সুমেধা পায় কৃষ্ণের চরণ॥
নাম সংকীর্তনে হয় সর্বানর্থ নাশ।
সর্ব শুভোদয় কৃষ্ণে প্রেমের উল্লাস॥
সংকীর্তন হৈতে পাপ-সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদ্গম॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্গম, প্রেমামৃত আস্বাদন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন॥ চৈ ৩।২০
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপক্ষয়।
নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হৈতে হয়॥
দীক্ষা-পুরশ্চর্যা বিধি অপেক্ষা না করে।
জিহ্বাস্পর্শে আ-চণ্ডালে সবারে উদ্ধারে॥
অনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়।
চিত্ত আকর্ষিয়া করায় কৃষ্ণে প্রেমোদয়॥ ২।১৫
খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়।
কাল দেশ নিয়ম নাহি সর্ব সিদ্ধি হয়॥
সর্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ।
আমার দুর্দৈব—নামে নাহি অনুরাগ॥ ৩।২০
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংকীর্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥ ৩।৪

শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ-চরিতামৃত

বন্দে গুরূন্ ঈশভক্তান্ ঈশং ঈশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তৎশক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌ শন্দৌ তমোনুদৌ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আর প্রভু নিত্যানন্দ।
যাঁহার প্রকাশে সর্ব্ব জগত আনন্দ॥
দুই ভাই হৃদয়ের ক্ষালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র॥
দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥
সেই দুই প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

প্রথম-তরঙ্গ

অথ শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কৃপাসিক্ত মহত্তম কবি শ্রীশ্রীরসিকানন্দ দেব গোস্বামিচরণ দশলক্ষণান্বিত শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের ন্যায় দশলক্ষণান্বিত ভক্তিরসপাত্র শ্রীশ্রীভক্তভাগবতোত্তমের স্বরূপ-গুণ-লীলা-

পরিকরাদির প্রকাশক শতবিচ্ছেদাত্মক পদ্যশতক নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া উপক্রমে সূত্ররূপে সমগ্র গ্রন্থের তাৎপর্যমণ্ডিত দশলক্ষণ-বিশিষ্ট শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বিজয়-গীতিকা কীর্ত্তনের দ্বারা স্বরূপতঃ সামান্যভাবে বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—

সান্দ্রানন্দনিধিঃ প্রসাদজলধি-স্ত্রৈলোক্য-শোভানিধিঃ
পূর্ণপ্রেম-রসামৃতাক্ষয়নিধিঃ সৌভাগ্যলক্ষ্মীনিধিঃ।
সন্তপ্তৈক-মহানিধি-র্দ্রবনিধিঃ কারুণ্যলীলানিধিঃ
শ্যামানন্দ-কলানিধি-র্বিজয়তে মাধুর্য্যসম্পন্নিধিঃ॥

যিনি স্বয়ং আনন্দঘনমূর্ত্তি হইয়াও ভগবৎপ্রসাদানন্দ প্রদানের দ্বারা ত্রিজগৎকে আনন্দোল্লসিত করিবার জন্য এই ভূমণ্ডলে জগদ্গুরু-রূপে আবির্ভূত হইয়া নিজ আচরণ ও শিক্ষাদ্বারা তত্তৎ সৌভাগ্যবান্ জীবকূলকে পরিপূর্ণ অক্ষয় অমৃত রস-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া আনুষঙ্গিকভাবে সর্ব্বসন্তাপ-নির্ম্মুক্তি ও পরমানন্দ সম্পদ লাভের অধিকারী করিয়াছেন এবং শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরের অখিলকলারসসমুদ্র আবিষ্কার পূর্ব্বক বিরাজিত হইয়াছেন, আমরা সকলে তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইতেছি।

উক্ত শ্লোকের চারিচরণের দ্বারা সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন ও ফল—বেদান্তের এই লক্ষণচতুষ্টয় এবং দশটি পদের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতের দশলক্ষণ অর্থতঃ প্রদর্শিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবত-দশলক্ষণ—

সর্গ, বিসর্গ, স্থান—সমন্বয় ; পোষণ, ঊতি—অবিরোধ ; মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ—সাধন ; মুক্তি—ফল ; আশ্রয়—পরমফল।

শ্রীভক্তভাগবত-দশলক্ষণ—

ভগবদীক্ষণং জন্ম তত্তৎস্থানে হরিশ্রুতিঃ।
শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহাভিন্নং নামমন্ত্রাশ্রয়ং ততঃ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণভক্তানাং সঙ্গাৎসদ্ভক্তিবাসনা।
সদ্ধর্ম্মাচরণং তত্র বিষ্ণুভক্তিকথাশ্রুতিঃ॥
ততো ভগবতো লীলা-দশমস্কন্ধ-বিশ্রুতাং।
রাগানুগ-রুচের্লাভস্তস্মাৎ সেবাফলাশ্রয়ঃ॥

অনন্তর উক্ত বিষয়ই তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বিশেষরূপে বর্ণন করিতেছেন—

যং লোকা ভুবি কীর্ত্তয়ন্তি হৃদয়ানন্দস্য শিষ্যং প্রিয়ং
সখ্যে শ্রীসুবলস্য যং ভগবতঃ প্রেষ্ঠানুশিষ্যং তথা।
স শ্রীমান্ রসিকেন্দ্রমস্তকমণিশ্চিত্তে মমাহর্নিশং
শ্রীরাধাপ্রিয়নর্ম-মর্ম্মসু রুচিং সম্পাদয়ন্ ভাসতাম্॥

এক্ষণে মানবগণ যাঁহাকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সেবাধিকারী গৌড়মণ্ডলে অতি প্রসিদ্ধ শ্রীহৃদয়ানন্দ ঠাকুরের প্রিয়শিষ্য এবং স্বয়ং-ভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের (শ্রীগৌরচন্দ্রের) পরমপ্রেষ্ঠ সখা শ্রীসুবলের (শ্রীগৌরীদাস ঠাকুরের) প্রিয়তম অনুশিষ্য বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সেই অনির্বচনীয় শোভাবিশিষ্ট ও রসিকেন্দ্র সম্প্রদায়ের শিরোধার্যভূত অমূল্যনিধি শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভু শ্রীশ্রীরাধামাধবের অন্তরঙ্গ লীলাবিলাস-সেবায় অনুরাগ জন্মাইয়া আমার চিত্তে অহর্নিশ বিরাজিত থাকুন। ইহা দ্বারা স্বসম্প্রদায়পরম্পরা ও বর্ণিত হইল—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু—শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর—হৃদয়ানন্দ অধিকারী ঠাকুর—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু—তদনুগত শ্রীরসিকানন্দদেব।

অনন্তর কারুণ্যঘনবিগ্রহ জগদগুরুপাদপদ্মে প্রণতিরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া বলিতেছেন—

শ্যামেনৈব রসেন যস্ত্রিজগতীমানন্দয়ত্যুল্লসন্
শ্যামানন্দ ইতীরয়ন্তি কবয়ো যং কার্ষ্ণরাজং ভুবি।

সংগুপ্ত-ব্রজসুন্দরেন্দ্র রমণীভাব-প্রকাশোজ্জ্বলং
তং বন্দে জগতাং গুরুং সকরুণং শ্রীদূরিকানন্দনম্॥

রহস্যবেত্তা বিজ্ঞগণ যে বৈষ্ণবাচার্য সম্বন্ধে এই কথাই বলিয়া থাকেন যে—যিনি কেবলমাত্র শ্যামরস অর্থাৎ উন্নতোজ্জ্বল মধুররসেই স্বয়ং উল্লসিত হইয়া উক্ত রসেই ত্রিভুবনবাসী সকলকেও আনন্দিত করেন—তিনিই যথার্থ শ্যামানন্দ। আর, যিনি ব্রজেন্দ্রনন্দনের প্রেয়সীগণের বেদগোপ্য ভাবসমূহের সঞ্চারে দেদীপ্যমান হইতেছেন, সেই জগদ্‌গুরুবর্য্য মহাকারুণ্যনিধি শ্রীদূরিকানন্দন শ্রীশ্যামানন্দকেই বন্দনা করি।

অনন্তর জগদ্‌বাসিগণের প্রতি আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিতেছেন—

চেতশ্চেদ্ বিরলপ্রচার-মধুর-প্রেমামৃতাস্বাদনে
কামো মার্গণয়া বিনা যদি সুখাদ্ ভাবাখ্য-চিন্তামণৌ
চেদ্ রাগানুগ-ভক্তি-সম্পদি রুচিঃ সর্বাত্মভাবাত্তদা
শ্যামানন্দ সুপর্ব-পাদপমিমং নিত্যং ভজধ্বং জনাঃ॥

রাগানুভক্তি মুকুলিত, ভাবচিন্তামণি কুসুমশোভিত এবং মধুর-প্রেমরূপ অমৃত ফলান্বিত এই সুকল্পতরুরাজ যদিও ভূলোকে দুর্লভ তথাপি আমাদের ভাগ্যভরে এই ভূমণ্ডলে সুলভ হইয়াছেন। অতএব হে বিশ্ববাসি বন্ধুগণ! যদি সাধনশ্রম ব্যতীত অনায়াসেই বিরলপ্রচার মধুর প্রেমামৃতরসের ফল পুষ্প কোরকাদি আস্বাদন করিতে একান্তই ইচ্ছা কর, তবে কায়মনোবাক্যে এই শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ সুকল্পতরুরাজকে নিত্য অনুক্ষণ সেবা কর। যাঁহার অনুগ্রহমাত্রেই সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি অনায়াসে লভ্য হয়, তিনিই ভজনীয়।

ইতি শ্যামানন্দ চতুঃশ্লোকী

দ্বিতীয় তরঙ্গ

লীলানুবাদ *

—※—

শ্রীপাট ধারেন্দা ও পিতৃ-পরিচয়

পঞ্চদশ শক-শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে তদানীন্তন উড়িষ্যার অন্তর্গত ধারেন্দাগ্রামে 'শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল নামক এক পরম কৃষ্ণভক্ত বাস করিতেন। এই ধারেন্দা-গ্রাম বর্ত্তমানে মেদিনীপুর-জেলায় বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের খড়্গপুর ষ্টেশনের পশ্চিম উত্তরে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। বাহাতুরপুর গ্রামটী ধারেন্দা গ্রামের সংলগ্ন বলিয়া এই গ্রামকে সাধারণতঃ একত্রে 'ধারেন্দা-বাহাতুরপুর'-নামে অভিহিত করা হয়। শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল সদ্‌গোপকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম "শ্রীতুরিকা'। তিনি সর্ব্ব বিষয়ে কৃষ্ণভক্ত পতির অনুগামিনী ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সদাচারী, সত্যনিষ্ঠ, অমায়িক, বিশুদ্ধচিত্ত ও দয়া দাক্ষিণ্যের আদর্শ ছিলেন।

শ্রীঘনশ্যাম-দাসের শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীকৃষ্ণমণ্ডলের পরিচয় এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

দণ্ডেশ্বর-গ্রামে বাস সর্ব্বাংশে প্রবল।
মাতা শ্রীতুরিকা, পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল॥
সদ্‌গোপকুলেতে শ্রেষ্ঠ, অতি সুচরিত।
কৃষ্ণ সে সর্ব্বস্ব, তাঁ'র ভক্তে অতি প্রীত॥

---

*মহামহোপদেশক শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় লিখিত প্রবন্ধানুসরণে সংগৃহীত।

শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল দুরিকার গুণগণ।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে না হয় বর্ণন॥
ধারেন্দা বাহাদুরপুরেতে পূর্ব্বস্থিতি।
শিষ্ট লোক কহে শ্যামানন্দ জন্ম তিথি॥
(১ম তরঙ্গ ৩৫১-৪)

আবির্ভাব

উক্ত ভক্তদম্পতীর গৃহে অনেকগুলি পুত্রকন্যার জন্ম হইলেও একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল। অবশেষে শ্রীভগবান্ তাঁহার এক নিজজনকে ঐ ভক্তদম্পতীর গৃহে প্রেরণ করিলেন। চৈত্রী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের এক নিজজন শ্রীদুরিকার ক্রোড়দেশ আলোকিত করিলেন। পুত্রের তেজ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল সহধর্ম্মিণীকে বলেন,—"ইহাকে যত্ন কর, হয়ত শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে রক্ষা করিতে পারেন; কারণ, ইহাকে দেখিয়া মনে হয়, ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের তেজ নিহিত রহিয়াছে।" প্রতিবেশিগণও শিশুরূপী মহাপুরুষের অদ্ভুত কান্তি-দর্শনে হৃদয়ে মহানন্দ লাভ করিলেন। পূর্ব্বে শ্রীদুরিকার একাধিক পুত্রকন্যার বিয়োগ হইয়াছে দেখিয়া গ্রামবাসিনী প্রৌঢ়া স্ত্রীগণ শ্রীদুরিকানন্দনের 'দুখিয়া' নাম রাখিবার পরামর্শ দিলেন।

গ্রামবাসী স্ত্রীগণ কহয়ে বারবার।
এখন 'দুখিয়া'-নাম রহুক ইহার॥
মাতাপিতা দুঃখসহ পালন করিল।
এই হেতু 'দুঃখী' নাম প্রথম হইল॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৩৫৮-৯)

'দুখিয়া'র মহাপ্রসাদের দ্বারা অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণাদি-সংস্কার মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইল। দুঃখী তাঁহার বাল্যলীলায়

কোন প্রতিবেশী বালকের সহিত মিশিতেন না। অতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার অসৎসঙ্গ-পরিহার-বিষয়ে তীব্র সতর্কতা লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি অত্যল্পকালের মধ্যে ব্যাকরণাদি শাস্ত্রপাঠ সমাপ্ত করিয়া ফেলিলেন। তিনি বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও তদীয় ভক্তগণের চরিত-কথা অতিশয় মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেন। সেইসকল লীলাকথা অনুকীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার দুই নয়ন গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় অশ্রুধারা প্রবাহিত হইত। এইরূপ ভাবে তিনি সর্ব্বক্ষণ বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ-বিগলিত শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলামৃত পান করিতেন এবং মাতৃপিতৃবুদ্ধির পরিবর্ত্তে বৈষ্ণববুদ্ধির সহিত সাবধানে শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল ও দুরিকার সেবা করিতেন। বৈষ্ণব-দম্পতীও বহির্ম্মুখ জনক-জননীর ন্যায় পুত্রকে ভোগ্যবস্তু মনে না করিয়া বালকের ভগবৎকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে অনুরাগ দর্শনে পুত্রকে শ্রীহরিভজনের যোগ্যপাত্র জানিয়া সদ্‌গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ের পরামর্শ দিলেন।

পিতামাতা পুত্র যোগ্য দেখিয়া কহয়।
'কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লহ যথা মনে লয়'॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৩৬৬)

বৈরাগ্যলীলা

দুঃখী বাল্যকাল হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ সৌভাগ্য লাভ করিতে পারায় তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রিয়পার্ষদ শ্রীশ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয়শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যপ্রভুর কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ব্রজের দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীসুবল সখাই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত। শ্রীশ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী শ্রীশ্রীবসুধা

জাহ্নবা দেবীর পিতৃদেব শ্রীসূর্যদাস সরখেল। শ্রীল সূর্য্যদাসের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত। তিনি শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরে আসিয়া অম্বিকা কাল্‌নায় বাস করেন। শ্রীল গৌরীদাসের শিষ্য শ্রীল হৃদয়চৈতন্য।

শ্রীদুঃখী বৈষ্ণবগণের মুখে শ্রীহৃদয়চৈতন্যপ্রভুর গুণগাথা শ্রবণ করিয়া মাতাপিতাকে করজোড়ে জানাইলেন,— "আমার প্রভু অম্বিকাতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি প্রভু শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের শাখা। শ্রীল গৌরীদাস শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের প্রিয়পার্ষদ। শ্রীশ্রীগৌরীদাসের গৃহে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই ভাই নিত্য বিহার করেন। যদি আপনাদের আজ্ঞা পাই, তাহা হইলে শ্রীশ্রীগৌরীদাস প্রেষ্ঠ শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করি। আমি তথায় যাইবার এক যুক্তি মনে মনে স্থির করিয়াছি। এ প্রদেশের বহু লোক গঙ্গাস্নানার্থ গৌড়দেশে গমন করেন। যদি তাঁহাদের সঙ্গে যাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি গঙ্গাতীরবর্তী অম্বিকায় উপস্থিত হইতে পারিব। এখন আপনারা সদয় হইয়া আমাকে আজ্ঞা প্রদান করিলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

বৈষ্ণব মাতাপিতা পুত্রের এই কথায় পরমানন্দিত হইয়া পুত্রকে শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্নিধানে অভিগমনের জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমতি প্রদান করিলেন। দুঃখী গঙ্গাস্নানার্থিগণের সহিত অম্বিকানগরে উপস্থিত হইলেন। শান্তিপুরের অপর পারে গঙ্গাতীরে শ্রীপাট কালনা। শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের সম্মিলন স্থান তথায় বিরাজিত। দুঃখী সেই শ্রীগৌরপদাঙ্কিত তীর্থে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের অনুসন্ধানে তন্ময় হইলেন। অচিরেই তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইল।

দীক্ষাগ্রহণ লীলা

শ্রীহৃদয়চৈতন্যপ্রভু 'দুঃখী'কে কৃপা করিবার পর 'কৃষ্ণদাস' নাম প্রদান করেন এবং পরে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল জীবগোস্বামী প্রভু তাঁহার 'শ্যামানন্দ' নাম রাখেন।

শ্রীহৃদয়চৈতন্যের দয়া উপজিল।
দুঃখী নাম পূর্ব্বে, **কৃষ্ণদাস** নাম থুইল॥
প্রভু আজ্ঞামতে অতি উৎকণ্ঠিত মন।
বহুতীর্থ দেখি' শীঘ্র গেলা বৃন্দাবন॥
বৃন্দাবনে গিয়া করে অপূর্ব্ব সাধন।
দেখিতেই সবার জুড়ায় নেত্র মন॥
শ্যামসুন্দরের মহানন্দ জন্মাইল।
'শ্যামানন্দ' নাম পুনঃ বৃন্দাবনে হইল॥ *
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৩৭৫, ৩৯৯-৪০১)

---

*'শ্যামানন্দশতকে'র (**শ্রী**রসিকানন্দকৃত) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু কৃত টীকায় (প্রথম শ্লোকের শেষভাগে) লিখিত আছে,—

দ্বাদশবার্ষিকেণ সারাধনেন তপসা প্রসন্না শ্রীরাধাদেবী তত্রাবির্ভূতা তদর্পিতনূপুরা স-তিলকং নাম তস্মৈ দদৌ ইতৈতিহ্যাং শ্যামাং আনন্দয়তীতি তন্নামনিরুক্তিঃ।

অর্থাৎ বার বৎসর আরাধনাপূর্ব্বক তপস্যাযোগে তুষ্টা শ্রীরাধা তথায় (নিকুঞ্জে) আবির্ভূত হইয়া, দুঃখী কৃষ্ণদাস নূপুর প্রদান করিলে তাঁহাকে তিলকের সহিত 'শ্যামানন্দ' নাম প্রদান করেন,—এইরূপ ইতিহাস প্রচলিত থাকায় তাঁহার নামের অর্থ—যিনি শ্যামা অর্থাৎ শ্রীরাধাকে আনন্দিত করেন, তিনি শ্যামানন্দ।

ব্রজের পথে তীর্থভ্রমণ

শ্রীল হৃদয়চৈতন্যপ্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিলেন এবং কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার জন্য আদেশ ও কৃপাসঞ্চার করিলেন। শ্রীল শ্যামানন্দ শ্রীধাম মায়াপুর নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া শ্রীগৌড়-মণ্ডলের বিরহে ক্রন্দন করিতে করিতে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আজ্ঞানুসারে বিভিন্ন তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন।

হৃদয়চৈতন্য পুনঃ করি' আলিঙ্গন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা কহে—যাহ বৃন্দাবন॥
দুঃখী কৃষ্ণদাস তবে ক্রন্দন করিয়া।
হইলা বিদায় প্রভুপদে প্রণমিয়া॥

* * *

নবদ্বীপ-আদি স্থান করিলা দর্শন।
সর্ব্বত্র মাগিল প্রেমভক্তি মহাধন॥
'শ্রীগৌড়মণ্ডল' বলি' করয়ে হুংকার।
মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে অশ্রুধার॥
নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যের পরিকর।
লইতে সে-সব নাম কাঁদে নিরন্তর॥
প্রভুকে প্রার্থনা পুনঃ করে বারে বারে।
'শ্রীগৌড়মণ্ডল কৃপা করুন আমারে'॥

* * *

'শ্রীগৌড়মণ্ডল চিন্তামণি—সবে কয়।
শ্রীগৌড়-কৃপা হৈতে সর্ব্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয়॥'

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১।৩৮৪-৮৫ ; ৩৮৮-৯১,৩৯৩)

আমরা অন্য প্রসঙ্গ হইতে জানিতে পারি—দুঃখী কৃষ্ণদাসের নবযৌবনের প্রারম্ভেই গৃহের প্রতি উদাসীন হইয়া ফাল্গুন মাসে গৃহ-পরিত্যাগ ও দণ্ডেশ্বরে মাতাপিতার আজ্ঞা লইয়া অম্বিকায় উপস্থিতি। তথায় ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীগৌরাবির্ভাব-বাসরে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর কৃপালাভ ও তাঁহার আজ্ঞানুসারে বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণপূর্ব্বক শ্রীব্রজমণ্ডলে আগমন এবং শ্রীব্রজমণ্ডলের লীলাস্থানসমূহ বিরহব্যাকুল-চিত্তে দর্শন * করিতে করিতে ব্রজবাসিগণের সহিত শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণান্তিকে উপস্থিত হইয়া তথায় শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভুর কৃপাশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন এবং শ্রীরাধাকুণ্ড হইতে শ্রীল দাস গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর সমীপে প্রেরণ করেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে অত্যন্ত বাৎসল্যস্নেহে অভিষিক্ত করিয়া শ্রীগৌরভক্ত-গণের সমাচার ও শ্রীল হৃদয়চৈতন্য প্রভুর ভজন-কুশল জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীশ্যামানন্দ ভক্তিগ্রন্থ-আস্বাদনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে, শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু বলেন,—

.....কিছু চিন্তা না করিবে।
শ্রীনিবাস-নরোত্তম-সহ আস্বাদিবে॥
(শ্রীভক্তিরত্নাকর ৬।৩৫)

---

* ফাল্গুন পূর্ণিমা শুভক্ষণে শিষ্য হইয়া।
চলিলেন বৃন্দাবনে ইষ্ট আজ্ঞা পাইয়া॥
কথোদিন করি নানা তীর্থ পর্য্যটন।
মহাসুখে কৈলা ব্রজমণ্ডলে ভ্রমণ॥
(ভঃ রঃ ৬।১৯,২০)

'শ্রীশ্রীনিবাস-নরোত্তম' নাম শ্রবণমাত্র শ্রীশ্যামানন্দের অঙ্গ পুলকিত হইল। অনতিবিলম্বে শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর এই দুই শিক্ষাশিষ্য শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর পদান্তিকে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীশ্রীনিবাসের সহিত 'দুঃখী কৃষ্ণদাসে'র পরিচয় করাইয়া দিলেন।

শ্রীব্রজে ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়ন ও ভজন

শ্রীশ্রীল জীব প্রভু শ্রীশ্যামানন্দের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ভক্তিগ্রন্থ অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীশ্যামানন্দকে শ্রীল শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীশ্যামানন্দ ভক্তিশাস্ত্রের অধ্যাপক হইলেন। শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীজীব-প্রভুর কৃপা এবং শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর অভূতপূর্ব্ব মৈত্রীর কথা মধ্যে মধ্যে শ্রীল হৃদয়চৈতন্য প্রভুর নিকট পত্রদ্বারা জ্ঞাপন করিতেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর কৃপায় 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' রাগানুগ-ভজনে প্রবেশ লাভ করিয়া শ্রীজীব প্রভুর নিকট "শ্যামানন্দ" নাম প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল নরোত্তমের সহিত অবস্থান করিয়া শ্রীজীব-প্রভুর চরণে নির্ম্মলা প্রেম-ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এতৎ-প্রসঙ্গে শ্রীভক্তিরত্নাকরে এইরূপ বর্ণন দৃষ্ট হয়,—

রাধিকার দাসীভাব—এই ইচ্ছা মনে।
শ্রীগুরু আজ্ঞায় লভ্য হৈল শ্রীজীব স্থানে॥
শ্রীজীব গোস্বামী শ্যামানন্দে কৃপা করি'।
করিলেন মানস সেবার অধিকারী॥
রাধা-শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল।
জানিয়া শ্রীজীব 'শ্যামানন্দ' নাম থুইল॥

দিনে দিনে বাড়ে শ্যামানন্দ ভক্তিরীত।
বৃন্দাবনবাসী সবে হৈলা উল্লসিত॥
শ্রীজীবগোস্বামিপদে নির্ম্মল ভকতি।
শ্রীনিবাস নরোত্তম সঙ্গে সদা স্থিতি॥
গণসহ নিতাই চৈতন্যগুণ গানে।
নিরন্তর মহামত্ত আপনা না জানে॥
'শ্রীগুরু হৃদয়চৈতন্য প্রভু'—বলি'।
যমুনার তীরে সদা নাচে বাহু তুলি'॥
সিদ্ধভক্তক্রিয়া না বুঝিয়া জীব মূর্খ।
করয়ে কুতর্ক, ইথে পায় মহাদুঃখ॥
শ্যামানন্দ সদা ভক্তিরসে মাতোয়ার।
সর্ব্বত্র দর্শনে সুখ বাঢ়য়ে অপার॥
শ্রীরাধাগোবিন্দ, রাধা মদনমোহন।
রাধা গোপীনাথে দেখি' নিছয়ে জীবন॥"

শ্রীব্রজমণ্ডলে শ্রীশ্যামানন্দের এই সময় অবস্থিতি সম্বন্ধে শ্রীগোপী-জনবল্লভ দাস এইরূপ লিখিয়াছেন,—

কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমিয়া দেখেন সর্ব্বস্থান।
প্রেমে গদগদ, অশ্রু পুলক অবিরাম॥
'কবে কৃষ্ণ প্রাণপতি পাইব' বলিয়া।
বৃন্দাবনে রাসস্থলে বুলে গড়ি দিয়া॥
বৈরাগ্যে আনন্দচিতে বিভোর অন্তরে।
সম্ভাষা করেন সব কৃষ্ণ সহচরে॥
জীব গোসাঞী ঠাকুর হরিপ্রিয়া দাস।
তা' সবার সনে কৈলা সতত বিলাস॥

কৃষ্ণাবেশে নিরবধি করেন ক্রন্দন।
ভক্তিশাস্ত্র পাঠ, আর করেন শ্রবণ॥
প্রেমভক্তি অনুক্ষণ করেন বিলাস।
এইরূপে প্রভু ব্রজপুরে কৈলা বাস॥'

ত্রিবেণী ভক্তিধারা

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের লীলাসম্বোপনের পর শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভুর আনুগত্যে শ্রীরূপানুগ-শুদ্ধভক্তিধারা ত্রিবেণীধারার ন্যায় বঙ্গ ও উৎকলদেশে শ্রীজীবপ্রভুর শিক্ষাশিষ্যত্রয়ের দ্বারা পুনঃপ্রবাহিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌড়মণ্ডলে এবং শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে এই শুদ্ধভক্তিস্রোত বিস্তার করেন। এই তিনজনই পরস্পর একপ্রাণ একাশয় ও হৃদয়বন্ধু। এই তিনজনই সঙ্গীতশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় ছিলেন। এই তিনজনই ব্রজরসজ্ঞানে পরিপক্ক, বৈষ্ণবসিদ্ধান্তে পারঙ্গত ও সঙ্গীতবিদ্যায় বিশারদ। শ্রীবৃন্দাবনে তখন শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভু একমাত্র বৈষ্ণবাচার্য্য। তিনি গৌড়মণ্ডল ও ব্রজমণ্ডলের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে সুদুঃখিত হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য-প্রভু ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে শ্রীগৌড়মণ্ডলে শুদ্ধভক্তি প্রচার ও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে উৎকলে আচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য প্রভু-পরিকরকৃত সিদ্ধান্তগ্রন্থসমূহ সঙ্গে দিয়া গৌড়ভূমিতে প্রেরণ করেন।

শ্রীনিবাসাচার্য লৈয়া গ্রন্থরত্নগণ।
চলে গৌড়পথে করি গৌরাঙ্গস্মরণ॥
সঙ্গে নরোত্তম ঐছে—দেহ ভিন্ন মাত্র।
শ্যামানন্দ—আচার্য্যের অতি স্নেহপাত্র॥

উৎকলে দুর্দ্দিন

উৎকল-প্রদেশের তখন যে ভয়াবহ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহার সাক্ষ্য শ্রীশ্যামানন্দ-শিষ্য শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস শ্রীরসিকমঙ্গলে প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং অষ্টাদশ বর্ষকাল শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিয়া উৎকলপ্রদেশকে প্রেমভক্তি প্লাবনে নিমজ্জিত করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু পরবর্ত্তিকালে বিধর্ম্মীর প্রবল অত্যাচারবশতঃ বালেশ্বর মেদিনীপুর, সিংহভূম-জেলায় অরণ্যাচ্ছাদিত বিশাল ভূভাগ, পর্ব্বত-সমাকীর্ণ ময়ূরভঞ্জ ও কিয়ঞ্চড় প্রভৃতি রাজ্যে এবং উড়িষ্যার বিভিন্ন স্থানের অধিবাসীবৃন্দ অত্যন্ত পাপকলুষিতচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল। মদ্যপান, জীবহিংসা, এমন কি, নরহত্যা, দস্যুতা, লাম্পট্য প্রভৃতি বিবিধ পাপে সমগ্র প্রদেশ জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল। নরসিংহ-পুরের ভুঁইয়া উদ্দণ্ডরায় সহস্র সহস্র সাধুর প্রাণসংহার করিয়া তাহাদের একমাত্র সম্বল সাত শত আঠারটী কন্থা প্রদর্শনীর ন্যায় নিজভবনে সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। রসিকমঙ্গল-গ্রন্থের লেখকের মাতামহ ভীম ও শ্রীকর শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর কৃপালাভের পূর্ব্বে পাষণ্ডমতাবলম্বী, জীবহিংসক, মহাদুর্দ্দান্ত, দাম্ভিক ও নৃশংস ভূম্যধিকারী ছিলেন।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে শ্রীনবদ্বীপমণ্ডলের যে ভীষণ শোচনীয় অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তাহা হইতে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর প্রচারের পূর্ব্বে উৎকলের সামাজিক অবস্থা কোন অংশে কম নহে, ইহাই শ্রীরসিকমঙ্গলের বিবরণ-পাঠ করিলে আমরা সকলে জানিতে পারিব—

"উৎকলে সর্ব্বজন পাপে দৃঢ়মতি।
নাহি লয় হরিনাম, না শুনে হরিকীর্ত্তি॥

অতিশয় দুষ্টকর্ম্ম করে নিরন্তর।
ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবনিন্দা করয়ে বিস্তর॥
মদ্যপানে মত্ত হ'য়ে করয়ে হিংসন।
দণ্ডধারী সন্ন্যাসী আর বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ॥
ধনলোভে হিংসন করয়ে সাধুজন।
বনভূমি-মধ্যে করে এই আচরণ॥
কিবা রাজা, কিবা প্রজা—সবে দুষ্টমতি।
উৎকলপ্রদেশে বৈসে যত যত জাতি॥
সবে জীবহত্যা করে হ'য়ে অচেতন।
বাদাবাদে বোদাপোড় কাটে সর্ব্বজন॥
তা'র মধ্যে মহতাদি আছে যতজন।
নানা অবিদ্যাতে রত না যায় কথন॥
অল্পদ্রব্য-লোভে মাত্র প্রাণিহিংসা করে।
শত শত ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব সাধু মারে॥
সাধুজন-হিংসা করি' যত দ্রব্য আনে।
মদ-মাংস খায়, আর দেয় বেশ্যাগণে॥
নানাপূজা করে তা'রা করিয়া স্থাপন।
না শুনয়ে হরিকথা, না শুনে কীর্ত্তন॥
সংকীর্ত্তন শুনিলে মারিতে সবে ধায়।
'এগুলার শব্দে লক্ষ্মী দেশ ছাড়ি' যায়॥'
বৈষ্ণব দেখিলে বলে—'এগুলা তস্কর।'
গ্রাম হইতে খেদাড়িয়া রাখে তেপান্তর॥
হেনমতে নানা পাপ কহিতে না পারি।
মহাপাপে গ্রস্ত হৈল উৎকলপুরী॥

ভক্তের ক্রন্দনে ভগবদাদেশ

উৎকল-প্রদেশের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া কোন কোন জীব-দুঃখকাতর মহাজনের হৃদয় বড়ই দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহারা সর্ব্বদা সকাতরে কৃষ্ণকে জীবের এই দুর্গতির কথা নিবেদন করিতেন এবং তাঁহার কোন নিজজনকে পাঠাইয়া জীব উদ্ধার করিবার জন্য কাতর ক্রন্দন করিতেন। ভক্তের এই আর্ত্তিক্রন্দন ভক্তবৎসল ভগবানের হৃদয়কে স্পর্শ করিল। তিনি উৎকলদেশকে উদ্ধার করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামি-প্রভুর হৃদয়ে প্রেরণা দান করিলেন। এদিকে গৌড়দেশেও শ্রীল হৃদয়চৈতন্য প্রভুর হৃদয়েও শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দ সেই প্রেরণা দিয়াছিলেন। শ্রীরসিকমঙ্গলের বর্ণনানুসারে জানা যায়,—একদিন শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নিভৃতে বসিয়া স্বানুভবানন্দে শ্রীহরিনাম করিতেছিলেন, এমন সময় শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোবিন্দ শ্রীশ্যামানন্দকে দর্শন প্রদান করিয়া বলিলেন,—

মোর প্রেমভক্তি দোঁহে * কর পরচার।
উৎকলের সব জীব করহ উদ্ধার॥

(শ্রীরসিকমঙ্গল, পূর্ব্ববিভাগ ১৫।৯)

শ্রীশ্যামানন্দ এই বাণী শ্রবণ করিবামাত্র চমকিত হইয়া উঠিলেন ও সাষ্টাঙ্গ-দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া উঠিয়া দেখিলেন, সম্মুখে আর কেহ নাই। শ্রীশ্যামানন্দ অত্যন্ত বিরহকাতর হইয়া যখন ক্রন্দন করিতে-ছিলেন, তখন শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর অপূর্ব্ব আজ্ঞা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক হইল। শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুও শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে কৃপা করিবার পর উৎকল-প্রদেশে শুদ্ধ কীর্ত্তন প্রচার করিবার আদেশ

---

* দোঁহে—শ্যামানন্দ ও তচ্ছিষ্য শ্রীরসিকানন্দ।

প্রদান করিয়াছিলেন। একদিকে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আদেশ ও অন্যদিকে ব্রজ ছাড়িয়া উৎকলের বহির্মুখ প্রদেশে গমন—এই দুইটীর কোন্‌টী স্বীকার্য্য, এই বিষয় লইয়া যখন শ্রীশ্যামানন্দের হৃদয়ে আন্দোলন চলিতেছিল, তখন একদিন শ্রীমদনগোপাল শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভুকে আজ্ঞা করেন,—"তুমি শ্রীশ্যামানন্দকে উৎকলে গিয়া কীর্ত্তন প্রচার করিবার আদেশ কর।" তদনুসারে শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু উৎকলে প্রেমভক্তি-প্রচারার্থ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে শ্রীকৃষ্ণের আদেশ জ্ঞাপন করেন।

প্রেমভক্তি প্রচারার্থ যাত্রা

শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আজ্ঞা আশীর্ব্বাদ ও শ্রীহরিপ্রিয়া-দাস প্রভৃতি ব্রজবাসী মহাজনগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীকিশোরদাস, শ্রীবালকদাস, শ্রীশ্যামদাস ও শ্রীঠাকুরপ্রসাদ দাস —এই চারিজন শিষ্য-সমভিব্যাহারে শ্রীশ্যামানন্দ উৎকলাভিমুখে যাত্রা করেন। ইঁহারা যখন আগ্রায় আসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন নগর-কোটাল ইঁহাদিগকে দেখিয়া সন্দেহ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। কোটাল রাত্রিতে যখন নিজগৃহে পালঙ্ক-শয্যায় নিদ্রা যাইতেছিলেন, তখন কে যেন নিশীথে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া পালঙ্কসহ তাঁহাকে তুলিয়া সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করেন এবং যাহাদিগকে নগর-কোটাল কারারুদ্ধ করিয়াছেন, সেই পাঁচজন শ্রীভগবানের প্রিয়ভক্ত, তাঁহাদিগকে অপমানিত করিলে কোটাল সবংশে নিহত হইবে—এইরূপ ভীতিপ্রদর্শন করেন। ভীষণ যাতনায় প্রপীড়িত হইয়া কোটাল আর্ত্তনাদ করিতে থাকেন এবং তাঁহার মুখ হইতে রক্তবমন হইতে থাকে। নগর-কোটালের আদেশানুসারে

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত উক্ত চারি জন সেবক আনীত হইলে কোটাল শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীচরণতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অদোষদর্শী শ্রীশ্যামানন্দও কোটালকে ক্ষমা করেন এবং বৈষ্ণব-সেবা করিবার আদেশ করেন। কোটালের সকাতর প্রার্থনায় পতিতপাবন শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ভক্তগণসহ একমাসকাল আগ্রায় অবস্থান করিয়া ঐ যবনকে উদ্ধার ও তাহাকে উপদেশ দান করেন।

তৎপরে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুকে ভক্তিগ্রন্থরাজিসহ গৌড়দেশাভিমুখে প্রেরণ করেন। এই তিন জনই শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর প্রদত্ত লোকজন-স-ভিব্যাহারে প্রয়াগ, বারাণসী প্রভৃতি সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া বনবিষ্ণুপুর পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে আগমন করেন। দস্যুদলের সর্দ্দার বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর গ্রন্থপূর্ণ সম্পুটকে ধনরত্নপূর্ণ মনে করিয়া রাত্রি-কালে ঐ সম্পুট তাঁহার অনুচরগণের সাহায্যে অপহরণ করেন। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্য, শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দ গ্রন্থসম্পুট অপহৃত হইয়াছে দেখিয়া যৎপরো নাস্তি অধীর হইয়া পড়েন। শ্রীল আচার্য্যপ্রভু গ্রন্থের অনুসন্ধানে বনবিষ্ণুপুরে থাকিয়া শ্রীনরোত্তম ও শ্রীশ্যামানন্দকে খেতুরীতে প্রেরণ করেন। নরোত্তমে ক্রমে শ্রীশ্যামানন্দকে উৎকলে যাইবার জন্য রাজা শ্রীসন্তোষ দত্তের দ্বারা পদ্মাতট পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন। শ্রীশ্যামানন্দ নৌকা-যোগে পদ্মা অতিক্রম করিয়া কাটোয়া হইয়া শ্রীমায়াপুর ও শ্রীশান্তিপুর দর্শনপূর্ব্বক শ্রীঅম্বিকাতে শ্রীগুরুপাট দর্শন করেন এবং তথা হইতে উৎকলে যাত্রা করেন।

ঐছে কত কহে শুনি' দুরিকানন্দন।
উৎকলে চলয়ে চিন্তি' শ্রীগুরুচরণ॥

নিরন্তর নিতাই চৈতন্য গুণ গায়।
আপনি হইয়া মত্ত সবারে মাতায়॥
শ্যামানন্দে দেখি' মহাপাষণ্ডের গণ।
আপনা মানয়ে ধন্য, মাগয়ে শরণ॥
(ভক্তিরত্নাকর ৭।৪৫৬-৫৮)

এইরূপে শ্যামানন্দ-প্রভু উৎকলের পথে চলিতে চলিতে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীপাদপদ্মে অনুরাগী করেন। প্রথমে দণ্ডেশ্বর, তথা হইতে ধারেন্দা গ্রামে গিয়া শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভু ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়কে সমস্ত প্রচার-সংবাদ জ্ঞাপন করেন।

শ্রীরসিকানন্দ মিলন

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীব্রজমণ্ডল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর নিজ আবির্ভাব স্থান ধারেন্দা গ্রামে প্রেমভক্তিপ্রচারপূর্ব্বক মল্লভূমির মধ্যবর্ত্তী রয়ণী বা রোহিণী-গ্রামে গমন করেন। রোহিণী-গ্রামে শ্রীঅচ্যুত নামে করণবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র শ্রীরসিকমুরারি বাল্যকালেই বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং ভাগবতধর্ম্মে অনুরাগী ছিলেন। তিনি কিছুদিন ঘণ্টাশিলা বা ঘাটশিলাগ্রামে নির্জ্জনে শ্রীভগবানের শ্রীচরণে আর্ত্তি নিবেদন করিতেছিলেন। তখন শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মরূপে বরণ করিবার জন্য শ্রীরসিকমুরারির প্রতি দৈবাদেশ হয়। শ্রীরসিক শ্রীশ্যামানন্দের দর্শন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে শ্রীগুরু-পাদপদ্মরূপে বরণ করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিক মুরারিকে প্রথমে নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তাঁহার অকপট সেবাচেষ্টায় মুগ্ধ হন। শ্রীরসিকমুরারি শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর প্রধান শিষ্যরূপে পরিগণিত

হন। শ্রীরসিকমুরারির শ্রীগুরুভক্তির তুলনা পাওয়া যায় না। শ্রীশ্যামানন্দ রোহিণীগ্রামে শ্রীরসিকের সেবা স্বীকার করিয়া কিছুদিন তথায় অবস্থান করেন এবং অনেক সুকৃতিমন্ত ব্যক্তিকে কৃপা করেন। দামোদর নামক এক যোগাভ্যাসী ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ তাঁহাকে ভক্তিরসে নিমজ্জিত করেন। উক্ত যোগী যোগাভ্যাসের ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের নাম উচ্চারণপূর্ব্বক প্রেমবিহ্বল হইয়া সর্ব্বদা ক্রন্দন এবং ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শ্রীভক্তির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিতেন। পতিত-পাবন শ্রীশ্যানানন্দ প্রভু বলরামপুরে প্রেমভক্তি প্রচার করেন এবং কিশোর, মুরারি, দামোদর প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত ধারেন্দা গ্রামে বিপুল সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন। স্থানে স্থানে বহু ব্যক্তি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন।

সংকীর্ত্তন বিলাস

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরাধানন্দ, শ্রীপুরুষোত্তম দাস, শ্রীমনোহরদাস শ্রীচিন্তামণিদাস, শ্রীবলভদ্রদাস, শ্রীজগদীশ্বরদাস, শ্রীউদ্ধবদাস, শ্রীঅক্রুর-দাস, শ্রীমধুসূদনদাস, শ্রীগোবিন্দদাস, শ্রীজগন্নাথদাস, শ্রীগদাধরদাস, শ্রীআনন্দানন্দদাস, শ্রীরাধামোহন দাস প্রভৃতি শিষ্যগণের সহিত অনুক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন প্রচারে নিমগ্ন হন। শ্রীঘনশ্যাম দাস নামান্তর শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ক-একটি সঙ্গীতে শ্রীশ্যামানন্দের সঙ্কীর্ত্তনবিলাস এইরূপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—

জয় জয় সুখময় শ্যামানন্দ।
অবিরত গৌরপ্রেম-রসে নিমগন,
ঝলকত তনু নব পুলক আনন্দ॥

শ্যামর গৌরচরিতচয় বিলপত
বদন সুমাধুরী হরয়ে পরাণ।
নিরুপম বহু পরিকর-গুণ শুনইতে
ঝরঝর ঝরই সুকমল নয়ান॥
উমড়ই হিয় অনিবার চুয়ত ঘন
স্বেদ বিন্দুসহ তিলক উজোর।
অপরূপ নৃত্য মধুরতর কীর্ত্তনে
তুলসীমাল উর চঞ্চল থোর॥
সুমধুর গীম ধুনত অনুমোদনে
ভুজ ভঙ্গিম কর তরল ললাম।
পদতলে তাল ধরত কত ভাঁতিক
মরি মরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম॥

[২]

জয় শ্রীদুঃখিনী কৃষ্ণদাস গুণ কহিতে শকতি কা'র?
হৃদয়চৈতন্য-পদাম্বুজে সদা চিত-মধুকর যাঁ'র॥
বৃন্দাবনে নব নিকুঞ্জে রাইর নূপুর পাইল যে।
শ্যামানন্দ নাম বিদিত তথায়, সুচরিত বুঝিব কে?
মহামূঢ়-মতি উৎকলেতে যা'র, না ছিল ভকতি লেশ।
গৌরপ্রেমরসে ভাসাইল সব, সফল করিল দেশ॥
পরদুঃখে দুঃখী শ্যামানন্দ মোর, রসিকানন্দের প্রভু।
কি ক'ব করুণা?—যেহো নরহরি দীনে না ছাড়য়ে কভু॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৫।১০৫-১০৮)

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ধারেন্দা-গ্রামে, শ্রীনৃসিংহপুরে, শ্রীপোপীবল্লভ-পুরে ও উৎকলের বিভিন্ন স্থানে শত শত দস্যু ও পাষণ্ডীকে উদ্ধার

করিয়া যবনের হৃদয়কেও শোধন পূর্ব্বক তাহাদিগকে ভক্তিরত্নে বিভূষিত করেন।

শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর

শ্রীরসিক-মুরারি দুর্জ্জনগণের বৈষ্ণব নিন্দায় অসহিষ্ণু হইয়া তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবার মানসে সুবর্ণরেখা তীরে একটি শান্তিময় স্থানে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। শ্রীরসিকের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ দাস ঐ স্থানের নাম' **'কাশীপুর'** প্রদান করেন এই স্থানে শ্রীরসিকমুরারি তাঁহার কৌলিক শ্রীবিগ্রহের ও সাধু-বৈষ্ণব গনের সেবায় সস্ত্রীক আত্মনিয়োগ করেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এই স্থানে পদার্পণ করিয়া শ্রীরসিকের সেবা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং শ্রীরসিকমুরারি কৌলিক শ্রীবিগ্রহের নাম **'শ্রীগোপীবল্লভ রায়'** ও কাশীপুরের নাম **'শ্রীগোপীবল্লভপুর'** প্রদান করেন।

বহু কৃপা রসিকেরে শ্যামানন্দ রায়।
যথা যায়, তথা ল'য়ে সঙ্গেতে বেড়ায়॥
একদিন রসিকেন্দ্র শ্যামানন্দ-স্থানে।
কহিলেন গৃহে শ্রীমূর্ত্তির বিবরণে॥
শ্রীমূর্ত্তি আছেন গৃহে চিরকাল হ'তে।
তাঁ'র নাম আজ্ঞা কর, যেই লয় চিতে॥
শুনি শ্যামানন্দ কহে মধুর বচনে।
'গোপীবল্লভ-রায়' বলিবে সর্ব্বজনে॥
এ গ্রামের নাম 'শ্রীগোপীবল্লভপুর'।
ইথে সাধু-কৃষ্ণ-সেবা হ'বে পরচুর॥"

(শ্রীরসিকমঙ্গল, দঃ বিঃ ৩।৮২-৮৬)

শ্রীরসিকানন্দের সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্যামাদাসী ঠাকুরাণীর উপর শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের ভার প্রদান করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের কীর্ত্তনপ্রচার সেবায় বহির্গত হ'ন।

এ গ্রামের অধিকারী শ্যামদাসী মাতা।
সেই হ'তে সেবায় করিল নিয়োজিতা॥
উদাসীন রসিক সে আমার সঙ্গেতে।
নিরবধি ভ্রমিবেন জীব উদ্ধারিতে॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর শ্যামদাসী স্থানে।
সাধুসেবা, কৃষ্ণসেবা কৈল সমর্পণে॥
(ঐ, দঃ বিঃ ৯১-৯৩)

জীবোদ্ধার

এইরূপে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দকে শ্রীগৌরমনোঽভীষ্ট-প্রচারে দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ পাইয়া একদিন তাঁহাকে এইরূপ এক আদেশ প্রদান করিলেন,—

একদিন রসিকেরে কহে শ্যামানন্দে।
আমারে এক ভিক্ষা দেহ মনের আনন্দে॥
এই ভিক্ষা—সব জীবে কর পরিত্রাণ।
সবাকারে দেহ 'হরে কৃষ্ণ' ষোল নাম॥
ব্রহ্ম, ক্ষেত্রী, বৈশ্য, শূদ্র যত যত জন।
চণ্ডাল, পুক্কশ, হূণ—আছে যত জন॥
সবাকারে কর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দান।
তোমা' স্থানে এই ভিক্ষা মাগিনু নিদান॥

কিবা রাজা, কিবা প্রজা, কিবা সাধুজন।
কিবা শিশু, কিবা বৃদ্ধ, কিবা স্ত্রীগণ॥
সবাস্থানে আপনি ফিরিবে নিরন্তর।
হরিনাম গ্রহণ করাবে ঘরে ঘর॥"
(ঐ, দঃ বিঃ ৪।৩-৮)

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু শ্রীরসিকানন্দকে এইরূপ কীর্ত্তন প্রচারের আজ্ঞা প্রদান করিয়া শ্রীরসিকানন্দের দ্বারা উৎকলের ধনি দরিদ্র, মূর্খ পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ, বালক বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত করাইলেন।

সংকীর্ত্তন বন্যা

উৎকলে ও মেদিনীপুরে সহস্র সহস্র সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই সকল মহোৎসবে ম্লেচ্ছগণ পর্য্যন্ত যোগদান করিয়াছিল। মেদিনীপুরে **আলমগঞ্জে** শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর শুভ-বিজয়োপলক্ষে এক বিরাট মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। অহিন্দু-সুবেদার (হরিবেলা) এই মহোৎসবের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্যামানন্দ স্থানে কহে সেই সে যবন।
মহোৎসব কর এথা, শুন মহাজন॥
সকল সম্ভার দিব, নাহি কিছু দায়।
হিন্দু অধিকারি সব করিব বিদায়।
সর্ব্বদ্রব্য গৃহে গিয়া করহ যতন।
সুখে যেন সাধুজন করেন ভোজন॥'
মেদিনীপুরেতে সে আলমগঞ্জ স্থান।
তা'র মধ্যে মহোৎসব জুড়িল নিদান॥

তিন দিন তিন রাত্রি মহা-আনন্দেতে।
সঙ্কীর্ত্তন, হরিধ্বনি হৈলা চারিভিতে॥
আনন্দিত বড় হৈলা সেই সে যবন।
নিরবধি সঙ্কীর্ত্তন করেন দর্শন॥
বহুত বিশ্বাস হৈলা শ্যামানন্দ স্থানে।
ঈশ্বর বলিয়া নিশ্চয় করিল পূজনে॥
(শ্রীরসিকমঙ্গল, দঃ বিঃ ১১।৮-১৪)

এই বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মেদিনীপুরের অহিন্দু সুবেদারও শ্রীশ্যামানন্দের কৃপায় তাঁহাকে ঈশ্বরবুদ্ধি করিয়া ভক্তি করিতে লাগিলেন।

নৃসিংহপুরের ভূম্যধিকারী উদ্দণ্ডরায় আজীবন দ্রব্যাদির লোভে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের হিংসা করিয়া আসিতেছিল। নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের নিকট অন্য কিছু না পাইলেও অন্ততঃ তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া তাঁহাদের কন্থাগুলি কাড়িয়া লইত। অহৈতুক করুণাসিন্ধু শ্রীভগবান্ সেইরূপ পাষণ্ডী ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিলেন। শ্রীভগবানের সেই কৃপা শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর রূপ ধারণ করিয়া ভূঁইয়া উদ্দণ্ডরায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পতিতপাবন শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু শ্রীরসিকমুরারি প্রভুর সহিত উদ্দণ্ডরায়ের ভবনে পদার্পণ করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর দর্শন ও স্পর্শনমাত্র ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবহিংসকও পরম-বৈষ্ণব হইলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীগোপীজনবল্লভ দাস লিখিয়াছেন,—

নিষ্কপটে প্রেমভক্তি তা'রে কৈল দান।
সবংশে শরণ লৈলা ভূঞা ভাগ্যবান্॥
বড়ই প্রতাপী, বড় অসুর আছিলা।
শ্যামানন্দ-পরশে পরম সাধু হৈলা॥

দেখিয়া সকল লোকে লাগে চমৎকার।
গুরু-কৃষ্ণ-সাধু বিনে না জানয়ে আর॥
ধারেন্দা হইতে আনাইলা শ্যামরায়ে।
তিন মহোৎসব কৈল শ্যামানন্দ রায়ে॥
বড়ই বৈষ্ণব হৈলা সেইদিন হৈতে।
শত শত সাধুসেবা লাগিল করিতে॥
দধিকাদা সারি' বসিলেন শ্যামানন্দ।
নিবেদন করে ভুঞা মনের আনন্দ॥
'বড় দুষ্ট, মহাপাপী মুই দুরাচার।
সহস্র সহস্র সাধু করিনু সংহার॥
এক ঘর ভরিয়াছে গুধড়ি তাহার।
যদি আজ্ঞা কর, আনি সাক্ষাতে তোমার।'
শুনি' শ্যামানন্দ আজ্ঞা দিল আনিবারে।
গুধড়ি আনিয়া কৈল পর্ব্বত আকারে॥
সাত শত অষ্টাদশ হইলা গণনে।
দেখিয়া অদ্ভুত লাগে সব কার্য্য জনে॥
তবে প্রভু একে একে দিল বৈষ্ণবেরে।
গুধড়ি পাইয়া সবে আশীর্ব্বাদ করে॥
বহু বস্ত্র, বহু ধন দিল সাধুগণে।
দৃঢ়ভাবে কৈল শ্যামানন্দের শরণে॥
তা'র দেখাদেখি সাধু হৈল সব জন।
উদ্দণ্ড-সাধুতা কিছু না যায় কথন॥"

উদ্দণ্ডরায় নিষ্কিঞ্চন সাধু-বৈষ্ণবগণকে হত্যা করিয়া যে সাত শত আঠারটী কন্থা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই সকল কন্থা শ্রীশ্যামানন্দ

প্রভু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণকে একে একে বিতরণ করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর কৃপায় উদ্দণ্ডরায়ের এইরূপ পরিবর্ত্তন দেখিয়া পরম্পরায় বহু ব্যক্তি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীচরণাশ্রয় করেন।

বিবাহ-লীলা

শ্রীগৌরাঙ্গদাসী, শ্রীশ্যামপ্রিয়া ও শ্রীযমুনা—শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর এই তিন জন পত্নীর কথা 'শ্রীরসিকমঙ্গল'-গ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু পূর্ব্বে **শ্রীগৌরাঙ্গদাসীকে** পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে শ্রীরসময়, শ্রীবংশী, শ্রীভীম, শ্রীকর প্রভৃতি ভক্তগণের প্রার্থনানুসারে বড় বলরামপুরের শ্রীজগন্নাথ দাসের দুহিতা **শ্রীশ্যামপ্রিয়া** দেবীকে বিবাহ করেন। সেই বিবাহোপলক্ষে তথায় বিপুল সঙ্কীর্ত্তন-মহোৎসব হয়। ইহার পর সপার্ষদ শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু ধারেন্দা-গ্রামে পদার্পণ করেন এবং শ্রীশ্যামানন্দ, শ্রীরসিক ও শ্রীদামোদরকে তথায় আহ্বান করিয়া লইয়া আসেন। তখনই শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে উৎকলে প্রেমভক্তি-প্রচারার্থ আজ্ঞা করেন। শ্রীভীমধন-নামক এক ভূম্যধিকারী শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে **শ্রীগোবিন্দপুর**-গ্রাম সমর্পণ করেন। সেই গ্রামে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গদাসী, শ্রীশ্যামপ্রিয়া ও শ্রীযমুনা—এই তিন ঠাকুরাণীও আগমন করেন।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নিজ প্রিয়শিষ্য শ্রীরসিকানন্দের সহিত ঘণ্টাশিলার রাজার নিকট সাধুসেবার আনুকূল্যার্থ 'সাতুটী' গ্রাম ভিক্ষা করেন; সেই গ্রামের নাম **'শ্যামসুন্দরপুর'** রাখিয়া তথায় এক আশ্রম স্থাপন এবং অযোধ্যা (মেদিনীপুর-জেলায়) ও ছোট গোবিন্দপুরে আবাস নির্ম্মাণ করেন। শ্রীশ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু থুরিয়াতে

অবস্থানপূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার প্রতি ব্রজধাম গমনের আদেশ হইল। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর রাজাপ্রজা শিষ্যবর্গ এই কথা শুনিয়া শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর নিকট শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে আর কিছুকাল উৎকলে রাখিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীরসিকানন্দের একান্ত প্রার্থনায় শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বায়ু-ব্যাধির ছল করিয়া কিছুকালের জন্য শ্রীব্রজযাত্রা স্থগিত রাখিলেন। হিমসাগর-তৈল প্রয়োগের অভিনয় করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু সুস্থ হইবার লীলা প্রকট করিলেন। অতঃপর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু কাশিয়াড়িতে আগমন পূর্ব্বক ঘরে ঘরে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সেই গ্রামের জমিদার এক মোগল শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে বন্দী করিবার সঙ্কল্প করিল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ঐ মোগলকে ব্যতিরেকভাবে কৃপা করিলেন। দুই তিন দিনের মধ্যেই উক্ত মোগলের বিষয়-বৈভব, স্ত্রীপুত্র, অশ্ব, ধনজন—সমস্তই বিনষ্ট হইল। অত্যন্ত দুঃখে পতিত হইয়া উক্ত যবন অবশেষে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শরণাগত হইল। অদোষদর্শী শ্রীশ্যামানন্দ যবনকে কৃপা করিয়া নায়ায়ণ-গড়ে শুভ-বিজয় করিলেন। তথায় শ্যামপাল ভূঁইয়ার প্রাসাদের দ্বারে যবন-দ্বাররক্ষক দেখিতে পাইয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্যামপালকে অহিন্দুদ্বারী রাখিতে নিষেধ করিলেন।

আজ্ঞা কৈল শ্যামানন্দ,—শুন শ্যামপাল।
ভিতরে যবন দ্বারী না রাখিবে আর॥
গুরু কৃষ্ণ সাধুসেবা হয় যেই স্থানে।
নিরবধি যাতায়াত করে দ্বিজগণে॥
যবনের দরশে পরশে অকারণ।
আজ হৈতে দ্বারে রাখ সব হিন্দুগণ॥

শ্রীগুরু-বিরহ

শ্রীপাট অম্বিকাতে শ্রীল হৃদয়চৈতন্য প্রভুর নিত্যলীলা প্রবেশের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু অত্যন্ত বিরহ বিধুর হইয়া পড়িলেন এবং নিজ সন্নিধানে শ্রীরসিকানন্দকে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। শ্রীরসিকানন্দ উপস্থিত হইলে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বলিলেন,—

আর না রহিব আমি অবনীমণ্ডলে।
হৃদয়ানন্দ বিচ্ছেদ অন্তর বিদরে॥

(ঐ, পঃ বি ১৩।৭)

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্যামসুন্দরপুরে শ্রীগুরুদেবের আরাধনা মহোৎসব করিবার জন্য নিজ গোষ্ঠীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। ক্রমে শ্রীদামোদরেরও অন্তর্ধান হইল। শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু শ্রীগোবিন্দপুরে বিরহ মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকানন্দের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার শ্রীগুরুবর্গের আজ্ঞা ও মনোহভীষ্ট পালন ও প্রচার করিবার ক্ষীণা চেষ্টা করিয়াছেন; তাহাতে উৎকলের বহু জীব কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হইয়াছে; এখন শ্রীরসিকানন্দ তাঁহাদিগকে পালন করুন।

কৃষ্ণের হইল আজ্ঞা আমারে যাইতে।
নিশ্চে আমি আর না রহিব পৃথিবীতে॥

(ঐ, পঃ বঃ ১৩।২৪)

তিরোধান সূচনা

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এইরূপ মনোভাব প্রকাশ করিয়া শ্রীরসিকানন্দকে সঙ্গে লইয়া নৃসিংহপুরে গমনপূর্ব্বক শ্রীউদ্ধবরায়ের ভবনে

ভক্তগণসহ অবস্থান করিলেন। তথায় চারিমাসকাল অসুস্থ-লীলার অভিনয় করিলে শিষ্যবর্গ নানাপ্রকার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বলিলেন,—

কৃষ্ণ আজ্ঞা আছে, আমি যাইব নিশ্চয়।
মিথ্যা যত্ন না করিহ, শুনহ সবায়॥
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করাহ নিশিদিনে।
নিরবধি কৃষ্ণকথা কর সাধুগণে॥
বীণা বেণু রবাব মুরলী নানাযন্ত্র।
এই অউষধ ইথে কহিলাম তত্ত্ব॥

(শ্রীরসিকমঙ্গল, পঃ বিঃ ১৩।৩১-৩৩)

এই কথা শুনিয়া শ্রীরসিকানন্দ প্রভু যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইলেন এবং গদগদস্বরে শ্রীগুরুপাদপদ্মে নিবেদন করিলেন,—

মোরে আজ্ঞা হউ, প্রভু, যাই বৃন্দাবনে।
তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ ধরিব কেমনে॥

(ঐ, পঃ বিঃ ১৩।৩৫)

কিন্তু শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু বলিলেন,—

উৎকলে জন্মিলা যত শ্যামানন্দিগণ।
তা'রে লৈয়া কতদিন কর বিহরণ॥
আমার আজ্ঞায় থাক উৎকল ভুবনে।
মনেতে আনিহ সদা আছ বৃন্দাবনে॥
কতদিন কৃষ্ণভক্তি করহ প্রচার।
কৃষ্ণপ্রেমে ঢবাঢলি করহ সংসার॥
ঘরে ঘরে সাধুসেবা করহ যতনে।
কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দেহ সর্ব্ব জনে জনে॥

ইহা বলিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীরসিকের মস্তকে নিজ শ্রীচরণ-কমল প্রদান করিলেন ও স্বহস্তদ্বারা তাঁহার মস্তকে বস্ত্র বন্ধন করিয়া কপালে তিলক অঙ্কিত করিয়া দিলেন এবং সকলকে শ্রীরসিকের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিবার আজ্ঞা করিলেন। তখন চতুর্দ্দিকে সঙ্কীর্ত্তন কলরব উত্থিত হইল।

লীলাসঙ্গোপন

১৫৫২ শকাব্দায় (১৬৩০ খৃষ্টাব্দে) শ্রীজগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা-পূর্ণিমার শেষে কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথিতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু নৃসিংহপুরে লীলাসঙ্গোপন করিলেন। এ সম্বন্ধে 'শ্রীরসিকমঙ্গলে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

পনর শ' বায়ান্ন শকাব্দ সে প্রমাণ।
কৃষ্ণের সন্নিধে প্রভু করিলা প্রয়াণ॥
দেবস্নানযাত্রা পূর্ণমীর শেষে।
কৃষ্ণপ্রতিপদ তিথি আষাঢ় প্রবেশে॥
হরিধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, সঙ্কীর্ত্তনধ্বনি।
গগন-মণ্ডলে প্রবেশিলা জয়বাণী॥
হেনই সময়ে প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।
শুনিয়া মণ্ডলী সবার হরিলা যে জ্ঞান॥"

নৃসিংহপুর গ্রামে শ্রীশ্যামানন্দের **তিরোধান-আসন** প্রতিষ্ঠিত হইল। শ্রীরসিকানন্দ গোবিন্দপুরে (যেস্থানে শ্রীশ্যামানন্দ ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে পদার্পণ করিয়াছিলেন) আদ্য আরাধনা মহোৎসবের স্থান স্থির করিলেন এবং শ্রীশ্যামানন্দ গোষ্ঠিগণকে আহ্বানপূর্ব্বক দ্বাদশ দিনব্যাপী শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর বিরহ সঙ্কীর্ত্তন মহামহোৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

তৃতীয় তরঙ্গ

নূপুর তিলক ও শ্যামানন্দ নাম প্রাপ্তি

শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর আদেশে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ব্রজে গমন করেন এবং তথায় শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর বাৎসল্য-স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে অনুক্ষণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের রসলীলা-শ্রবণে তাঁহার মধুর রসে লোভ হয়। শ্রীনিত্যানন্দভৃত্য শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত সখ্য-রসের রসিক ছিলেন। শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্য সেই রসেরই সেবক ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ মধুর-রসে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাসস্থলীতে প্রত্যহ প্রাতঃকালে ঝাড়ু -প্রদান সেবা করিতেন। শ্রীজীব প্রভুর শ্রীপাদপদ্ম-সেবা ও তাঁহার শ্রীমুখে শ্রীযুগল-রসের কথা শ্রবণ করিতে করিতে শ্রীশ্যামানন্দের রাগময়ী ভক্তিপ্রকট হয়। শ্রীশ্যামানন্দ রাগাশ্রয়ে কখনও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। একদিন শ্রীজীবপ্রভু শ্যামানন্দকে কোলে করিয়া নিজ কুঞ্জে লইয়া গেলেন। তৃতীয় প্রহরে শ্রীশ্যামানন্দের সংজ্ঞা লাভ হইল। শ্রীজীবপ্রভু শ্যামানন্দের শিরে শ্রীচরণধূলি প্রদান ও বহু কৃপা করিয়া প্রসাদ সেবা করাইলেন। শ্রীশ্যামানন্দের প্রার্থনায় শ্রীজীবপ্রভু নিজানুগত্যে শ্রীশ্যামানন্দকে রাগ-ভজনের উপদেশ প্রদান করেন।

"নিজ-অনুগত দিলেন ভজন-সাধন।"
রাগানুগ-সাধনের যত কর্ম্ম হন॥
শ্রীরূপ-চরণাশ্রয় শ্রীজীব-কৃপাতে।
রাধাকৃষ্ণ-ভজন করেন অবিরতে॥
দিনে দিনে ভক্তিপ্রেম-রাগ-সন্দীপন।
রাগাত্মিকা দশা শ্যামানন্দের মিলন॥"

(শ্যামানন্দপ্রকাশ ১।২৫-২৭)

শ্রীশ্যামানন্দের শ্রীরূপমঞ্জরীর আনুগত্য-দৃঢ়তা ও ক্রমে সাধনপক্বতা-দর্শনে শ্রীজীবপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইলেন।

রহস্য লীলা

শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুকে শ্রীবৃন্দাবনে কুঞ্জ-সেবা-কালে শ্রীললিতাদেবী ও শ্রীরাধারাণীর কৃপা ও বিশেষ-চিহ্নিত তিলকাদি প্রদানের প্রসঙ্গ ভজনের নিগূঢ় ব্যাপার বলিয়া এখানে বিবৃত হইল না। কারণ, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুকে শ্রীললিতাদেবী একমাত্র শ্রীশ্রীরূপানুগবর শ্রীজীবপ্রভু ব্যতীত অপরের নিকট উহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

"ললিতা কহেন—'তুমি শুন, শ্যামানন্দ।
ধন্য তুমি পাইলে শ্যামাপদদ্বন্দ্ব॥
এবে নিজরূপ তোমার হউক প্রকাশ।
জীব-বিন্দু একথা কা'রে না কর প্রকাশ॥
অন্যত্র কহিবে যদি পরাণে মরিবে।
আমার শপথ রাইর চরণ না পা'বে॥"

(শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ ১।১২৬-৮)

ইহার পর শ্রীশ্যামানন্দ নিজ-কুঞ্জে আসিলে শ্রীজীবপ্রভু শ্রীশ্যামানন্দের অঙ্গ কাঞ্চনবর্ণ এবং মস্তকে নূপুরাকৃতি ও মধ্যে বিন্দুযুক্ত তিলক দেখিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু বলেন যে, শ্রীজীবপ্রভুর কৃপায়ই তাঁহার ঐ সকল প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী-প্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার প্রশংসা করেন এবং তিলকের 'শ্যামানন্দী' নাম প্রদান করিয়া শ্রীরাধারাণীর কৃপা ও শ্রীললিতার স্নেহকে কেবল শ্রীগুরু-কৃপালব্ধ ব্যাপার বলিয়া অবধারণ করিতে বলেন।

প্রেমদণ্ড

অতঃপর শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু যখন ব্রজধামাগত লোকের মুখে শুনিতে পাইলেন যে, তাঁহার শিষ্য দুঃখী কৃষ্ণদাসকে শ্রীজীব পুনরায় শিষ্য করিয়াছেন এবং কৃষ্ণদাস নূতন প্রকারের তিলক ধারণ করিয়াছেন, তখন শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন ও দুঃখী কৃষ্ণদাসকে বাঁধিয়া আনিবার আদেশ করিলেন এবং শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুর নিকট এই মর্ম্মে এক পত্র লিখিলেন। শ্রীজীবপ্রভু ব্রজবাসিগণকে একত্র করিয়া শ্রীশ্যামানন্দকে সকলের সাক্ষাতে শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভুর প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করিবার প্রস্তাব করেন। সকলেই শ্রীজীবের বাক্যই বিশ্বাস করিবেন বলিলে শ্রীজীব শ্রীহৃদয়ানন্দের কৃপায়ই দুঃখী কৃষ্ণদাসের 'শ্যামানন্দ' নাম এবং শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর পদচিহ্নই তিলক করিয়াছে ইত্যাদি কথা ব্যক্ত করেন। ভক্তগণও কৃষ্ণদাসের নিজমুখোক্তি ও শ্রীজীব-প্রভুর কথিত বিবরণে শ্রীহৃদয়ানন্দই কৃষ্ণদাসের গুরুপাদপদ্ম,—এরূপ প্রমাণ পান।

"শ্রীহৃদয়ানন্দ প্রভু ঠাকুর আমারি।
তাঁ'র পাদপদ্ম-তিলক মাথে ধরি॥
গুরু আজ্ঞা করিয়াছেন,—'সাধুসঙ্গ করিবে।
মহাপ্রভুর ভক্তগণের সঙ্গেতে রহিবে॥"
ব্রজে আছি গোসাঞির চরণ-দর্শনে।
ভাগবত, কৃষ্ণকথা শুনি অনুক্ষণে॥
শ্রীহৃদয়ানন্দ বিনে মোর অন্য নাই।
তাঁহার স্বরূপ করি' জানিয়ে গোসাঞি॥"

(শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ ২।৭০-৭৩

শ্রীকৃষ্ণদাস আরও বলিলেন যে, শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু স্বপ্নে দর্শন দান করি তাঁহাকে 'শ্যামানন্দ'-নাম ও ঐরূপ তিলক প্রদান করিয়াছেন। শ্রীজীবপ্রভু

পত্র পাইয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু বলিলেন যে, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু তাহাকে বঞ্চনা করিয়াছেন। তিনি কখনও শ্রীশ্যামানন্দকে স্বপ্নে দর্শন ও তিলক প্রদান করেন নাই। মধ্যে বিন্দুযুক্ত হরিপদাকৃতি-তিলক শ্রীজীবের প্রদত্ত। চৌষট্টি মহান্ত ও দ্বাদশ-গোপালকে সঙ্গে লইয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্য বৃন্দাবনে আগমন করিলেন। শ্রীজীবগোস্বামী আসিয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্যের সহিত সাক্ষাৎ, পরস্পর সাধুসঙ্গলাভের সৌভাগ্য খ্যাপন ও কুশলবার্ত্তাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ আসিয়া দণ্ডবৎপ্রণাম করিলে শ্রীহৃদয়ানন্দ অত্যন্ত ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন ও কৃষ্ণদাসকে বলিলেন,—"তোমার স্বপ্ন সত্য নয়; তুমি অপরের শিষ্য হইয়া আমাকে বঞ্চনাপূর্ব্বক পত্র লেখাইয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছ। তোমার তিলক যদি পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও ঐ তিলক পুনরায় দেখা যায়, তবেই তোমার স্বপ্নের সত্যতা বুঝিব; নতুবা তোমাকে ভীষণ অপরাধী জানিয়া ব্রজমণ্ডল হইতে বহিষ্কৃত করা হইবে।" ব্রজমণ্ডলে রাসস্থলীতে এই বিচার-ভার আহ্বান করা হইল। শ্রীকৃষ্ণদাস দুই দণ্ড সময় প্রার্থনা করিয়া শ্রীললিতা-সখীর কৃপা প্রার্থনা করিলেন এবং সিদ্ধ-দেহে শ্রীরূপ-মঞ্জরী, সখীবৃন্দ ও শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কৃপা লাভ করিলেন। শ্রীরাধারাণী শ্রীসুবলকে আহ্বান করিয়া শ্রীশ্যামানন্দকে তাঁহার চরণে পাতিত করিলেন এবং মহান্ত-সমাজে দীক্ষা-কালে সুবলকে তিলক ও হৃদয়ে 'শ্যামানন্দ' নাম লিখিতে উপদেশ দিলেন। এদিকে মহান্তগণ সমাধিস্থ শ্রীকৃষ্ণদাসকে মৃত মনে করিয়া আপনাদের কার্য্যের জন্য অনুতাপ করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস সংজ্ঞা লাভ করিলে তাহার কপালের তিলক জলের দ্বারা ধৌত করা হইল, কিন্তু পুনরায় উজ্জ্বল-রূপভাবে তিলক ও নামের প্রকাশ হইল। তখন শ্রীহৃদয়ানন্দ ও মহান্তগণ সকলেই শ্রীশ্যামানন্দের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীহৃদয়ানন্দও শ্রীশ্যামানন্দকে পুনরায় স্নেহাশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত করিলেন।

সাধু সাবধান

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশের স্থানে স্থানে যে-সকল আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়, তাহা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিদ্ বৈষ্ণবগণ সতর্কতার সহিত গ্রহণ করেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশের চতুর্থ দশায়ও শ্রীশ্যামানন্দের প্রতি শ্রীহৃদয়ানন্দের ক্রোধলীলা বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু শ্রীশ্যামানন্দকে সখ্যভাব অনুশীলনের উপদেশ করিলে শ্রীশ্যামানন্দ তাহা অস্বীকার করেন। তখন শ্রীহৃদয়চৈতন্য মহাক্রোধে শ্রীশ্যামানন্দকে যষ্টিপ্রহারে জর্জ্জরিত করিয়া রক্তপাত-পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন।

"সখা-বিনু রাধাভাব কভু না করিবে।
মোর সখ্যভাব এই ব্রজে আচরিবে॥
এত শুনি' শ্যামানন্দ বলেন বচন।
'সখ্যভাব করিতে নারিব আচরণ॥'
শুনিয়া হৃদয়ানন্দ মহাক্রোধ হৈলা।
উঠিয়া শ্রীশ্যামানন্দে ছাটি প্রহারিলা॥
ছড়ি দুই তিন মারি হাতে পায়ে পিঠে।"
মাংস কাটি' শোণি বহে, গোসাঞী ভূমে লুটে॥" (ঐ৪।২৭-৩০)

চতুর্থ দশার শেষে লিখিত আছে, শ্রীহৃদয়চৈতন্যপ্রভু নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া পরে শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিলে শ্রীশ্যামানন্দকে শ্রীজীব-প্রভুর হস্তে সমর্পণ করেন। **এই সকল ঘটনা প্রাকৃত ব্যক্তিগণের বিবাদ, ঈর্ষা বা মাৎসর্য্য-পরায়ণতার দিক্ হইতে না দেখিয়া শিষ্যের ঐশ্বর্য্যে শ্রীগুরুদেবের অন্তরোল্লাস এবং সত্যতাপরীক্ষার্থ ঘটিয়াছিল, এই দৃষ্টিতেই দেখা উচিত।** শ্রীশ্যামানন্দকে বেত্রাঘাতরূপ **প্রেমদণ্ড** সখার পক্ষপাতিত্ব-প্রদর্শনকারী শ্রীহৃদয়চৈতন্যের পক্ষে স্বাভাবিক। আবার শ্রীরাধার পক্ষপাতিত্বযুক্ত লেখকগণের শ্রীহৃদয়চৈতন্যের ঐরূপ প্রেমক্রোধ-লীলা-বর্ণনাও স্বাভাবিক।

উৎকলে প্রচারারম্ভে রঙ্কিণী দেবী

শ্রীশ্যামানন্দ উৎকলে প্রচারের প্রেরণা-আদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুর আনুগত্যে উৎকল-প্রদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে চলিতে চলিতে বহু লোককে বৈষ্ণব করিলেন। উৎকল-প্রদেশের ধল-ভূমিতে প্রবিষ্ট হইলে নবীনকিশোর-নামক ধলরাজ অতিথিসৎকার করিবার অভিনয়ে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিল। ধলরাজ শক্তি-উপাসক ছিল। তাঁহার ইষ্টদেবীর নাম **রঙ্কিণী**। সেই দেবী তীর্থযাত্রী উদাসীন ব্যক্তিগণকে সংহার করিয়া তাঁহাদের শোণিত ও মাংস ভক্ষণ করিত। রাজা দেবীকে ঐরূপভাবে অতিথিগণের মাংসের দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া নিজের বৈভববৃদ্ধি করিত। সভক্ত শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে রাজার সেবক সেই রঙ্কিণীদেবীর আবাসে বাসস্থান প্রদান করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া আসিল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত বৈষ্ণবগণ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতেছিলেন। মধ্যরাত্রে রঙ্কিণী নরমাংস-ভোজন-লোলুপা হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুকে দর্শনমাত্র তাহার চিত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রঙ্কিণী সাষ্টাঙ্গ-প্রণতা হইয়া নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং রাজার শয়ন-কক্ষে গমন করিয়া তরবারির দ্বারা রাজাকে সবংশে নিধনার্থ ক্রোধ প্রকাশ করিল ও বলিল,—"আমার ইষ্টদেব প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ। তাঁহাকে তুমি দ্বাররুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ! শীঘ্র সবংশে গিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হও ও প্রভুর সেবা কর।" রাজা শ্রীশ্যামানন্দের নিকট গমনপূর্ব্বক ক্ষমা-ভিক্ষা ও আশ্রয় প্রার্থনা করিল। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ভক্তদ্রোহীর মুখদর্শন করিলেন না, কিন্তু গ্রামের উদ্যানে স্নানকালে রঙ্কিণী রাজাকে লইয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর চরণে পাতিত করিলেন। তখন শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু প্রসন্ন হইয়া রাজাকে সবংশে শিষ্য করিলেন; তাহাকে অনুক্ষণ বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবা, সাধুকে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও বৈষ্ণবচরণামৃতপান করিবার এবং জীবহিংসা হইতে বিরত হইবার উপদেশ প্রদান করিলেন।

শ্যামসুন্দরপুর

'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশে'র বর্ণনানুসারে জানা যায়, শ্রীব্রজ হইতে উৎকলের পথে গমনকালে-শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীগোপীবল্লভ-রায় শ্রীমূর্ত্তি ছিলেন। ধলর'জের অর্থানুকুল্যে শ্রীগোপীবল্লভ-রায়ের ভোগ লাগাইয়া একটি বিরাট মহা-মহোৎসব হইয়াছিল এবং রাজা শ্রীগুরুদেবের অধরামৃতগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। রাজা শ্রীগুরুপাদপদ্মে একশত মোহর প্রণামী ও বৈষ্ণবগণকে নববস্ত্র বিতরণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত সেইস্থান তদবধি **'শ্যামসুন্দরপুর'** বলিয়া বিখ্যাত হইল। রাজা শ্রীগুরুদেবের জন্য গৃহনির্ম্মাণ ও দশ-পনরটি গ্রাম উপহার দিয়াদিলেন।

রয়ণীতে অচ্যুত-তনয় শ্রীরসিকমুরারী শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য হইবার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর নিকট অভিগমন করিয়া তাঁহার কৃপালাভ করেন। ইহার পরেই শ্রীরসিকমুরারি শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হইয়া দামোদরকে শিষ্যত্বে স্বীকার করিয়া তাঁহাকে শ্রীবিগ্রহের সেবায় নিয়োগ করিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশের বিবরণানুসারে সুবর্ণরেখাতীরে কাশীনাথ শিবের নামানুসারে কাশীপুর-গ্রামকে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু **গোপীবল্লভপুর**-নাম প্রদান করেন এবং গ্রামের নিকটে **বেলবনে রুক্মিণীদেবীর স্থান** নির্দ্দেশ করেন। মঙ্গলা-দামোদরপতি নামক এক ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের আদেশে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য হন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু ময়ূরভঞ্জে পদার্পন করিয়া জনৈকা সতী ব্রাহ্মণীর শাপগ্রস্ত রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জকে কৃপা করেন এবং ময়ূরভঞ্জের সমস্ত ভাগ্যবন্ত ব্যক্তি শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য হন।

শ্রীশ্রীগৌরসেবা প্রকাশ

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া বলেন,—"পদ্মশ্মশান বা পদুমবসান-(তমলুক মহকুমা) স্থানে আমার সেবা ছিল। সন্ন্যাসি

নামধারী এক বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বেষী ব্যক্তি আমাকে স্থানান্তরিত করিয়াছে। আমি বর্ত্তমানে মির্জ্জাপুরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতেছি। তুমি আমাকে সেইস্থান হইতে উদ্ধার কর।" প্রাতঃকাল হইবামাত্রই শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে সেই স্থানে যাইতে যাইতে পথে শ্রীশ্যামানন্দ বহু জীবকে উদ্ধার করিলেন। অচ্যুতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীদাসও শিষ্য হইলেন। মঙ্গলা ও কাশিয়াড়ী হইয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু বলরামপুরে গেলেন। তথায় হরিচন্দন মহাপাত্রকে শিষ্য করিলেন। শাখুয়াতে মধুসূদনকে শিষ্য করিয়া ময়নাগড়ের রাজা বিরমানন্দকে শিষ্য করিলেন। তৎপরে পদ্মমশানে গিয়া ভক্তগণসহ রাজার দুর্গামণ্ডপে উপবেশন করিলে দুষ্ট সন্ন্যাসী রাজাকে মন্ত্রণা দিয়া শ্রীশ্যামানন্দ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে অপমান করিবার যুক্তি করিল। সপার্ষদ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু যে-স্থানে উপবেশন করিয়াছিলেন, সেইস্থান শোধনের জন্য মৃত্তিকা পুনঃ পুনঃ খনন করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল-মনোরথ হইল। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর প্রভাব শ্রবণে ভীত রাজা প্রভুর শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য সকাতর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুর যখন তমলুকে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। বিরহ-বিধুর শ্রীল বাসুদেবকে সান্ত্বনা দিবার জন্য ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি দর্শন দান করিলেন এবং শ্রীল বাসুদেবের প্রেমবাধ্য হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট অবস্থান করিবার অঙ্গীকার করিলেন। এই দিন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু তমলুকে অর্চ্চাবতাররূপে প্রকাশিত থাকিলেন। এই শ্রীমন্মহাপ্রভু-বিগ্রহের প্রতিই বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ও বিষ্ণুবিগ্রহবিদ্বেষী এক সন্ন্যাসী-নামধারী ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছিল। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু রাজার নিকট লোক পাঠাইয়া ঐ সন্ন্যাসীকে বিতাড়িত করিতে আদেশ দিলেন এবং শ্রীরসিকানন্দকে শ্রীগৌরবিগ্রহ-অন্বেষণের আজ্ঞা করিলেন। অনুসন্ধান করিতে করিতে

শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু মির্জ্জাপুরে এক ব্রাহ্মণের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার কন্যাকে টাকা ও শাড়ী উপহার দিয়া শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু রাজা ও সৈন্যবর্গসহ মির্জ্জাপুরে গমন করিয়া উক্ত ব্রাহ্মণের গৃহ হইতে শ্রীবিগ্রহ উদ্ধার করিলেন এবং তমলুকে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজা শ্রীবিগ্রহ-সেবার জন্য প্রচুর অর্থানুকূল্য করিলেন।

'পদ্মশান' বা 'পদুমবসান' তমলুক-সহরের মধ্যে উত্তরপ্রান্তবর্ত্তী একটি গ্রামের নাম। তৎকালে সহর এত বিস্তৃত ছিল না; কেবল রাজগৃহ-প্রভৃতি ছিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি শ্রীল ঠাকুর বাসুদেব-ঘোষ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইলেও তদীয় কোন নিষ্কিঞ্চন শিষ্য ঐ শ্রীবিগ্রহের সেবা করিতেছিলেন। পরে তাঁহার অপ্রকটের পর মির্জ্জাপুরের কোন ব্রাহ্মণশিষ্য সেবা করিতেন। তৎকালে তাম্রলিপ্তের প্রজাশাসন পাঠান-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, অহিন্দুর অত্যাচার ভয়ে ও কাপালিকাদির অত্যাচারে ঐ সেবক তদীয় বাসগ্রামে শ্রীবিগ্রহ লইয়া গিয়া অতি গুপ্তভাবে ভিক্ষাজীবী হইয়া অর্চ্চনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের নাম কেহ জানিতে পারেন নাই। ঐ গ্রাম পদ্মশান (তমলুক) হইতে পাঁচ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে অবস্থিত। মীর্জ্জা দিদার আলিবেগের নাম বা উপাধি-অনুসারে ঐ গ্রামের নাম-করণ হইয়াছে। 'খোজার বাঁধ' নামক একটি প্রশস্ত উচ্চপথ ঐ 'দিদার আলি বেগ' নামক তাৎকালিক পাঠান-শাসক নির্ম্মাণ করিয়া তমলুক পরগণাকে কাশীযোড়া-নামক পরগণা হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে; পরবর্ত্তিকালে ঐ বাঁধ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হইতেছিল।

মীর্জ্জাপুর হইতে শ্রীল রসিকানন্দদেব শ্রীগৌরবিগ্রহ আনিয়া বর্ত্তমান তমলুক সহরের মধ্যস্থলে মন্দির করাইয়া স্থাপন করেন। পরে তমলুকের রাজারা এবং অন্যান্য জমিদারেরা বহু ভূসম্পত্তি উহার সেবার জন্য দিয়াছেন। ঐ আয় হইতে কিয়দ্দিন পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত ওখানকার সেবা সুচারুরূপে চলিতেছিল। নূতন

জরিপে কতকটা জমি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় কর্ম্মচারিগণের শৈথিল্য ও সাধারণ ব্যয়ের বাহুল্য সেবার অন্তরায় হইয়াছে। এখন মাসিক গড়পড়্‌তা আয় ৩৪ শত টাকার অধিক নহে। গোপীবল্লভপুর শ্রীপাটই ঐ শ্রীবিগ্রহের সেবা পরিচালনা করেন।

দ্বাদশ মহোৎসব

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু উক্ত রাজাকে শিষ্য করিয়া কাজলী হইয়া শ্রীগোপীবল্লভপুরে আগমনপূর্ব্বক **দ্বাদশ মহোৎসব** সম্পন্ন করিলেন। উক্ত দ্বাদশ-মহোৎসবের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই—

শ্রীশ্যামানন্দকে রাসনৃত্যপরায়ণ দেখিয়া সখ্যরসের পক্ষপাতী শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু শ্রীশ্যামানন্দের যোগ্যতা পরীক্ষার্থ কৃত্রিম-ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক কৃপা-দণ্ডের বিধান করেন। ইহাতে স্বপ্নযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহৃদয়চৈতন্যকে বলেন যে, শ্রীশ্যামানন্দ মধুর-রসের যোগ্যপাত্র; সুতরাং তাঁহার স্বাভাবিক সেবার গতি প্রতিরোধ করা উচিত নহে। তখন শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু শ্রীশ্যামানন্দের প্রতি দণ্ড-প্রদান করায় তাঁহার অপরাধ হইয়াছে মনে করিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট ঐ অপরাধ ক্ষালনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। বৈষ্ণবগণ লোকশিক্ষার্থ দ্বাদশ-দিবস-ব্যাপী বৈষ্ণবের গুণ কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা তৃপ্ত করিবার বিধান প্রদান করেন। ইহাতে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু দৈন্যভরে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে ঐ মহোৎসবের সেবা-ভার ভিক্ষা করিয়া ল'ন। তিনি প্রতিবর্ষে বিশেষ সমারোহে দ্বাদশ-দিন-ব্যাপী ঐ উৎসব সম্পাদন করিতেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর তিরোভাবের পর শ্রীরসিকানন্দ ও তৎপরে শ্রীগোপীবল্লভপুরের শ্রীগোবিন্দ-সেবাধিকার-প্রাপ্ত মহান্ত গোস্বামীগণ শ্রীশ্যামানন্দের তিরোভাব-তিথির দ্বাদশ-দিবস পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ মহোৎসব সম্পাদন করিয়া আসিতেছেন।

তৎপরে উদ্দণ্ডরায়কে কৃপা করিয়া রেমুণাতে গমনপূর্ব্বক শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর ভদ্রকে ও বাণপুরে বহু লোককে তিনি কৃপা করিলেন।

শ্রীশালগ্রামের তণ্ডুল-ভোগ

বাণপুরে নবাবের এক মুশুদ্দি ছিলেন; তাঁহার নাম 'হরিহর'। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন বলিয়া এক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া গৃহে শ্রীশালগ্রামের পূজা করাইতেন এবং প্রত্যহ কেবল পাঁচ সের অপক্ক চাউল ভোগ দিতেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ইহা দেখিয়া হরিহরকে বলিলেন,—

"তুমি অন্ন পাক করি' স্বচ্ছন্দে খাইবে।
ঠাকুরে তণ্ডুল খালি ভোগ লাগাইবে॥
এই দোষে হস্তী হ'বে সবংশে তোমার।"

(শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ ১০।৯-১০)

শ্রীশালগ্রামকে অন্নভোগ না দেওয়ায় শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু অতি ক্ষুদ্রদৃষ্টি-সম্পন্ন হস্তিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য অভিশাপ প্রদান করিলেন। এই হস্তী পরবর্ত্তিকালে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য হইয়া মঙ্গললাভ করিয়াছিল।

শ্রীপুরুষোত্তমে 'কুঞ্জমঠ'

অতঃপর শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীসাক্ষিগোপাল প্রভৃতি স্থানে শুভবিজয় করেন। এক সময় শ্রীজগন্নাথদেবের রথ অচল হইলে শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর আদেশে শ্রীরসিক মস্তকের দ্বারা রথ চালনা করিলেন এবং অবিলম্বে রথ গুণ্ডিচায় প্রবেশ করিল। ইহা দেখিয়া পুরীর রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুকে তথায় একটি মঠ-নির্ম্মাণ করিবার জন্য স্থান প্রদান করিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু এই মঠের নাম 'কুঞ্জমঠ' রাখিলেন।

শ্রীগোবিন্দ শ্রীগোকুলচন্দ্র শ্রীরাসবিহারী শ্রীমদনমোহন

কুঞ্জমঠের অধিকারীর ব্যবস্থা করিয়া শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভু স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা প্রকাশ করিলেন। বসন্তীয়ার রাজা সাগরেন্দ্র শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্য হইলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু তাঁহার গৃহে শ্রীগোকুলচন্দ্র-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে ধুরিয়ায়

শ্রীরাসবিহারী ও ঘোলারীনাড়াজোলে শ্রীমদনমোহন-শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর কৃপায় ব্যাঘ্র-সর্পাদিরও উদ্ধার হইয়াছিল। গল্‌তার রামানন্দিসম্প্রদায়ী মহান্ত শ্রীসূর্য্যানন্দের একটি প্রার্থনা শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু পূর্ণ করিয়াছিলেন। শ্রীসূর্য্যানন্দ শ্রীরসিকানন্দের পুত্র শ্রীরাধানন্দের পুত্ররূপে জন্ম-লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু খানাকুল-কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া তথায় নানাবিধ লীলা প্রকাশ করেন।

পুনঃ ব্রজে

অতঃপর বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ ও বহু ব্যক্তিকে কৃপা করিয়া শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু যখন পুনরায় শ্রীবৃন্দাবনে গমন করেন, তখন শ্রীজীব-প্রভুর কুঞ্জে ভরতপুরের রাজা শ্যামানন্দ-প্রভুকে দর্শন করিয়া বিশেষ মুগ্ধ হন। তখন সেই রাজা কুঞ্জ নির্ম্মাণ করিবার জন্য শ্রীল শ্যামানন্দ-প্রভুকে **ষঠীঘরা-গ্রাম** প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু জয়পুরে গমন করিলে জয়পুরের রাজা শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর সেবার জন্য **শ্যামলীগ্রাম** প্রদান করেন। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু পুনরায় শ্রীবৃন্দাবন হইয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন এবং মালদহ, অম্বিকা প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। বিষ্ণুপুরে আগমন করিলে তথায় রাজা বীরহাম্বীর শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর দর্শন ও পূজা করিয়াছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্যপ্রভুর আত্মজ শ্রীগোবিন্দ-গতি প্রভুর সহিত শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং বীরহাম্বীর শ্রীল শ্যামানন্দপ্রভু ও শ্রীল গোবিন্দ-গতি প্রভুকে যথাবিহিত পূজা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু যখন শ্রীগোপীবল্লভপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু শ্রীগোবিন্দের দর্শনের জন্য তথায় আসিতে ইচ্ছা করিয়া লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তমলুকে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া যখন শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু শ্রীগোপীবল্লভপুরাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু শ্রীরসিকানন্দের সহিত অগ্রসর হইয়া শ্রীগুরুদেবকে অভ্যর্থনা

করিতে গেলেন। শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভুকে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু ও শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু সর্ব্বতোভাবে সেবা করিয়াছিলেন। অতঃপর শ্রীশ্যামানন্দ গোবিন্দপুরে রাসযাত্রা-উৎসব সম্পাদন করিয়া কানপুরে শুভবিজয় করিলেন। রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ দর্শন করিয়া তথায় কিছুদিন অবস্থান করিলেন।

শঙ্কর দাস

এক মায়াবাদী সন্ন্যাসী শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুকে 'ঝুটাখোর বৈষ্ণব' বলিয়া নিন্দা করিল। শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু মৌনী থাকিলেন। তিনি যখন সপার্ষদ নদীতে স্নান করিতেছিলেন, তখন এক বৃহদাকার কুম্ভীর সকলের দৃষ্টিগোচর হইল। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর চরণে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া উক্ত মায়াবাদী সন্ন্যাসী অতীব বিস্মিত হইল এবং নিজ অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর শিষ্যত্ব বরণ করিয়া 'শঙ্করদাস'-নামে অভিহিত হইল। অনেক তান্ত্রিক-সন্ন্যাসীও তাহাদের দুষ্টমত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভুর চরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দ মীরগোদা, বসন্তীয়া প্রভৃতি স্থানে পদার্পণ করিয়া বহু লোককে কৃপা করিলেন এবং তৎপরে ময়ূরভঞ্জে শুভবিজয় করিলেন। রাজা শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর পদরজ ও অধরামৃত পাইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। শ্রীরসিকানন্দের দ্বারা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু ভঞ্জ-ভূপতি-গণের মঙ্গলবিধান করিয়াছিলেন।

শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভু ১৫৫২ শকাব্দে (১৬৩০ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ়-মাসে কৃষ্ণ প্রতিপদ-তিথিতে শ্রীনৃসিংহপুরে উদ্দণ্ডরায় ভূঁইয়ার গৃহে অপ্রকট-লীলা আবিষ্কার করেন। ইহার অব্যবহিত পরেই শ্রীরসিকানন্দ প্রভু তাঁহার পত্নী শ্রীমতী শ্যামদাসীর অষ্টমগর্ভে আবির্ভূত চতুর্দ্দশ-বর্ষবয়স্ক পুত্র শ্রীশ্যামানন্দ-শিষ্য শ্রীরাধা-নন্দদেবকে শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্যামানন্দ-গাদির অধীশ্বর করেন।

শ্রীপাট-গোপীবল্লভপুরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-জীউর শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর প্রাচীন চিত্রপট এবং শ্রীশ্যামানন্দ-

প্রভুর ব্যবহৃত কন্থা ও আসন পূজিত হইতেছেন। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ভণিতা যুক্ত কয়েকটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—

[১]

"প্রেমদাতা রসময় রাশি।
যা'র নামে ত্রিভুবন, হৈল পাপ-বিমোচন,
সে কেন হইল সন্ন্যাসী॥
গোলোক-বৈভব-ত্যজি' কীর্ত্তনে পসরা সাজি'
অবনীতে করল বিহার।
আপনার গুণে নাচে, প্রেমের ভাণ্ডার যাচে,
ঘুচাইতে মনের আঁধার॥
সত্যে তপ, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে করল পূজা,
না দেখিয়া জীবের উদ্ধার।
না দেখি' জীবের গতি, প্রকাশিল নিজ-শক্তি
ভক্তজনে, কলিতে উদ্ধার॥
নারদ, শুক, শিব, যাঁ'রে করে অনুভব,
ব্রহ্মা যাঁ'রে করেন ধেয়ান।
চতুর্ম্মুখে চতুর্ব্বেদ, পড়িয়া না পাইল ভেদ,
শ্যামানন্দ মাগয়ে শরণ॥"

[২]

"ভজ ভাই চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
ঘুচিবে সকল জ্বালা, পাইবে আনন্দ॥
বদন ভরিয়া, ভাই, বোল হরি বোল।
আপনে বৈষ্ণবগণ ধরি' দিবে কোল॥

মিনতি করিয়া কহি, শুন সর্ব্বজনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা করহ ভাবনা॥
এমন জনম, ভাই না হইবে আর।
শ্যামানন্দ কহে,—'কেহ নহে আপনার॥"

[৩]

যুগলকিশোরের মঙ্গল-আরতি

মঙ্গল আরতি যুগল কিশোর।
মঙ্গল সখীগণ জোরহি জোর॥
রতন প্রদীপ করু টলমল থোর।
ঝলকত বিধুমুখ শ্যামসুগৌর॥
ললিতা বিশাখা আদি প্রেমেতে আগোর।
করত নিরমঞ্ছন দোঁহে দুহুঁ ভোর॥
শ্রীবৃন্দাবন কুঞ্জ ভুবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগল কিশোর॥
গাওত শুকপিক নাচত ময়ূর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজে বিবিধ যন্ত্র উঠে ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় ঢোর॥

———

চতুর্থ তরঙ্গ

চরিত লেখকগণ

নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহে শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর চরিতের উপকরণ পাওয়া যায়। শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রধান শিষ্য ও সঙ্গী শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু-কর্ত্তৃক সংস্কৃত-ন্দে রচিত (১) 'শ্রীশ্রীশ্যামানন্দশতকম্', শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দের সঙ্গী ারেন্দা-নিবাসী শ্রীগোপীজনবল্লভদাস-কর্ত্তৃক পদ্য-ছন্দে লিখিত (২) 'শ্রীরসিক-ঙ্গল', শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর শিষ্য কোন মুরারিরচিত সংস্কৃত পদ্যগ্রন্থ (৩) শ্রীবিন্দুপ্রকাশঃ', শ্রীল শ্যামানন্দ প্রভুর পঞ্চম অধস্তনরূপে পরিচয়-প্রদানকারী শ্রীকৃষ্ণচরণ দাস-প্রণীত (৪) 'শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশ' ও (৫) 'শ্রীশ্যামানন্দ-পার্ষব', শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নামান্তর শ্রীঘনশ্যাম দাসকৃত (৬) 'শ্রীভক্তি-ত্নাকর', (৭) শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ-কৃত শ্রীশ্যামানন্দ-শতকের সংস্কৃত টীকা, ৮) শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ভনিতিযুক্ত কতিপয় পদ। এতদ্ব্যতীত শ্রীপাট-গোপী-ল্লভপুরে রক্ষিত শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর ব্যবহৃত দ্রব্যাদিও তাঁহার বহুলীলার পরিচয় দান করিতেছে।

শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাব-কাল ১৫৫২ শকাব্দ; আর 'বিন্দুপ্রকাশ'-নার কাল ১৬২৮ শকাব্দ অর্থাৎ শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর তিরোভাবের ৭৬ বৎসর পর।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর পঞ্চম অধস্তন অর্থাৎ শ্যামানন্দের শিষ্য শ্রীরসিকানন্দ, তচ্ছিষ্য শ্রীনয়নানন্দ, তাঁহার শিষ্য শ্রীরাধা-মোদর, শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্য শ্রীবলদেব। শ্রীরসিকমঙ্গলের প্রণেতা শ্রীগোপী-নবল্লভ দাস বাল্যকালে শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন এবং তিনি রেন্দা-গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ-গ্রন্থের লেখক—শ্রীশ্যামা-ন্দ প্রভুর পঞ্চম অধস্তনরূপে পরিচয়-প্রদানকারী।

"শ্রীরাধামনোহর ঠাকুর আমারি।
তাঁ'র দুই পাদপদ্ম মস্তকেতে ধরি॥

বন্দিব শ্রীনয়নানন্দ দেবের চরণ।
পরম যে গুরু তেঁহ জন্মে জন্মে হন॥
শ্রীরসিকানন্দ-পদ বন্দো সাবধানে।
পরমেষ্ট গুরু তেঁহ হয়েন জন্মে জন্মে॥
বন্দিব শ্রীশ্যামানন্দ-দেবের চরণ।
পরমেষ্ট পরমগুরু ভুবন-পাবন॥
বন্দিব হৃদয়ানন্দ-দেবের চরণ)
পরমেষ্ট-পরাৎপর-গুরু তেঁহ হন॥
বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
জন্মে জন্মে হউ তাঁর উচ্ছিষ্টে কুকুর।"

(শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ ১।৫-১০

অতএব শ্রীশ্যামানন্দরসার্ণব ও শ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ প্রণেতা শ্রীকৃষ্ণদাস এবং শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভু—উভয়েই শ্রীরসিকানন্দ-শিষ্য শ্রীনয়নানন্দ প্রভুর অনুশিষ্য ছিলেন।

শ্রীনরহরি চক্রবর্তী একটি পদে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর সংক্ষিপ্ত চরিত গ্রথিত করিয়াছেন। নিম্নে সেই পদটী উদ্ধৃত হইল।

"ও মোর পরাণবন্ধু! শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু,
সদাই বিহ্বল গোরাগুণে।
গৃহ পরিহরি' দূরে, আনন্দে অম্বিকাপুরে,
আইলেন প্রভুর ভবনে॥
হৃদয়চৈতন্যে দেখি, অঝরে ঝরয়ে আঁখি,
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া।
শিরে ধরি' সে চরণ, করি' আত্মসমর্পণ,
এক ভিতে রহে দাঁড়াইয়া॥

দেখি' শ্যামানন্দ-রীত, ঠাকুর করিয়া প্রীত,
নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল।
করি' অনুগ্রহ অতি শিখাইয়া ভক্তিরীতি
নিতাই-চৈতন্যে সমর্পিল॥
কথোক দিবস পরে, পাঠাইতে ব্রজপুরে,
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা।
প্রভু নিতাই-চৈতন্য, শ্যামানন্দে কৈলা ধন্য,
যাত্রাকালে আজ্ঞামালা দিলা॥
শ্যামানন্দ পথে চলে, ভাসয়ে আঁখের জলে,
সোঙরিয়া প্রভুর গুণগণ।
একাকী কথোক দিনে, প্রবেশিলা ব্রজভূমে,
বহু তীর্থ করিয়া ভ্রমণ॥
দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য, আপনা মানয়ে ধন্য,
আনন্দে ধরিতে নারে থেহা।
সিক্ত হইয়া নেত্রজলে, লোটায় ধরণীতলে,
বিপুল পুলকময় দেহা॥
গিয়া গিরি-গোবর্দ্ধনে, কৈল যে আছিল মনে,
শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে আসি'।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা, দেখি' অনুগ্রহ কৈলা
শ্রীদাস-গোঁসাই গুণরাশি॥
শ্রীজীব-নিকটে গেলা, নিজ পরিচয় দিলা,
তেঁহো কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে।
যেবা মনোরথ ছিল, তাহা যেন পূর্ণ হৈল,
হৃদয়চৈতন্য-কৃপা হৈতে॥

ভ্রমিলা দ্বাদশবন, কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন,
হৈলা অতি নিপুণ সেবায়।
শ্রীগৌড়, অম্বিকা হৈয়া, রহিলা উৎকলে গিয়া
শ্রীগোস্বামিগণের আজ্ঞায়॥
পাষণ্ডী অসুরগণে, মাতাইল গোরাগুণে,
কা'রে বা না কৈলা ভক্তিদান।
অধম আনন্দে ভাসে, শ্যামানন্দ-কৃপালেশে,
কেবা না পাইল পরিত্রাণ॥
কে জানিবে তাঁ'র তত্ত্ব, সদা সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত,
অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ পরিকর-সঙ্গে, বিলসে পরম রঙ্গে,
উৎকলে সুখের নাই সীমা॥
যে বারেক দেখে তাঁ'রে, সে ধৃতি ধরিতে নারে,
কিবা সে মূরতি মনোহর।
নরহরি কহে—কভু, রসিকানন্দের প্রভু,
হ'বে কি এ নয়ন-গোচর॥"

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৫।৯৩-১০৪)

গীতে যথা বেলাবলী

জয় জয় সুখময় শ্যামানন্দ।
অবিরত গৌর-প্রেমরসে নিমগণ,
ঝলকত তনু নব পুলক আনন্দ॥
শ্যামর গৌর চরিতচয় বিলপত
বদন সুমাধুরী হরয়ে পরাণ।

নিরুপম পহু পরিকরগুণ শুনইতে
ঝর ঝর ঝরই সুকমল নয়ান ॥
উমড়ই হিয় অনিবার চুয়ত ঘন
স্বেদ বিন্দু সহ তিলক উজোর।
অপরূপ নৃত্য মধুরতর কীর্ত্তনে
তুলসী মাল উর চঞ্চল ঘোর ॥
সুমধুর গীত ধুনত অনুমোদনে
ভুজ ভঙ্গিম কর তরল ললাম।
পদতলে তাল ধরত কত ভাঁতিক
মরি মরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম ॥

(শ্রীভক্তিরত্নাকর ১৫শ তরঙ্গ)

পুনঃ সুহই

জয় শ্রীদুঃখিনী কৃষ্ণদাসগুণ, কহিতে শকতি কার ?
হৃদয়চৈতন্যপদাম্বুজে সদা চিত মধুকর যাঁর ॥
বৃন্দাবনে নব নিকুঞ্জে রাইএর নূপুর পাইল যে।
শ্যামানন্দনাম বিদিত তথায় সুচরিত বুঝিবার কে ?
মহামূঢ়মতি উৎকলেতে যার না ছিল ভকতি লেশ।
গৌর প্রেমরসে ভাসাইল সব, সফল করিল দেশ ॥
পরদুঃখে দুঃখী শ্যামানন্দ মোর রসিকানন্দের প্রভু।
কি কব করুণা ? যেহো নরহরি দীনে না ছাড়য়ে কভু ॥

(ঐ ১৫শ তরঙ্গ)

শ্রীশ্যামানন্দ কল্পবৃক্ষের যে অসংখ্য শাখা—এই সকল শাখা-প্রশাখায় অর্থাৎ শিষ্যানুশিষ্যে গৌড়, উৎকল ও শ্রীব্রজধাম পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ শ্যামানন্দীর ন্যায় বিরাট বৈষ্ণব গোষ্ঠী প্রায় কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। যদি সময় সুযোগ হয় তবে শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপাশীর্বাদে একত্র গ্রন্থাকারে তাঁহাদের সংকলন করিবার বাসনা থাকিল। বিশেষতঃ তন্মধ্যে প্রধান দ্বাদশ শাখার বর্ণনা বিষয়ক যে কয়েকটি শ্লোক ও পদ ভক্তসমাজে প্রচলিত আছে অবগতির জন্য তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

নাম ও পাট

১। শ্রীকিশোর	কাশীয়াড়ী	২। শ্রীউদ্ধব	কাশীয়াড়ী
৩। শ্রীপুরুষোত্তম		৪। শ্রীদামোদর	
৫। শ্রীরসিকমুরারি	শ্রীগোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম	৬। শ্রীদরিয়া-দামোদর	ধারেন্দা, খড়্গপুর থানা
৭। শ্রীচিন্তামণি	বড়গ্রাম	৮। শ্রীবলভদ্র	রাজগ্রাম
৯। শ্রীজগতেশ্বর	হরিহরপুর	১০। শ্রীমধুসূদন	শাঁকোয়া
১১। শ্রীরাধানন্দ (শ্রীরসিকতনয়)	গোপীবল্লভপুর	১২। শ্রীআনন্দানন্দ	ভোগরাই

"কিশোরশ্চ মুরহরঃ শ্রীদামোদরস্তৎপরঃ।
চিন্তামণি র্বলভদ্রস্ততঃ শ্রীজগতেশ্বরঃ॥
উদ্ধবো মধুসূদনো রাধানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ।
পুনর্দামোদরশ্চৈব আনন্দানন্দস্তৎপরঃ॥
শ্রীশ্যামানন্দদেবস্য শাখা দ্বাদশ সংখ্যয়া।
পুরা মহান্ত-কথিতমেতচ্চরিতমুত্তমম্॥"

—মহাজনোক্তিঃ

"প্রথমে বন্দিব শ্রেষ্ঠ (১) শ্রীকিশোর দাস।
বিরক্ত-বন্দিত যাঁ'র স্বভাবপ্রকাশ॥
(২) শ্রীরসিকানন্দচন্দ্র বন্দিব আনন্দে।
কায়মনোবাক্যে সদা সেবে শ্যামানন্দে॥
(৩) দরিয়া শ্রীদামোদর বন্দো হর্ষমনে।
আজন্ম ব্রহ্মনিষ্ঠা-ধ্যান যাঁ'র মনে॥
রসিকেন্দ্র-করুণাতে ধ্যান ফিরি' গেলা।
বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দরশন পাইলা॥

কল্পতরু-কুটী-মাঝে রাধাকৃষ্ণ সাজে।
তাঁহা শ্যামানন্দ সেবে সখীর সমাজে॥
ধ্যান ত্যজি' চমৎকার পাঞা চিন্তি' মনে।
শরণ লইল শ্যামানন্দের চরণে॥
বন্দিব (৪) শ্রীচিন্তামণি দাসের চরণ।
রাধাকৃষ্ণপ্রেম যাঁ'র চিন্তামণি-ধন॥
(৫) বলভদ্রদাস বন্দো মহিমা প্রচুর।
যাঁহার অভীষ্ট বংশীবদন ঠাকুর॥
(৬) শ্রীজগতেশ্বর বন্দো মহিমা অপার।
নববিধা ভক্তি যাঁ'র সদাই আধার॥
ঊর্দ্ধবাহু করি' বন্দো (৭) শ্রীউদ্ধবদাস।
সাক্ষাৎ উদ্ধব তিহোঁ অবনি-প্রকাশ॥
বন্দনা করিব (৮) মধুসূদন-চরণ।
কৃষ্ণ-মধুপানে রত সেহোঁ রাত্রিদিন॥
বন্দিব (৯) শ্রীরাধানন্দ বালক ক্রীড়াতে।
কাঁকুড়ি ছিড়াঞা লাগাইলা সাক্ষাতে॥
বন্দি কাশীয়াড়ীস্থিতি (১০) শ্রীপুরুষোত্তম।
শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল, বিরক্ত, সত্তম॥
বন্দিব (১১) শ্রীদামোদর পতির চরণ।
কাশীয়াড়ীগ্রামে যাঁ'র বৈষ্ণবপূজন॥
আনন্দে বন্দিব (১২) শ্রীআনন্দানন্দ দাস।
বৈষ্ণবসেবনে যাঁ'র ভোগরাই বাস॥
কৃষ্ণলীলাসঙ্গী এহোঁ দ্বাদশ মহান্ত।
লোকাতীত গুণ যাঁ'র ভুবন-পূজিত॥

কিশোর, উদ্ধব আর, পুরুষোত্তম, দামোদর,
কাশীয়াড়ীতে এই চারি ঘর।
রসিকমুরারি আর, রোহিণীতে বাস যাঁ'র,
ধারেন্দাতে দরিয়া দামোদর॥
চিন্তামণি নাম যাঁর বড়গ্রামে বাস তাঁ'র।
বলভদ্র রহে রাজগ্রামে।
হরিহরপুরে ঘর, নাম শ্রীজগতেশ্বর,
শাঁকোয়াতে শ্রীমধুসূদন॥
শ্রীগোপীবল্লভপুর, রাধানন্দের কুটীর,
শ্রীআনন্দানন্দ ভোগরাই।
দ্বাদশ শাখার বাস বন্দনার করি আশ,
পাঁচালীতে রচিল সবাই॥" —শ্রীশ্যামানন্দ রসার্ণব

রামচন্দ্র কবিরাজ, রাজা বীরহাম্বীরাদি যেমন শ্রীনিবাস ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রধান সহায় ছিলেন, সেইরূপ শ্যামানন্দ প্রভুর শ্রীরসিকানন্দ-দেবই প্রধান অবলম্বন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু শ্রীরসিককে যোগ্যতম দর্শনে শক্তি-সঞ্চার পূর্বক তাঁহাকে প্রচার কার্যে ব্রতী করিয়া স্বয়ং শেষ জীবনে নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন এবং সর্বদা ভজনানন্দে থাকিবার শুভ অবসর পাইয়াছিলেন। শ্রীগুরু কৃপায় রসিক বিশেষ প্রতিভাশালী হইয়া অনেক অলৌকিক প্রভাব প্রদর্শন এবং অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন। এই সময়ে ভারতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিজয়-ভেরী গম্ভীর নাদে নিনাদিত হইয়াছিল। শ্রীশ্যামানন্দ ও শ্রীরসিকানন্দ যে পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন সেই স্থানই পরম প্রেমময় ও আনন্দময় হইয়া উঠিত এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ক্ষত্রিয়, রাজা, জমিদার হইতে আরম্ভ করিয়া মূঢ়, পাষণ্ড ও ভক্তি বর্জিত শত শত নরনারী কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাঁহাদের চরণে শরণ গ্রহণ করিত। এইরূপে অসংখ্য ব্যক্তি যে তাঁহাদের শিষ্য হইয়াছিল তাহার সাক্ষ্য শ্রীরসিকমঙ্গল, প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রামাণিক গ্রন্থ সমূহ দিতেছেন।

বিশেষতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গৌরবমণি বেদান্ত সূত্রাদির ভাষ্যকার শ্রীযুক্ত বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও এই শ্যামানন্দী সম্প্রদায়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগুরু প্রণালী অনুসারে বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীরসিকানন্দদেবের চতুর্থ অধস্তন শিষ্য এবং তিনি বৈরাগ্যাশ্রিত একান্তী গোবিন্দদাস নামে পরিচিত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু কর্তৃক প্রত্যক্ষীকৃত ও প্রকাশিত শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর জীউর তৎকালে সেবাধিকারী হন।

বিদ্যন্তে নৈব লোকে কতি কতি ন পুরাণেতিহাসা হি তেষু
ন কিঞ্চিৎ ক্বাপি কৃষ্ণঃ স্বয়মলিখদৃতে গীতগোবিন্দতোঽসৌ।
ভক্তেষ্বেবং ন কুত্রাপি নিজকরকৃতং লিখ্যতে বিন্দুরূপং
শ্রীশ্যামানন্দ এব স্বয়মকৃত মুদা শ্রীমতী রাধিকৈব॥ —(শ্রীরসিকমঙ্গল-১

উপসংহার

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু সর্বজগতে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের রাগময়ী ভক্তিরস বিতরণ লীলার প্রকার বর্ণন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—জগজ্জীবের ভাগ্যাকাশে সমকালে উদিত সূর্যচন্দ্রস্বরূপ শ্রীশ্রীনিতাইচৈতন্য দুইভাই জীবের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার ক্ষালনপূর্বক দুই ভাগবতের সহিত সাক্ষাৎকার করান এবং তাঁহাদের দ্বারা জীবকে ভক্তিরস প্রদানপূর্বক সেই জীবের হৃদয়ে সঞ্চারিত প্রেমমধুর লোভে বশীভূত ও অবরুদ্ধ হন। পূর্বোক্ত দুইভাগবতের পরিচয় প্রদান উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—

এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরস-পাত্র॥ চৈঃ চঃ

চাক্ষুষ মন্বন্তরে অসুর মোহিনী বেশাশ্রিত লীলাবতার অজিত স্বীয় চরণাশ্রিত দেবগণকে অমৃতরস বণ্টনকালে একহস্তে চমস অন্য হস্তে অমৃত কলস ধারণ করিয়াছিলেন।

অধুনা বৈবস্বত মন্বন্তরে শ্রীশ্যামমোহিনীর সহ একীভূত সর্বাবতারী শ্রীগৌরহরি আপামরকে প্রেমামৃতরস বিতরণ কালে এক হস্তে বড় ভাগবত শাস্ত্র, অপর হস্তে ভক্তিরসপাত্র ভক্ত-ভাগবত ধারণ করিয়াছেন। শ্রীনিমি মহারাজের যজ্ঞে ভাগবতরস পরিবেশন করিয়াছিলেন পরোক্ষহস্ত কোন ব্যক্তি চমস ও করভাজন-নামক যোগেন্দ্রদ্বয়ের দ্বারা।

শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রকে বড় বলার উদ্দেশ্য উহা শ্রীনামপুরাণ-ব্রহ্মসম্মিত—মহোৎসবের ডাবুহাতা—যে হাতার সাহায্যে সর্ববৃহত্তম ব্রহ্মবস্তু—শুক্তনি, গুণাবতার—চালি, অখিলাত্ম—লাফরাব্যঞ্জন, ভূমা—রসা, সর্বান্তর্যামী—চাটনি, সর্বাধীশ—দধি, লীলাবতারবর্গ—মিষ্টান্ন, অখিলরসামৃতমূর্তি—পরমান্ন সবকিছুই পরিবেশন করা যায়।

সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি॥
মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে অল্প না আইসে।
এক এক পাতে পঞ্চজনার ভক্ষ্য পরিবেশে॥
স্বরূপ কহে—প্রভু বসি করহ দর্শন।
আমি ইহা সবা লঞা করি পরিবেশন॥

ক্ষুদ্র জীবের চরম প্রাপ্য মুক্তি বা পরম প্রয়োজন প্রেমভক্তি, তদপেক্ষা অধিক লাভ শান্তাদি পঞ্চবিধ ভক্তের আস্বাদ্য দ্বাদশরস, তদপেক্ষাও অসমোর্দ্ধ পরমলাভ রাগময়ী গোপীপ্রেম শ্রীরাধাদাস্য পরিবেশনে সমর্থ—শ্রীমদ্ভাগবত।

রাজন্তে তাবদন্যানি পুরাণানি সতাং গণে।
যাবদ্ ভাগবতং নৈষ শ্রূয়তেঽমৃত-সাগরম্॥

অন্যান্য পুরাণ ভোক্তার ক্ষুন্নিবৃত্তি উদর পূরণ করিয়াই নিবৃত্ত হন। আর মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত—

আকণ্ঠ পূরাঞা করাইলা ভোজন।
দেহ দেহ বলি'প্রভু বলেন বচন॥

নিগম-কল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃত-দ্রব-সংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥

হাতাখানির প্রকৃষ্ট পরিচয়ও সহজলভ্য নয়—অমৃতসাগর—শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ। দাতাকে?—সিন্ধু হইতে উত্থিত ধন্বন্তরি—শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি—শ্রীশ্রীগৌর-বিধু দাতাশিরোমণি। কোন্ বেশে?—মোহিনীবেশে—শ্রীশ্যামসুন্দর শ্রীশ্যামমোহিনী ভাবাবেশে। কি দিতেছেন?—অমৃত—অন্যের অদেয় উন্নত উজ্জ্বল ভক্তিরস। কোথা হইতে? সঙ্গে আনীত অমৃতকলস—ভক্তিরসপাত্র—প্রিয়নর্ম সখী শ্রীস্বরূপ-

রামরায়, শ্রীরূপসনাতন, শ্রীরঘুনাথ—শ্রীজীব (প্রমুখাৎ) এবং প্রিয়নর্মসখা—শ্রীসুবল—শ্রীউজ্জ্বল (প্রমুখাৎ) হইতে। বিতরণ কি শেষ হইয়া গিয়াছে? নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি—আজ পর্যন্তও অবিরাম অবিশ্রান্ত ধারায় চলিতেছে।

পূর্বলীলায় প্রিয়নর্মসখা শ্রীসুবল বাহ্যতঃ সখ্যরসাশ্রয়-ভক্তগণবরেণ্য তথাপি অন্তরে সখীভাবাশ্রিত এবং প্রিয়নর্মসখীগণেরও অগম্য রহোলীলার একান্ত সেবক—অধিক স্নেহবান্। শ্রীরাধারাণীর অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ। তাহাই বিশেষভাবে জানাইবার জন্য পরলীলায় নাম ধরিয়াছেন—শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত।

প্রত্যাবর্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়াকলিপ্রস্থিতাং
শয্যাং বৃন্দগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাম্।
স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং
ক্ব শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি॥

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি সহায়ভেদপঃ—৮

গাঢ়ানুরাগভরতো বিরহস্য ভীত্যা, স্বপ্নেঽপি গোকুলবিধোর্ন জহাতি হস্তম্।
যো রাধিকা-প্রণয়নির্ঝর-সিক্তচেতা, স্তং প্রেম-বিহ্বলতনুং সুবলং নমামি॥

ব্রজবিলাসস্তব—২২

পূর্বলীলায় যেরূপ তিনি ক্ষণকালও শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদ ভয়ে নিদ্রাকালেও মুষ্টিবন্ধন দ্বারা শ্রীরঙ্কের হস্ত ধারণ করিয়া থাকিতেন, এই লীলায়ও শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের বিচ্ছেদ ভয়ে তাঁহাদের শ্রীচরণকমল প্রণয়রজ্জ্বদ্বারা আবদ্ধ করিয়া নিজ গৃহে সর্বক্ষণ রাখিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—লোকচক্ষুতে অর্চাবিগ্রহরূপে।

"ঠাকুর পণ্ডিতের বাড়ী, গোরা নাচে ফিরি ফিরি, নিত্যানন্দ বোলে হরি হরি।
কাঁদি গৌরীদাস বলে, পড়ি প্রভুপদতলে, কভু না ছাড়িবে মোর বাড়ী॥"
"তোমরা যে দুটী ভাই, থাক মোর একঠাঁই, তবে সবার হয় পরিত্রাণ।
পুনঃ নিবেদন করি, না ছাড়িও গৌরহরি, তবে জানি পতিত-পাবন॥"

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভু পণ্ডিতকে বলিলেন—

"নিশ্চয় জানিহ তুমি, তোমার এ ঘরে আমি, রহিলাম বন্দী দুই ভাই।"
"তোমার প্রতীতি লাগি, তোর ঠাঁই খাব মাগি, সত্য সত্য জানিহ অন্তরে।"
নিতাই-চৈতন্য গৌরীদাস-প্রেমাধীন। জগতে ব্যাপিল এই কথা রাত্রিদিন॥
(ভঃ রঃ—৭।৩৫৬

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত যেমন শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ উভয়ের প্রেমপুষ্ট—
"শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতে প্রেমোদ্দণ্ড ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেমা দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥
নিত্যানন্দে সমর্পিল জাতিকুল-পাঁতি। শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দে করি' প্রাণপতি॥"

সেইরূপ তদনুগত শ্রীহৃদয়চৈতন্য অধিকারী ঠাকুরেও শ্রীগদাধর-শ্রীগৌরীদাস উভয় সম্মিলিত প্রেমধারার সমন্বয়। শ্রীহৃদয়ানন্দ মিশ্র শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র—বামা প্রখরা ললিতার স্বভাব। প্রথমে শ্রীল গদাধরের অনুগত থাকিয়া শ্রীগৌরের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, পরে শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিতের প্রার্থনা শ্রীল গদাধরের আদেশে শ্রীল গৌরীদাসের অনুগতরূপে অম্বিকা কালনা শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবাধিকারী হন। (ভঃ রঃ ৭।৩৮৯-৪৪৮

কথিত আছে—প্রেমসেবাধীন শ্রীশ্রীনিতাইগৌর এক সময় শ্রীগৌর পূর্ণিমা বাসরে শ্রীপণ্ডিতের গৃহ ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে শ্রীঅধিকারী ঠাকুরের মহোৎসবে নৃত্য করিতেছিলেন এবং পণ্ডিতের হস্তে যষ্টি দর্শনে ভীত হইয়া হৃদয়ানন্দে হৃদয়ে প্রবেশ করেন, তদ্দর্শনে শ্রীগৌরীদাস ইঁহাকে হৃদয়চৈতন্য অধিকারী নাম অভিহিত করেন। শ্রীরূপের বাক্যানুসারে এই ধারায় 'অধিকারী' উপাধির প্রচলন দেখা যায়। (ভঃ রঃ ৭।৩৮৯-৪৪৮

তীর্থরাজ প্রয়াগ যেরূপ শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত বাহিনী গঙ্গা এবং রাসপরিশ্রান্ত প্রেয়সী গণ বেষ্টিত রসরাজের জলক্রীড়া বিধৌত অঙ্গরাগবাহিনী যমুনা এতদুভয়ের মিলন স্থান, শ্রীশ্যামানন্দ ভক্তরাজ তদ্রূপ প্রিয়নর্মসখা শ্রীসুবল (শ্রীগৌরীদাস —শ্রীহৃদয়চৈতন্য এবং প্রিয়নর্মসখী শ্রীরূপমঞ্জরী—(শ্রীরূপ গোস্বামী)—শ্রীরূপ গোস্বামী এতদুভয়ের ধারার সমন্বয় স্থান।

শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে। মহাপ্রভুর প্রেমে জন্মি হইলা প্রবীনে॥
শ্রীমহাপ্রভুর শক্তি শ্রীনিবাস হয়। নিত্যানন্দের শক্তি নরোত্তমেরে কহয়॥
অদ্বৈত প্রভুর শক্তি হয় শ্যামানন্দ। যাঁর কৃপায় উৎকলিয়া পাইলা আনন্দ॥
শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দ আর। চৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতের আবেশাবতার॥

(প্রেম বিলাস)

নিত্যানন্দ ছিলা যেই, নরোত্তম হৈলা সেই,
শ্রীচৈতন্য হৈলা শ্রীনিবাস।
শ্রীঅদ্বৈত যাঁরে কয়, শ্যামানন্দ তেঁহো হয়।
ঐছে হৈলা তিনের প্রকাশ॥
সে তিনের অপ্রকটে এ তিনের আবির্ভাব।
সর্বদেশ কৈলা ধন্য দিয়া ভক্তি-ভাব॥

শ্রীঅদ্বৈতাবতার শ্রীদুঃখীকৃষ্ণদাস যিনি পরবর্তিকালে শ্রীহৃদয়চৈতন্য অধিকারী ঠাকুরের শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক শ্রীজীবগোস্বামীর আনুগত্যে শ্রীবৃন্দাবনে দ্বাদশ বর্ষ যাপি শ্রীনিকুঞ্জস্থলী সম্মার্জন সেবা কালে শ্রীশ্রীরাসেশ্বরীর নূপুর প্রাপ্ত হন এবং শ্রীললিতাদেবী কর্তৃক নূপুর তিলক মধ্যে বিন্দু প্রদান দ্বারা স্বগণমধ্যে গৃহীত হইয়া করুণামৃতবাহিনী শ্রীশ্রীরাসেশ্বরীর নিজপাদাব্জে দাস্য লাভ করিয়া শ্যামানন্দ নামে বিচিত হন। এতদিনে—"রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনী।
কৃপয়া নিজপাদাব্জদাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্॥
এই শাস্ত্রবাক্য মূর্তিধারণ করিলেন। ইঁহারই অভিন্ন হৃদয়বন্ধু শ্রীল ঠাকুর মহাশয় এই লীলার উদ্দেশ করিয়া গাহিয়াছেন—

নরোত্তম দাস কয়, এই যেন মোর হয়,
ব্রজপুরে অনুরাগে বাস।
সখীগণ-গণনাতে আমারে গণিবে তাতে
তবহু পূরিব অভিলাষ॥ (শ্রীপ্রেমভক্তি চন্দ্রিকা)

তথাহি—

সখীনাং সঙ্গিনীরূপামাত্মানং বাসনাময়ীম্।
আজ্ঞাসেবাপরাং তত্তৎ কৃপালঙ্কারভূষিতাম্॥

ইহাই ভক্তিলতার প্রপক্কফল এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায়—"নিগম-কল্পতরো-র্গলিতং ফলম্"—সর্ব্বাত্মস্নপনম্—শ্যামামৃত ধারায় অবগাহন।

ভগীরথ যেমন কঠোর তপস্যাদ্বারা শ্রীতুলসী-বিমিশ্র শ্রীকৃষ্ণ-চরণামৃত-বাহিনী ত্রিভুবন-পাবণী গঙ্গাধারাকে স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে পথ দেখাইয়া আনিয়া-ছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু তদ্রূপ শ্রীশ্রীবৃন্দাবনেশ্বরীর করুণামৃত-ধারাকে স্বীয় দ্বাদশস্কন্ধাত্মক দ্বাদশ শাখার মধ্যদিয়া গৌড় ও উৎকল এবং শ্রীবৃন্দাবন, জয়পুর, ভরতপুর প্রদেশে সহস্রমুখী করিয়া প্রবাহিত করিলেন। এই প্রবাহের প্লাবন আজও অবিশ্রান্ত চলিতেছেন।

শ্রীহরিপাদপদ্ম লাভেচ্ছু সনকাদি মুনিগণ যেমন ভগীরথ-খাতবাহিনী গঙ্গাধারাকে অবলম্বনপূর্বক অগ্রসর হইতে হইতে শ্রীবৈকুণ্ঠধামে উপনীত হইয়া শ্রীহরির শ্রীচরণ-তুলসীর আঘ্রাণে ব্রহ্মানন্দানুভবকে ধিক্কার করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাস্যে লুব্ধ হইয়াছিলেন। তদ্রূপ বহু বহু কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ধ্যানী ও তপস্বী ব্যক্তি শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রবাহিত প্রণালী অবলম্বনপূর্ব্বক শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীশ্রীশ্যাম-মোহিনী সহ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শ্রীচরণকমলের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া শ্রীশ্রীশ্যামাদাস্যে লুব্ধ হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন।

শ্রীবৃন্দাবনে যিনি বংশীগানামৃত বর্ষণ দ্বারা অশেষ স্থির-জঙ্গম প্রাণির স্বভাব পরিবর্ত্তক, তরলীকৃত শীলাকাষ্ঠ, নির্জীবোজ্জীবন এবং গোপকন্যাব্রতপ্রীত, নূতন-জলধররুচি, গোপবধূটী দুকূলচৌর, বরদেশ্বর, গোপীজনবল্লভ এবং তাদৃশ ভক্তগণের হৃদয় গুহায় লুক্কায়িত থাকিয়া—

গোপীচিত্ত-মহাচোর গোপকন্যা-ভুজঙ্গম।
দেহি স্বগোপিকাদাস্যং গোপীভাববিমোহিত॥" এইভাবে প্রার্থিত,

রাসারম্ভে— ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীতচৌরং, গোপাঙ্গনানাঞ্চ দুকূলচৌরম্।
অনেক-জন্মার্জিত তাপচৌরং, চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি ॥

এবং রাসসমাপণান্তে—বিদগ্ধ-গোপালবিলাসিনীনাং সম্ভোগচিহ্নাঙ্কিত-সর্ব্বগাত্রম্।
পবিত্রমাম্নায়-গিরামগম্যং, ব্রহ্ম প্রপদ্যে নবনীত-চৌরম্ ॥

ইত্যাদিরূপে বন্দিত হইয়া আসিতেছিলেন। শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু দ্বাদশবর্ষব্যাপী সাধনার ফলে শ্রীব্রহ্ম-সংহিতার—

"প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন, সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।
যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং, গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

এই বাণীকে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী করিয়া সেই আদিপুরুষ মহাচোরকে সর্ব্বসমক্ষে ধরাইয়া দিয়াছেন—শ্রীবৃন্দাবনে চীরঘাটের উপকণ্ঠে শ্রীমান্ রাসরসারম্ভী শ্রীশ্রীশ্যাম-সুন্দর (ভাঃ ১০।২২।১৫) এবং শ্রীগোপীবল্লভপুরে মহারাসরসিক গোপীজনবল্লভ শ্রীশ্রীগোবিন্দ—(ভাঃ ১০।৩৩।২)।

শ্যামসুন্দর শিখিপিচ্ছ গুঞ্জাবিভূষণ। গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন ॥
ইহা ছাড়ি কৃষ্ণ যদি হয় অন্যাকার। গোপিকার ভাব না যায় নিকট তাহার ॥
(চৈঃ চঃ ১।১৭।২৭৯-২৮০)

অন্তরেতে শ্যামতনু, বাহিরে গৌরাঙ্গ জনু,
অদভূত চৈতন্যের লীলা।
রাই সঙ্গে খেলাইতে, **কুঞ্জরস বিলাইতে**
অনুরাগে **গৌরতনু** হৈলা ॥ (পদকল্পতরু ২২৫৯)

'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং'

সর্বলোকদৃষ্টাবকৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণম্—তাদৃশ **শ্যামসুন্দর**মেব সন্তমিত্যর্থঃ। (শ্রীক্রমসন্দর্ভঃ ১১।৫।৩২)

শ্রীব্রজমণ্ডলে পঞ্চক্রোশব্যাপী শ্রীযমুনাবেষ্টিত পুলিন ভূমি যে-রূপ বংশীবট ও গোপীশ্বরাদি চিহ্নিত হইয়া অদ্যাপি মহারাসস্থলী শ্রীবৃন্দাবন নামে পরিচয় দিতেছেন,

শ্রীগৌড়মণ্ডলে শ্রীসুবর্ণরেখা বেষ্টিত সুরম্য পুলিনভূমি তদ্রূপ গোকর্ণবট গোপীশ্বরাদি চিহ্নিত থাকিয়া অভিন্ন বৃন্দাবনীয় মহারাসস্থলীর সাক্ষ্য দিতেছে —শ্রীপাট গোপীবল্লভপুর।—তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।

"তার মধ্যে হেমপীঠ, অষ্টদলে বেষ্টিত
অষ্টদলে প্রধানা নায়িকা।
তার মধ্যে রত্নাসনে, বসি আছেন দুইজনে
শ্যামসঙ্গে সুন্দরী রাধিকা॥
"নরোত্তম দাস কয় নিত্যলীলা সুখময়
সদাই স্ফুরুক মোর মনে॥"

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ,
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়তি দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকাঃ
ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে॥ ভা ১০।৩১।১

বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবন-ত্রয়ম্॥ ভা ১০।৪৭।৬৩

কৃষ্ণ আদি আর যত স্থাবর জঙ্গমে।
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে॥
শুদ্ধপ্রেম-সুখসিন্ধু পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নয় তথাপি বাতুলে কয়
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥

জয় প্রভু শ্যামানন্দ শ্রীরসিকানন্দ।
শ্রীগোপীবল্লভপুরে শ্রীরাধাগোবিন্দ॥

শ্রীশ্রীরসিকানন্দপ্রভুর গুণলেশ বর্ণন সূচক পদ ভক্তিরত্নাকরে (১৫শ তরঙ্গ) এইরূপ দৃষ্ট হয়—

"জয় জয় রসিক সুরসিক মুরারি।
করুণাময় কলি- কলুষ বিভঞ্জন,
নিরমল গুণগণ জনমনোহারী ॥
প্রবল প্রতাপ পূজ্য পরমাদ্ভুত,
ভক্তি প্রকাশক সুখদ সুধীর।
ডগমগ প্রেম হেমসম উজ্জ্বল,
ঝলকত অতিশয় ললিত শরীর ॥
শ্যামানন্দ-চরণ চিত চিন্তন,
অনুখণ সংকীর্ত্তন রস পান।
যাকর সব রস গৌরচন্দ্র বিনু,
কি কহব স্বপনে না জানয়ে আন ॥
অপরূপ কীর্ত্তি লসত ত্রিজগত মধি,
কবিবর কাব্য বিদিত অনুপাম।
নিপট উদার চরিত চারু কছু,
সমুঝি না শকত পতিত ঘনশ্যাম ॥"

রসিকেন্দ্র-পদদ্বন্দ্বং বন্দে পরমমঙ্গলম্।
সর্ব্বমাধুর্য-সারাণামাধারং পরমোৎসবম্ ॥
বক্ত্রং চন্দ্রো বচনমমৃতং ভারতী কণ্ঠদেশে
শোভা লক্ষ্মীর্মধুরহসিতং সুন্দরং কুন্দপংক্তিঃ।
দন্তা মুক্তা দৃগলিযুগলং যস্য বাহূ মৃণালৌ
সোঽয়ং চিন্তামণিরিব নরৈঃ সেব্যতাং শ্রীমুরারিঃ ॥

—শ্রীরসিকমঙ্গল—১।১।৬,৭

কুঞ্জভঙ্গ

(নিশান্ত-লীলা)

তদুচিত শ্রীগৌরচন্দ্র

শুতিয়াছে গোরাচাঁদ শয়ন-মন্দিরে।
বিচিত্র পালঙ্ক-শেয অতি মনোহরে॥
আলসে অবশ অঙ্গ গোরা নটরায়॥
কি কহব অঙ্গ-শোভা কহনে না যায়॥
মেঘের বিজুরী কিবা ছানিয়া যতনে।
কত সুধা দিয়া বিধি কৈল নিরমাণে॥
অতি মনোহর শেয বিচিত্র বালিসে।
বাসুদেব ঘোষে হেরে মনের হরিষে॥

---

(২)

মালকোষ

উঠ উঠ গোরাচাঁদ নিশি পোহাইল।
নদীয়ার লোক সব জাগিয়া বৈঠল॥
ময়ূর-ময়ূরী রব কোকিলের ধ্বনি।
কত সুখে নিদ্রা যাও গৌর গুণমণি॥
অরুণ উদয় ভেল কমল প্রকাশ।
তেজল মধুকর কুমুদিনী পাশ॥
করযোড় করি কহে বাসুদেব ঘোষে।
কত নিদ্রা যাও প্রভু আলস-আবেশে॥

---

(৩)

যথা-রাগ

উঠিয়া গৌরাঙ্গ চাঁদ বসিলা আসনে।
সুবাসিত জলে কৈল মুখ প্রক্ষালনে॥
গা তোল হে অবধৌত ডাকে গোরা রায়।
অদ্বৈত উঠিয়া নিত্যানন্দেরে জাগায়॥
দক্ষিণে নিতাই চাঁদ বামে গদাধর।
সম্মুখেতে শোভা করে অদ্বৈত-সুন্দর॥
শ্রীবাসাদি আর যত প্রিয় ভক্তগণ।
আনন্দে হেরয়ে সবে ও চাঁদ বদন॥
নরহরি গদাধর সংহতি বিহরে।
বাসুদেব ঘোষে তাহা কি করিতে পারে॥

---

(৪)

ভৈরবী

মঙ্গল আরতি শ্রীগৌর কিশোর। মঙ্গল নিত্যানন্দ জোরহি জোর॥
মঙ্গল শ্রীঅদ্বৈত ভকতহিঁ সঙ্গে। মঙ্গল গাওত প্রেম তরঙ্গে॥
মঙ্গল বাজত খোল করতাল। মঙ্গল হরিদাস নাচত ভাল॥
মঙ্গল ধূপ-দীপ লইয়া স্বরূপ। মঙ্গল আরতি করে অপরূপ॥
মঙ্গল গদাধর হেরি পঁহু হাস। মঙ্গল গাওত দীন কৃষ্ণদাস॥

---

(৫)

বিভাস

নিশি-অবশেষে, জাগি সব সখীগণ, বৃন্দাদেবী মুখ চাই।
রতিরস-আলসে, শুতি রহু দুহুঁ জন তুরিতহিঁ দেহ জাগাই।
তুরি তহিঁ করহ পয়ান।
রাই জাগাই, লেহ নিজ মন্দিরে, নিকটহিঁ হোয়ত বিহান॥
শারি শুক পিক, সকল পক্ষিগণ, তুহুঁ সব দেহ জাগাই।
জটিলা আগমন, সবহুঁ মেলি ভাখহ, শুনইতে জাগব রাই॥
বৃন্দার বচনে, সকল পক্ষিগণ মধুর মধুর করু ভাষ।
মন্দির নিকটহিঁ, ঝারি লই ঠারই হেরত গোবিন্দ দাস॥

(৬)

শেষ রজনী, কুসুম শেযে, বৈঠি দুহুঁ সে জাগি।
অলসে অবশ, রহই রাই, শ্যাম উরস লাগি॥
সহজে চতুরা সব সখীগণ ঘেরল সময় জানি।
নিরখত দুঁহু বদন কমল দিবস সফল মানি॥
রতন প্রদীপ ঘৃত সমযুত অগোর ধূপ জালি।
সখীগণ মেলি আরতি করত ঘন দেই হুলা-হুলি॥
ললিতা লেই কাঞ্চন ঝারি, দেওত নীর ডারি।
মঞ্জরীগণ মঙ্গল গাওত, রাই কানু মুখ হেরি॥
মঙ্গল আরতি কুসুম বরিখে গোকুল সুকুমারী।
জয় জয় বৃষ ভানু কুমারী, জয় গিরিবরধারী॥
সহচরীগণ, হইল মগন, সরস রভস রঙ্গ।
নিরখত দোঁহার চরণ কমল গোবিন্দদাস ভৃঙ্গ॥

মঙ্গল আরতি

(৭)

মঙ্গল-আরতি যুগল কিশোর।
জয় জয় করতহিঁ সখীগণ ভোর॥
রতন-প্রদীপ করে টলমল থোর।
নিরখত মুখ-বিধু শ্যাম সুগোর॥
ললিতা বিশাখা সখি প্রেমেতে আগোর।
করত নিরমঞ্ছন দোঁহে দুহুঁ ভোর॥
বৃন্দাবন-কুঞ্জহিঁ ভুবন উজোর।
মূরতি মনোহর যুগল-কিশোর॥
গাওত শুক-পিক নাচত ময়ুর।
চাঁদ উপেখি মুখ নিরখে চকোর॥
বাজত বিবিধ যন্ত্র ঘন ঘোর।
শ্যামানন্দ আনন্দে বাজায় জয় তোর॥

প্রভাতী কীর্ত্তন

(৮)

স্মর রে নব, গৌরচন্দ্র, নাগর বনয়ারী।
নদীয়া-ইন্দু, করুণা-সিন্ধু, ভকতবৎসলকারী॥
বদনচন্দ্র অধর সুরঙ্গ নয়নে গলত প্রেম-তরঙ্গ
চন্দ্র কোটি, ভানু কোটি, মুখ-শোভা নিছয়ারী।
কুসুমে-শোভিত চাঁচর চিকুর ললাটে তিলক নাসিকা উজোর
দশন মোতিম, অমিয় হাস, দামিনী ঘনয়ারী॥
মকর কুণ্ডলে ঝলকে গণ্ড মণি-কৌস্তুভ-দীপ্ত কণ্ঠ
অরুণ বসন, করুণ বচন, শোভা অতি ভারি।

মাল্য-চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ লাজে লজ্জিত কোটি অনঙ্গ
চন্দন বলয়া, রতন নুপূর, যজ্ঞসূত্রধারী ॥
ছত্র ধরত ধরণী-ধরেন্দ্র গাওত যশ ভকতবৃন্দ
কমলা-সেবিত, পাদপদ্ম, বলি যাঙ বলিহারী।
কহত দীন-কৃষ্ণদাস গৌর-চরণে করত আশ
পতিত-পাবন, নিতাই চাঁদ প্রেম-দানকারী ॥

---

(৯)

দেবাদিদেব গৌরচন্দ্র গৌরী-দাস মন্দিরে।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গৌর অম্বিকাতে বিহরে ॥
চারু অরুণ গুঞ্জাহার হৃদ-কমলে যে ধরে।
বিরিঞ্চি-সেব্য পাদপদ্ম লক্ষ্মী-সেব্য সাদরে ॥
তপ্ত-হেম-অঙ্গকান্তি প্রাতঃ-অরুণ-অম্বরে।
রাধিকা অনুরাগ প্রেম-ভক্তি বাঞ্ছা যে করে ॥
শচীসুত গৌরচন্দ্র আনন্দিত অন্তরে।
পাষণ্ড-খণ্ড নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গে বিহরে ॥
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র গৌরী-দাস মন্দিরে।
গৌরীদাস করত আশ সর্ব্ব জীব উদ্ধারে ॥

ভৈরব

জয় রাধে শ্রী রাধে জয় জয় রাধে গোবিন্দ রাধে।
ঠাকুর হামারি নন্দকি লালা ঠাকুরাণী শ্রীমতী রাধে॥
এক পালংমে দুহুঁ জন বৈঠে দুহুঁ মুখ সুন্দর সাজে।
রাতুল চরণে মণিময় নূপুর রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু বাজে॥
শ্যাম-গলে বন মালা বিরাজে রাই-গলে গজ মোতি সাজে।
শ্যাম-শিরে ময়ুর পুচ্ছ বিরাজে রাই শিরে সীঁথি সাজে॥
শ্যাম পরেছে পীত বাস রাই নীলাম্বরী সাজে।
ভুবনমোহন সনে ভুবনমোহিনী একাসনে বিরাজে॥
শ্রী বৃন্দাবনমে কুসুম-কাননে ভ্রমরা হরিগুণ গাওয়ে।
শ্রী বৃন্দাবনমে নিকট যমুনা মুরলী তান শুনাওয়ে॥
সুচারু বয়ানে বঙ্কিম নয়ানে টের টের চাহনি সাজে।
চাঁচর চিকুর ময়ুরক কণ্ঠিত কুঞ্চিত কেশ বিরাজে॥
শারীশুক পিক গান করে তমালেরই ডালে।
তপন তনয়া মোহন মুরলী শুনি উজান বহি চলে॥
ময়ুর-ময়ূরী নাচে কোকিলের ধ্বনি।
দাস মনোহর করত নিবেদন দয়া কর শ্রী রাধে॥

মধ্যাহ্নকালীন ভোগ-আরতি

(১)

(শ্রীশ্রীঅদ্বৈত গৃহে ভোজন)

ভজ পতিত—উদ্ধারণ শ্রীগৌরহরি।
শ্রীগৌরহরি নবদ্বীপ-বিহারী।
দীন দয়াময় হিতকারী ॥ ধ্রু ॥
এস এস মহাপ্রভু করি নিবেদন।
শান্তিপুরে মোর গৃহে কর আগমন ॥
প্রভু ল'য়ে সীতানাথ করিলেন গমন।
আনন্দেতে হুলু দিচ্ছে যত নারীগণ ॥
অদ্বৈত গৃহিনী আর শান্তিপুর-নারী।
হুলু হুলু রব দেয় গোরা-মুখ হেরি ॥
বসিতে আসন দিলা রত্ন-সিংহাসন।
সুশীতল জলে কৈলা পাদ প্রক্ষালন ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু কর অবধান।
ভোগ-মন্দিরে প্রভু করহ পয়ান ॥
বাম দিকে গদাধর দক্ষিণে নিতাই।
মধ্যাসনে বসিলেন চৈতন্য গোঁসাই ॥
চৌষট্টি মহান্ত আর দ্বাদশ গোপাল।
ছয় চক্রবর্তী আর অষ্ট কবিরাজ ॥
শাক শুকুতা ভাজি দিয়ে সারি সারি।
ভোগের উপরি দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥
গঙ্গা জল তুলসী দিয়া কৈলা নিবেদন।
আনন্দে ভোজন করেন শ্রীশচীনন্দন ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা নানা উপহার।
আনন্দে ভোজন করেন শচীর কুমার ॥

মালপোয়া সর ভাজা আর লুচি-পুরী।
আনন্দে ভোজন করেন নদীয়া-বিহারী॥
না জানিয়ে পরিপাটি না জানি রন্ধন।
শুকা রুখা এক মুঠী করহ ভোজন॥
ভোজনের সবিশেষ কহিতে না পারি।
সুবর্ণ-ভৃঙ্গারে দিল সুবাসিত বারি॥
ভোজন সারিয়া প্রভু কৈলা আচমন।
সুবর্ণ-খড়িকায় কৈলা দন্তেরি-শোধন॥
আচমন করিয়া প্রভু বসিলেন সিংহাসনে।
কর্পূর তাম্বূল যোগায় প্রিয় ভক্তগণে॥
তাম্বূল খাইয়া প্রভুর পালঙ্কে শয়ন।
গোবিন্দ দাস করে পাদ সম্বাহন॥
ফুলের চৌয়ারি ঘর ফুলের কেয়ারী।
ফুলের রত্ন-সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি॥
ফুলের পাপড়ি প্রভুর উড়ে পড়ে গায়।
তার মধ্যে মহাপ্রভু সুখে নিদ্রা যায়॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস।
নরোত্তম দাস মাগে সেবা অভিলাষ॥

———

সন্ধ্যা আরতি কীর্ত্তন

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের সন্ধ্যা-আরতি

গৌরী

ভালি গোরাচাঁদের আরতি বনি।
বাজে সঙ্কীর্ত্তনে মধুর সে ধ্বনি ॥
শঙ্খ বাজে ঘণ্টা বাজে বাজে করতাল।
মধুর মৃদঙ্গ বাজে শুনিতে রসাল ॥
বিবিধ কুসুমে দোলে গলে বনমালা।
কত কোটি চন্দ্র জিনি বদন উজালা ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁকো যোড় করে।
সহস্র বদনে ফণী শিরে ছত্র ধরে ॥
শিব শুক নারদ ব্যাস বিসারে।
নাহি পরাৎপর ভাব বিভোরে ॥
শ্রীনিবাস হরিদাস পঞ্চম গাওয়ে।
নরহরি গদাধর চামর ঢুলাওয়ে ॥
বীরবল্লভ দাস শ্রীগৌরচরণে আশ।
জগ ভরি রহল মহিমা প্রকাশ ॥

শ্রীশ্রীরাধারাণীর সন্ধ্যা আরতি

ইমন্ কল্যাণী

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাও বলিহারী ॥
পাট পটাম্বর ওড়ে নীল শাড়ী।
সিঁথিপর সিন্দুর হরি মনোহারী ॥

বেশ বনায়ল প্রিয় সহচরী।
রতন সিংহাসনে বৈঠল গৌরী।।
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গ-জ্যোতি।।
চৌদিকে সখীগণ দেই করতালি।
আরতি করতহিঁ ললিতা পিয়ারী।।
নব নব ব্রজ-বধূ মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ চামর ঢুলাওয়ে।।
রাধা পদ-পঙ্কজ ভকতহিঁ আশা।
দাস মনোহর করত ভরসা।।

শ্রীশ্রীমদন গোপালদেবের সন্ধ্যা-আরতি

গৌরী

হরত সকল সন্তাপ জনমকো
মিটিত তলপ যম কালকি॥
আরতি কিয়ে জয় শ্রীমদনগোপালকি॥
গো-ঘৃত রচিত কর্পূরক বাতি
ঝলকত কাঞ্চন থালকি।
চন্দ্র কোটি কোটি ভানু কোটি ছবি
মুখ শোভা নন্দদুলালকি॥
চরণ-কমল 'পর নূপুর রাজে
উরে দোলে বৈজয়ন্তী-মালকি।
ময়ুর মুকুট পীতাম্বর শোভে
বাজত বেণু রসালকি॥
সুন্দর লোল কপোলনী কিয়ে ছবি
নিরখত মদন গোপালকি।

সু-রমণীগণ করতহিঁ আরতি
সুর-নর-মুনিগণ হেরতহি আরতি
ভকত-বৎসল প্রতিপালকি ॥
বাজে ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ ঝাঁঝরি
অঞ্জলি কুসুম গুলালকি।
হুঁ হুঁ বলি বলি রঘুনাথ দাস গোস্বামী
মোহন গোকুল – লালকি ॥
আরতি কিয়ে জয় শ্রী মদনগোপালকি।
মদন-গোপাল জয় জয় যশোদা-দুলাল ॥
যশোদা-দুলাল জয় জয় নন্দ-দুলাল।
নন্দ-দুলাল জয় জয় গিরিধারীলাল ॥
গিরিধারীলাল জয় জয় রাধারমণ লাল।
রাধারমণলাল জয় জয় রাধাবিনোদ লাল ॥
রাধাবিনোদলাল জয় জয় রাধাদামোদর লাল ॥
রাধাদামোদরলাল জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দরলাল।
শ্যামসুন্দরলাল জয় জয় রাধাকান্তলাল ॥
রাধাকান্ত লাল জয় জয় গোবিন্দ গোপাল ॥
গোবিন্দগোপাল জয় জয় গৌর-গোপাল ॥
গৌরগোপাল জয় জয় কিশোর গোপাল।
কিশোর গোপাল জয় জয় শচীর দুলাল।
শচীর দুলাল জয় জয় নিতাই দয়াল ॥
নিতাই দয়াল জয় জয় অদ্বৈত দয়াল।
ভজ সীতা অদ্বৈত দয়াল।
আরতি কিয়ে জয় শ্রী মদনগোপাল ॥

শ্রীশ্রীতুলসীদেবীর সন্ধ্যা আরতি

নমো নমঃ তুলসী মহারাণী।
বৃন্দেজী মহারাণী নমো নমঃ॥
নমো রে নমো রে মাইয়া নমো নারায়ণী
প্রেমভক্তি প্রদায়িনী নমো নমঃ॥

যাঁকো দরশে পরশে অঘ নাশই
মহিমা বেদ পুরাণে বাখানি।
যাঁকো পত্র মঞ্জরী কোমল
শ্রীপতি-চরণ-কমলে লপটানি॥
(রাধা-পতি-চরণ-কমলে লপটানি)

ধন্য তুলসী পূরণ তপ কিয়ে
শালগ্রামকি মহাপাটরাণী।
ধূপ দীপ নৈবেদ্য আরতি
ফুলেলা কিয়ে বরখা বরখানি॥

ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশ ব্যঞ্জন
বিনা তুলসী প্রভু একই না মানি।
শিব সনকাদি আউর ব্রহ্মাদিক
ঢুরত ফিরত মহামুনি জ্ঞানী।
তব মহিমা ন জানি নমো নমঃ॥

চন্দ্রা সখী মেইয়া তেরা যশ গাওয়ে
ভকতি দান দিজীয়ে মহারাণী॥

(শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দে ; আর কিছু চাই না হে ;
ওগো বৃন্দে-মহারাণি ; যুগল-চরণ বিনা ; রাধাগোবিন্দ-
যুগল চরণ বিনা আর কিছু চাই না (১ ।)

গুর্জ্জরী

নমো নমঃ তুলসী কৃষ্ণ-প্রেয়সী।
রাধাকৃষ্ণ-সেবা পাব এই অভিলাষী॥
যে তোমার শরণ লয় তার বাঞ্ছা পূরণ হয়
কৃপা করি কর তারে বৃন্দাবন-বাসী।
এই নিবেদন ধর সখীর অনুগা কর
সেবা অধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী॥
মোর মনে এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জে দিও বাস
নয়নে হেরিব সদা যুগল-রূপরাশি।
দীন কৃষ্ণদাসে কয় এই যেন মোর হয়
শ্রীরাধাগোবিন্দ সেবানন্দে সদা ভাসি॥

শ্রীগুরু বন্দনা

জয় জয় শ্রীগুরু প্রেম কলপতরু
অদভূত যাঁহাক প্রকাশ।
হিয়া অগেয়ান তিমির, বরজ্ঞান
সুচন্দ্র কিরণে করু নাশ॥
ইহ লোচন আনন্দ ধাম।
দুরমতি অগতি অসৎ মতি যো জন
নাহি সুকৃতি লব-লেশ।
শ্রীবৃন্দাবন যুগল ভজন ধন
তাহি করল উপদেশ॥
নিরমল গোউর প্রেমরস সিঞ্চনে
পূরল সবু মন আশ।
সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল
রোয়ত বৈষ্ণব দাস॥

পঞ্চতত্ত্বের ভজন

ইমন কল্যাণী

শ্রীমন্নবদ্বীপ-কিশোরচন্দ্র হা নাথ বিশ্বম্ভর নাগরেন্দ্র।
হা শ্রী শচীনন্দন চিত্তচৌর প্রসীদ হে বিষ্ণুপ্রিয়েশ গৌর ॥

শ্রীমন্নিত্যানন্দ অবধূতচন্দ্র হা নাথ হাড়াই-পণ্ডিত পুত্র।
শ্রী জাহ্নবাপ্রাণ দয়ার্দ্র-চিত্ত পদ্মাবতী-সুত ময়ি প্রসীদ ॥

সীতাপতি শ্রী অদ্বৈতচন্দ্র হা নাথ শান্তিপুর-লোক বন্দ্য।
শ্রী গৌরাঙ্গ-প্রেম দয়ার্দ্র-চিত্ত শ্রী অচ্যুত-তাত ময়ি প্রসীদ ॥

রত্নাবতী-নন্দন প্রেম পাত্র হা নাথ মাধবাচার্য্যস্য পুত্র।
শ্রী গৌরাঙ্গ-প্রেম রস-বিলাস হা গদাধর কুরু ত্বদঙ্ঘ্রি-দাস ॥

শ্রীমন্নামাদি-লীলার্দ্র-চিত্ত শ্রী অদ্বৈত-প্রেম-করুণৈক-পাত্র।
হা শ্রী গৌরাঙ্গ-ভক্তাগ্রগণ্য শ্রীবাস পণ্ডিত ভব মে প্রসন্ন ॥

শ্রীকৃষ্ণগোপাল হরে মুকুন্দ গোবিন্দ হে নন্দকিশোর কৃষ্ণ।
হা শ্রীযশোদা-তনয় প্রসীদ শ্রীবল্লবী-জীবন রাধিকেশ ॥

শ্রী রাধা কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজেশ্বরী গান্ধর্ব্বিকা শ্রী বৃষভানু-কুমারী।
হা শ্রী কীর্ত্তিদা-তনয়া প্রসীদ রাসেশ্বরী গৌরী বিশাখা-আলী ॥

অধিবাস কীর্ত্তন

জয়রে জয়রে গোরা শ্রীশচীনন্দন
মঙ্গল নটন সুঠাম।
কীর্ত্তন আনন্দ শ্রীবাস রামানন্দ
মুকুন্দ বাসু গুণ গান ॥

বাজে দ্রাং দ্রাং দৃমিকি দ্রিমি দ্রিমি মাদল
বাজত মধুর মঞ্জীর রসাল।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টা রব ভাল
মিলন পদতলে তাল॥
কেহ দেই গোরা অঙ্গে সুগন্ধি চন্দন
কেহ দেই মালতীর মাল।
পিরিতীর ফুল শরে মরম ভেদল
ভাব সহচর ভাব॥
কেহ বলে গোরা জানকীবল্লভ
রাধার প্রিয় পাঁচবাণ।
নয়নানন্দের মনে আন নাহি জানে
আমারি গদাধরের প্রাণ॥

জয়দেবী

গুর্জ্জরী

শ্রিত-কমলা-কুচমণ্ডল ধৃত-কুণ্ডল কলিত-ললিত-বনমাল।
জয় জয় দেব হরে॥ ধ্রু॥
(জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপালা—
জয় যশোদা-দুলালা, ভজ ভজ নন্দলালা।
যার গলে বনমালা, যার বামে হেলা চূড়া।
জয় জয় দেব হরে।)
দিনমণি-মণ্ডল-মণ্ডন ভব-খণ্ডন মুনিজন-মানস-হংস।
(জয় জয় দেব হরে।)

কালিয়-বিষধর-গঞ্জন জন-রঞ্জন যদুকুল-নলিন-দিনেশ।
(জয় জয় দেব হরে।)
মধু-মুর-নরক বিনাশন গরুড়াসন সুরকুল-কেলি-নিদান।
(জয় জয় দেব হরে।)
অমল-কমল-দল-লোচন ভব-মোচন ত্রিভুবন-ভবন-নিধান॥
(জয় জয় দেব হরে।)
জনক-সুতা-কৃত-ভূষণ জিত-দূষণ সমর-শমিত-দশকণ্ঠ॥
(জয় জয় দেব হরে।)
অভিনব-জলধর-সুন্দর ধৃত-মন্দর শ্রী-মুখ-চন্দ্র-চকোর।
(জয় জয় দেব হরে।)
তব চরণে প্রণতা বয়মিতি ভাবয় কুরু কুশলং প্রণতেষু।
(জয় জয় দেব হরে।)
শ্রীজয়দেব-কবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বল-গীতি।
(জয় জয় দেব হরে।)

নাম মালা

জয় জয় রাধামাধব রাধা-মাধব রাধে
জয়দেবের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা-মদনগোপাল রাধা-মদনগোপাল রাধে
সীতানাথের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধা শ্যামসুন্দর রাধে
শ্রীনিত্যানন্দের প্রাণধন হে॥
জয় জয় রাধা গোপীনাথ রাধা গোপীনাথ রাধে
গদাধর পণ্ডিতের প্রাণধন হে॥

জয় জয় রাধা-গোবিন্দ রাধা-গোবিন্দ রাধে
রূপ-গোস্বামীর প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা-মদনমোহন রাধা-মদনমোহন রাধে
সনাতনের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা-গোপীনাথ রাধা-গোপীনাথ রাধে
মধু পণ্ডিতের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা-দামোদর রাধা দামোদর রাধে
শ্রীজীব গোস্বামীর প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধারমণ রাধারমন রাধে
গোপাল ভট্টের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধাবিনোদ রাধাবিনোদ রাধে
লোকনাথের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা-গিরিধারী রাধা-গিরিধারী রাধে
দাস গোস্বামীর প্রাণধন হে ॥
জয় জয় ব্রজমোহন রাধা ব্রজমোহন রাধে
নরোত্তমের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা শ্যামসুন্দর রাধা-শ্যামসুন্দর রাধে
শ্যামানন্দের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা রসিকবিহারী রাধা রসিকবিহারী রাধে
রসিকানন্দের প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা-বঙ্কবিহারী রাধা-বঙ্কবিহারী রাধে
হরিদাস স্বামীর প্রাণধন হে ॥
জয় জয় রাধা রাধাকান্ত রাধা রাধাকান্ত রাধে
বক্রেশ্বরের প্রাণধন হে ॥

(সন্ধ্যা-আরতির পদগুলি শ্রী পঞ্চমীর দিন হইতে দোল-পূর্ণিমা পর্যান্ত বসন্ত রাগে কীর্ত্তন করিতে হয় ।)

মিলন

রাধে কনক মুকুর কাঁতি।
শ্যাম বিলাসের সুন্দর তনু (রাই) সাজিছে কতেক ভাঁতি ॥
নীল-বসন রতনে ভূষণ জলদে দামিনী সাজে।
চাঁচর কেশের বিচিত্র বেনী (রাইয়ের) দুলিছে পিঠের মাঝে ॥
মদন মুগধ সিথায়ে সিন্দূর সুগন্ধি চন্দন রেখা।
নবজলধর অরুণকোলে নবীন চাঁদের দেখা ॥
সখীসমাজে অতি বিরাজে কল্পতরুর মূলে।
শ্যামানন্দ হেরে আনন্দমন্দিরে পরাণ বধুর কোলে ॥

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জিউর রূপ

ওগো মরম সই আমার কানু'সে বিনোদ রায়।
বিনোদ চূড়ায় বিনোদ বরিহা উড়িছে বিনোদ বায় ॥
বিনোদ কপালে বিনোদ চন্দন বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ অধরে বিনোদ মুরলি বিনোদ বিনোদ বাজে ॥
বিনোদ গলায় বিনোদ মালা বিনোদ বিনোদ দোলে।
কত বিনোদিনী বিনোদ গাঁথনি গাঁথিছে বিনোদ ফুলে ॥
বিনোদ কটিতে বিনোদ ধটি বিনোদ বিনোদ সাজে।
বিনোদ চরণে বিনোদ নূপুর বিনোদ বিনোদ বাজে ॥
বলেন শ্যামানন্দ বিনোদ গোবিন্দ বিনোদ কদম্ব মূলে।
কত বিনোদিনী বিনোদ হেরিয়া কলসী ভাসাল জলে ॥

ভজন

। গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ জয় অদ্বৈতচন্দ্র। জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রভু শ্যামানন্দ ॥
রূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ। শ্রীমণি মঞ্জরী আর চম্পক কনক ॥
। আচার্য্য শ্রীনিবাস ঠাকুর নরোত্তম। জয় প্রভু শ্যামানন্দ পতিত পাবন ॥
গুরু শ্যামানন্দ রসিকমুরারী। জয় রাধাশ্যাম জয় কনক মঞ্জরী ॥

শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ—শ্রীগোবর্ধন মানসী গঙ্গা।

শ্রীহরিবাসরে হরি কীর্তন বিধান।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ॥
ভাগ্যবন্ত শ্রীবাস অঙ্গনে শুভারম্ভ।
উঠিল মঙ্গল ধ্বনি গোপাল গোবিন্দ॥
চতুর্দ্দিকে শ্রীহরি মঙ্গল সংকীর্তন।
মধ্যে নাচে জগন্নাথ মিশ্রের নন্দন॥
সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন মালা।
সবেই গায়েন কৃষ্ণ হইয়া বিভোলা॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে পঞ্চ করতাল।
হরি সংকীর্তন সঙ্গে হইলা মিশাল॥
ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি উঠিল আকাশ।
জগতের অমঙ্গল সব গেল নাশ॥
যাঁর নামানন্দে শিব বসন না জানে।
সে প্রভু আপনি নাচে হরিসংকীর্তনে॥
যাঁর নামে বাল্মীকি হৈল তপোধন।
যাঁর নামে অজামিল পাইল মোচন॥
যাঁর নাম লই শুক নারদ বেড়ায়।
সহস্র-বদন প্রভু যাঁর গুণ গায়॥
সর্ব মহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম।
সে প্রভু নাচয়ে দেখে যত ভাগ্যবান্॥
রামকৃষ্ণ গোবিন্দ মুকুন্দ বনমালী।
অহর্নিশি গায় সবে হয়ে কুতুহলী॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ যান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান॥

শ্রীহরিনাম সংকীর্তন

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ॥
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।
গিরিধারী গোপীনাথ মদনমোহন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত সীতা।
শ্রীহরি গুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥
এই ছয় গোসাঞি যাঁর মুই তাঁর দাস।
তাঁ সবার পদরেণু মোর পঞ্চ গ্রাস॥
তাঁদের চরণ সেবি ভক্ত সনে বাস।
জনমে জনমে হয় এই অভিলাষ॥
এই ছয় গোসাঞি যবে ব্রজে কৈলা বাস।
রাধাকৃষ্ণ নিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
গৌরগোবিন্দ সেবা হইল প্রকাশ॥
আনন্দে বল হরি ভজ বৃন্দাবন।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে মজাইয়া মন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
নাম সংকীর্তন কহে নরোত্তম দাস॥
জয় গৌরহরি বোল, গৌরহরি বোল, গৌরহরি বোল।

প্রেমধ্বনি

পাঠের পূর্বে সংকীর্তন

জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ।
নিতাই গৌরাঙ্গ, নিতাই গৌরাঙ্গ
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত গৌরাঙ্গ ॥
জয় জয় যশোদানন্দন শচীসুত গৌরচন্দ্র।
জয় জয় রোহিনীনন্দন বলরাম নিত্যানন্দ ॥
জয় জয় মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র।
জয় জয় গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় স্বরূপ রূপ সনাতন রায় রামানন্দ।
জয় জয় খণ্ডবাসী নরহরি মুরারি মুকুন্দ ॥
জয় জয় পঞ্চ পুত্র সঙ্গে ভজে রায় ভবানন্দ।
জয় জয় তিন পুত্র সঙ্গে নাচে সেন শিবানন্দ ॥
জয় জয় কাশীশ্বর বক্রেশ্বর বসু রামানন্দ।
জয় জয় ছোট বড় হরিদাস দাস গোবিন্দ ॥
জয় জয় কাশীবাসী তপন মিশ্র জয় প্রকাশানন্দ।
জয় জয় কানাই খুটিয়া শিখি মাহিতি গোপীনাথাচার্য্য।
জয় জয় বাসুদেব সার্বভৌম জয় প্রতাপরুদ্র।
জয় জয় ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ জয় শ্যামানন্দ।
জয় জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম জয় রসিকানন্দ ॥
জয় জয় দ্বাদশ গোপাল নাচে চৌষট্টি মহান্ত ॥
জয় জয় ছয় চক্রবর্তী অষ্ট কবিরাজ চন্দ্র ॥
তোমরা সবে মিলি কর দয়া আমি অতি মন্দ।
আমায় কৃপা করি দেহ গৌর চরণারবিন্দ ॥
যেন আকুল প্রাণে গাইতে পারি হা নিতাই গৌরাঙ্গ ॥
নিশি দিশি হিয়ায় জাগাও শ্রীগুরু-গোবিন্দ ॥

বাইশ

পাঠের অন্তে সংকীর্তন

জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ।
রাধে গোবিন্দ রাধে গোবিন্দ
জয় জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ॥
জয় জয় শ্যামসুন্দর মদনমোহন বৃন্দাবনচন্দ্র।
জয় জয় রাধারমণ রাসবিহারী শ্রীগোকুলানন্দ॥
জয় জয় রাধাকান্ত রাধাবিনোদ শ্রীরাধাগোবিন্দ॥
জয় জয় রাসেশ্বরী বিনোদিনী ভানুকুল চন্দ্র।
পৌর্ণমাসী কুন্দলতা জয় বীরা বৃন্দা।
ললিতা বিশাখা আদি যত সখীবৃন্দ॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী আদি মঞ্জরী অনঙ্গ
তোমরা সবে মিলি কর দয়া আমি অতি মন্দ।
কৃপা করি দেহ যুগল চরণারবৃন্দ॥

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

নিতাই গৌর হরি বোল গৌর হরি বোল
গৌর হরি বোল গৌর হরি বোল॥ মাতান॥

শ্রীগুরুদেবাষ্টকম্

শ্রীশ্রীগুরুদেবায় নমঃ

১। সংসার-দাবানল-লীঢ়লোক,-ত্রাণায় কারুণ্য-ঘনাঘনত্বম্।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ-গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

২। মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত,-বাদিত্রমাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

৩। শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা,-শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

অনুবাদ

১। সংসাররূপ দাবানলে ত্রিতাপদগ্ধ লোক সমূহের পরিত্রাণের নিমিত্ত যিনি শ্রীনবঘনশ্যামের বিগলিত করুণাধারার স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা কৃপাবারি বর্ষণোন্মুখ, সেই কল্যাণগুণ-বারিধি শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমল বন্দনা করি।

২। মহাপ্রভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের সংকীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদ্যাদিরূপ চন্দ্রিকা স্পর্শে যাঁহার চিত্ত অনুক্ষণ উদ্বেলিত এবং প্রীতিরসের উদয় হেতু যাঁহার হৃদয়-সমুদ্র অশ্রু-কম্প-পুলকাদি ভাব-তরঙ্গযুক্ত সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

৩। শ্রীবিগ্রহের আরাধনা, প্রত্যহ নানাবিধ বেশ রচনা ও শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি সেবায় যিনি স্বয়ং নিরত থাকেন এবং ভক্তবৃন্দকেও নিযুক্ত করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণারবিন্দকে বন্দনা করি।

৪। চতুর্বিধ-শ্রীভগবৎ-প্রসাদ,
স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্ত-সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈব তৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

৫। শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার,-
মাধুর্য্যলীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাম্।
প্রতিক্ষণ-স্বাদনলোলুপস্য-
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

৬। নিকুঞ্জ-যূনো রতিকেলি-সিদ্ধ্যৈ,
যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষণীয়া।
তত্রাতি-দাক্ষ্যাদতিবল্লভস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্॥

৪। চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়—এই চতুর্বিধ সুমধুর শ্রীভগবৎ-প্রসাদান্ন দ্বারা শ্রীহরির ভক্তবৃন্দকে পরিতৃপ্ত করাইয়াই যিনি স্বয়ং সর্ব্বদা তৃপ্তি অনুভব করেন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণপদ্ম বন্দনা করি।

৫। শ্রীশ্রীরাধামাধব যুগলের অপার মাধুর্য্যময় শ্রীনাম-রূপ-গুণ ও লীলা সমূহের নিরন্তর আস্বাদনে যিনি লালসাযুক্ত, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণ-কমল বন্দনা করি।

৬। নিকুঞ্জবিহারী ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বের প্রেমবিলাস সিদ্ধির জন্য সখীগণ কর্ত্তৃক যে সকল কৌশল অবলম্বনীয় হয়, তাহাতে অতিশয় দক্ষতা প্রযুক্ত যিনি তাঁহাদের অত্যন্ত প্রিয়, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম বন্দনা করি।

৭। সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈ,-
রুক্তস্তথা ভাব্যতে এব সদ্ভিঃ ॥
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

৮। যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো, যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥

৯। শ্রীমদ্‌গুরোরষ্টকমেতদুচ্চৈঃ
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে পঠতি প্রযত্নাৎ।
যস্তেন বৃন্দাবন-নাথ-সাক্ষাৎ-
সেবৈব লভ্যা জনুষোঽন্ত এব ॥

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত শ্রীগুরুদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

৭। সাক্ষাৎ শ্রীহরিরূপে সমস্ত শাস্ত্র কর্ত্তৃক বর্ণিত এবং সজ্জনগণ কর্ত্তৃক সেই ভাবে ধ্যেয়; পরন্তু যিনি স্বরূপতঃ শ্রীহরির প্রিয়তমরূপেই তদভিন্ন, সেই শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণকমল বন্দনা করি।

৮। যাঁহার প্রসন্নতা হইতেই শ্রীভগবানের প্রসন্নতা, যাঁহার অপ্রসন্নতা ঘটিলে কোথাও সদ্‌গতি লাভ হয় না, সেই শ্রীগুরুদেবের যশোরাশির ত্রিসন্ধ্যা ধ্যান ও স্তুতি করিতে করিতে তদীয় শ্রীচরণারবিন্দকে বন্দনা করি।

৯। শ্রীল গুরুদেবের এই অষ্টক উচ্চৈস্বরে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যিনি যত্নসহকারে পাঠ করেন, তাঁহার দেহাবসানে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সাক্ষাৎ সেবাই লভ্য হয়।

শ্রীশ্রীশচীতনয়াষ্টকম্

শ্রীশ্রীশচীতনয়ায় নমঃ

উজ্জ্বল বরণ গৌরবর দেহং, বিলসিত নিরবধি-ভাব বিদেহম্।
ত্রিভুবন পাবনং কৃপায়া লেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ১

গদগদ অন্তর ভাব বিকারং, দুর্জন তর্জন নাদ বিলাসম্।
ভবভয় ভঞ্জন কারণ করুণং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ২

অরুণাম্বর ধর চারু কপোলং, ইন্দু বিনিন্দিত নখচয় রুচিরম্।
জল্পিত নিজ গুণনাম বিনোদং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৩

বিগলিত নয়ন কমল জলধারং, ভূষণ নবরস ভাব বিকারম্।
গতি অতি মন্থর নৃত্য বিলাসং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৪

চঞ্চল চারু চরণ গতি রুচির মঞ্জীর রঞ্জিত পদযুগ মধুরম্।
চন্দ্র বিনিন্দিত শীতল বদনং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৫

ধৃত কটি ডোর কমণ্ডলু দণ্ডং, দিব্য কলেবর মণ্ডিত মণ্ডম্।
দুর্জন কল্মষ খণ্ডন দণ্ডং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥ ৬

ভূষণ ভূরজ অলকা বলিতং, কম্পিত বিম্বাধর বর রুচিরম্।
মলয়জ বিরচিত উজ্জ্বল তিলকং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥৭

নিন্দিত অরুণ কমল দল লোচনং, আজানুলম্বিত শ্রীভুজযুগলম্।
কলেবর কৈশোর নর্তক বেশং, তং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্॥৮

ইতি শ্রীশচীতনয়াষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীব্রজরাজ-সুতাষ্টকম্

শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতায় নমঃ

(তোটক)

নব-নীরদ-নিন্দিত কান্তিধরং, রসসাগর নাগর ভূপবরম্ ।
শুভ বঙ্কিম চারু শিখণ্ড শিখং, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥

ভ্রূবিশঙ্কিত-বঙ্কিম-শক্রধনুং, মুখচন্দ্র-বিনিন্দিত-কোটিবিধুম্ ।
মৃদুমন্দ-সুহাস্য-সুভাষ্য-যুতং, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥ ২

সুবিকম্পদনঙ্গ-সদঙ্গ ধরং, ব্রজবাসি মনোহর বেশকরম্ ।
ভৃশ লাঞ্ছিত নীল সরোজ দৃশং, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥

অলকাবলি মণ্ডিত ভালতটং, শ্রুতি দোলিত মাকর কুণ্ডলম্ ।
কটি বেষ্টিত পীতপটং সুঘটং, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥ ৪

কলনূপুর রাজিত চারু পদং, মণি রঞ্জিত গঞ্জিত ভৃঙ্গমদম্ ।
ধ্বজ বজ্র ঝষাঙ্কিত পাদযুগং, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥ ৫

ভৃশ চন্দন চর্চিত চারুতনুং, মণি কৌস্তুভ গর্হিত ভানুতনুম্ ।
ব্রজ বাল শিরোমণি রূপ ধৃতং, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ।

সুরবৃন্দ সুবন্দ্য মুকুন্দ হরিং, সুরনাথ শিরোমণি সর্বগুরুম্ ।
গিরিধারি মুরারি পুরারি পরং, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥

বৃষভানুসুতা বর কেলি পরং, রসরাজ শিরোমণি বেশধরম্ ।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং, ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতম্ ॥ ৮

ইতি শ্রীশ্রীব্রজরাজসুতাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

শ্রীশ্রীদামোদরাষ্টকম্

(কার্ত্তিকব্রতে নিত্যপাঠ্য)

১। নমামীশ্বরং সচ্চিদানন্দরূপং
লসৎ-কুণ্ডলং গোকুলে ভ্রাজমানম্।
যশোদা-ভিয়োলূখলাদ্ ধাবমানং
পরামৃষ্টমত্যন্ততো দ্রুত্য গোপ্যা॥

২। রুদন্তং মুহুর্নেত্র-যুগ্মং মৃজন্তং
করাম্ভোজ-যুগ্মেন সাতঙ্কনেত্রম্।
মুহুঃশ্বাস-কম্প-ত্রিরেখাঙ্ক কণ্ঠ-
স্থিত-গ্রৈব-দামোদরং ভক্তিবদ্ধম্॥

৩। ইতীদৃক্ স্বলীলাভিরানন্দকুণ্ডে
স্বঘোষং নিমজ্জন্তমাখ্যাপয়ন্তম্।
তদীয়েশিতজ্ঞেষু ভক্তৈর্জিতত্বং
পুনঃ প্রেমতস্ত্বং শতাবৃত্তি বন্দে॥

৪। বরং দেব! মোক্ষং ন মোক্ষাবধিং বা
ন চান্যং বৃণেঽহং বরেশাদপীহ।
ইদন্তে বপুর্নাথ! গোপালবালং
সদা মে মনস্যাবিরাস্তাং কিমন্যৈঃ॥

৫। ইদন্তে মুখাম্ভোজ মত্যন্তনীলৈ-
বৃতং কুন্তলৈঃ স্নিগ্ধ-রক্তৈশ্চ গোপ্যা।
মুহুশ্চুম্বিতং বিম্বরক্তাধরং মে
মনস্যাবিরাস্তামলং লক্ষলাভৈঃ॥

৬। নমো দেব দামোদরানন্ত বিষ্ণো!
প্রসীদ প্রভো দুঃখজালাব্ধি-মগ্নম্।
কৃপাদৃষ্টি-বৃষ্ট্যাতি-দীনং বতানু-
গৃহাণেশ মামজ্ঞমেধ্যক্ষি দৃশ্যঃ॥

৭। কুবেরাত্মজৌ বদ্ধমূর্ত্তৈব যদ্বৎ
ত্বয়া মোচিতৌ ভক্তিভাজৌ কৃতৌ চ।
তথা প্রেমভক্তিং স্বকাং মে প্রযচ্ছ
ন মোক্ষে গ্রহো মেঽস্তি দামোদরেহ॥

৮। নমস্তেঽস্তু দাম্নে স্ফুরদ্দীপ্তি-ধাম্নে
ত্বদীয়োদরায়াথ বিশ্বস্য ধাম্নে।
নমো রাধিকায়ৈ ত্বদীয়-প্রিয়ায়ৈ
নমোঽনন্তলীলায় দেবায় তুভ্যম্॥

৯। দামোদরাষ্টকং নাম স্তোত্রং দামোদরার্চ্চনম্।
নিত্যং দামোদরাকর্ষি পঠেৎ সত্যব্রতোদিতম্॥

শ্রীপদ্মপুরাণে শ্রীসত্যব্রতরাজোক্ত শ্রীদামোদরাষ্টকং সম্পূর্ণম্।

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালো জয়তু।

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল দেবাষ্টকম্।

(১) মৃদুতলারুণ্যজিত-রুচির-দরদ-প্রভং
কুলিশ-কঞ্জারি-দর-কলস-ঋষ-চিহ্নিতম্।
হৃদি মমাধায় নিজ-চরণ-সরসীরুহং
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনু রক্ষ মাম্॥

(২) মুখর-মঞ্জীর-নখ-শিশির-কিরণাবলী-
বিমল-মালাভিরনুপদমুদিত-কান্তিভিঃ।
শ্রবণ-নেত্র-শ্বসন-পথ-সুখদ নাথ! হে
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনু রক্ষ মাম্॥

(৩) মণিময়োষ্ণীষ-দর-কুটিলিমণি লোচনো-
চ্চলন-চাতুর্য্যচিত-লবণিমণি গণ্ডয়োঃ।
কনক-তাটঙ্করুচি-মধুরিমণি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনু রক্ষ মাম্॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-দেবৌ জয়তঃ

১। হে শ্রীমদনগোপাল! যাহার সুকোমল তলদেশ মনোরম হিঙ্গুলের প্রভাকে জয় করিয়া অরুণিত এবং বজ্র, পদ্ম, চক্র, শঙ্খ, কলস মৎস্যাদি চিহ্নিত সেই নিজ চরণকমল আমার হৃদয়ে স্থাপন পূর্বক আমাকে স্বীয় ভবন সমীপে ধূলি কণা করিয়া রক্ষা কর।

২। (অথবা) অনুক্ষণ নব নব দীপ্তিশালী কূজিত নূপুরের ধ্বনি দ্বারা আমার শ্রবণপথের, পদনখচন্দ্রের কিরণ সমূহের দ্বারা নয়নপথের এবং আপাদ-লম্বিনী সমুজ্জ্বল বনমালার সৌরভের দ্বারা ঘ্রাণপথের আনন্দদানকারী হে প্রভু মদনগোপাল! আমাকে নিজ মন্দির সমীপে গুল্ম-লতাদি করিয়া পালন কর।

৩। (অথবা) হে মদনগোপাল! তোমার মণিময় মুকুটের ঈষৎ বক্রযুক্ত কৌটিল্যে, নয়নযুগলের চালনরূপ চাতুর্য মণ্ডিত লাবণ্যে এবং সুবর্ণ কর্ণবলয়ের প্রভা যুক্ত গণ্ডযুগলের মাধুর্যে নিমজ্জিত করাইয়া আমাকে নিজ ভবন সমীপে যমুনার মৎস্যাদি জলচর প্রাণী করিয়া পালন কর।

(৪) অধর-শোনিম্নি দর-হসিত-সিতিমাচ্ছিতে
বিজিত-মাণিক্যরদ-কিরণগণ-মণ্ডিতে।
নিহিত-বংশীক! জনত্বরবগম-লীল হে
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনু রক্ষ মাম্॥

(৫) পদক-হারালি-পদ-কটক-নটকিঙ্কিনী-
বলয়-তাটঙ্ক-মুখ-নিখিল-মণিভূষণৈঃ
কলিত-নব্যাভ! নিজরুচির-তনুভূষিতৈঃ
মদনগোপাল! নিজসদনমনু রক্ষ মাম্॥

(৬) উড়ূপকোটি-কদন বদনরুচি-পল্লবৈঃ
মদন-কোটী-মথন-নখর-করকন্দলৈঃ।
দ্যুতরু-কোটি-সদন-সদয়-নয়নেক্ষনৈঃ
মদনগোপাল! নিজ-সদনমনু রক্ষ মাম্॥

৪। (অথবা) মাণিক্য হইতেও অত্যুজ্জ্বল দন্তপংক্তির শুভ্র কিরণ যুক্ত ঈষৎ হাস্যচন্দ্রিকা দ্বারা বন্দিত (অধিকতর উজ্জ্বলীকৃত) অধর রক্তিমাতে অর্থাৎ বিম্বাধরে বংশীধারী এবং অলৌকিক রাসাদি লীলাকারী হে মদনগোপাল! আমাকে নিজ ভবন সমীপে কোকিলাদি কোন পক্ষী করিয়া পালন কর।

৫। (অথবা) সমুজ্জ্বল নীলকান্তমণি সদৃশ নিজ অঙ্গের কান্তি দ্বারা পদক (কৌস্তভ মণি), হারগুচ্ছ (মুক্তাদি), নূপুর (সুবর্ণ), নৃত্যশীলা কিঙ্কিনী (বৈদূর্য, গোমেদ, বজ্র, বিদ্রুমাদি), বলয় (মরকত), কর্ণভূষণ (পদ্মরাগ) প্রভৃতি নিখিল মণিময় অলঙ্কারকে অলংকৃত করিয়া অপূর্ব শোভাধারি। হে মদনগোপাল! নিজ সদন সমীপে আমাকে বন্য মৃগী করিয়া পালন কর।

৬। (অথবা) হে মদনগোপাল! কোটি চন্দ্র তিরস্কৃত তব শ্রীমুখকমলের কান্তিপল্লবের দ্বারা, কোটি মদন হৃদয় আলোড়িত তব শ্রীচরণনখজ্যোতিঃ কন্দলের দ্বারা এবং কোটি কল্পতরু কানন হইতেও সদয় তব শ্রীনয়ন দৃষ্টির দ্বারা আমাকে নিজ ভবন সমীপে গবাদি পাল্য পশু করিয়া রক্ষা কর।

(৭) কৃতনরাকার ! ভবমুখ-বিবুধ-সেবিত !
দ্যুতি-সুধাসার ! পুরুকরুণ ! কমপি ক্ষিতৌ।
প্রকটয়ন্ প্রেমভরমধিকৃত-সনাতন !
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনু রক্ষ মাম্ ॥

(৮) তরণিজা-তীরভুবি তরণি-করবারক-
প্রিয়কষণ্ডস্থ-মণি-সদনমহিত-স্থিত !
ললিতয়া সার্দ্ধমনুপদরমিত ! রাধয়া
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনু রক্ষ মাম্ ॥

(৯) মদনগোপাল ! তব সরসমিদমষ্টকং
পঠতি যঃ সায়মতি-সরলমতিরাশু তম্।
স্বচরণাম্ভোজ-রতিরস-তরসি মজ্জয়ন্
মদনগোপাল ! নিজ-সদনমনু রক্ষ মাম্ ॥

ইতি—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্তিঠক্কুর-বিরচিতায়াং স্তবামৃত-লহর্য্যাং
শ্রীশ্রীরাধা-মদনগোপালদেবাষ্টকং সম্পূর্ণম্ ॥

৭। (অথবা) হে নরলীল ! হে শিবাদি দেবগণসেবিত ! হে সৌন্দর্য্যামৃত বর্ষণকারী, হে অজস্র করুণ ! ভূমণ্ডলে অনির্বচনীয় প্রেমরাশি প্রকাশ করিয়া শ্রীসনাতন নামক কোন মহাত্মার অধিদেব ! হে মদনগোপাল ! আমাকে নিজ ভবন সমীপে কোন ভৃত্য করিয়া পালন কর।

৮। (অথবা) তপন তনয়া যমুনার তীরদেশে তপন কিরণ বারণকারী কদম্বরাজিমণ্ডিত মণিময় মন্দিরে অর্চিত হইয়া শ্রীরাধিকা ও শ্রীললিতার সহিত নিয়ত ক্রীড়াকারী হে মদনগোপাল ! আমাকে নিজ মন্দির সমীপে কোন দাসী করিয়া পালন কর।

৯। (অথবা) হে মদনগোপাল ! তোমার এই সরস অষ্টক অতি সরলমতি যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালে পাঠ করে তাহাকে সত্বর নিজ চরণ কমলের প্রেমভক্তিরস প্রবাহে নিমজ্জিত করাইয়া হে মদনগোপাল ! নিজ ভবন সমীপে পূর্বোক্ত যে কোন ভাবে আমাকে রক্ষা কর।

ইতি শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিরচিত স্তবামৃত লহরী গ্রন্থোক্ত শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল দেবাষ্টকের অনুবাদ সম্পূর্ণঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকম্

১। নিখিল শ্রুতি মৌলিরত্নমালা,-দ্যুতি-নীরাজিত পাদপঙ্কজান্ত।
অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং, পরিতস্ত্বাং হরিনাম! সংশ্রয়ামি॥

২। জয় নামধেয় মুনিবৃন্দ-গেয় হে, জনরঞ্জনায় পরমক্ষরাকৃতে।
ত্বমনাদরাদপি মনাগ্ উদীরিতং, নিখিলোগ্রতাপ-পটলীং বিলুম্পসি॥

৩। যদাভাসোঽপুদ্যন্ কবলিত-ভবধ্বান্ত বিভবো
দৃশং তত্ত্বান্ধানামপি দিশতি ভক্তি-প্রণয়িনীম্।
জনস্তস্যোদাত্তং জগতি ভগবন্নাম-তরণে!
কৃতী তে নির্বক্তুং ক ইহ মহিমানং প্রভবতি॥

৪। যদ্ ব্রহ্মসাক্ষাৎ কৃতিনিষ্ঠয়াপি, বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তত্তে, প্রারব্ধ-কর্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥

শ্রীকৃষ্ণনামাষ্টকের অনুবাদ

১। মূর্তিমান্ নিখিল বেদের মস্তকস্থিত রত্নমালার দীপ্তি দ্বারা শ্রীচরণ-কমল প্রান্ত নীরাজিত এবং মুক্তকুল কর্তৃক নিরন্তর উপাসিত হে হরিনাম! আপনাকে আমি সর্বভাবে ও সম্যক্‌রূপে আশ্রয় করি।

২। হে নামরূপে গ্রহনীয় শ্রীহরি! হে মুনিবৃন্দ কর্তৃক নিত্য কীর্তনীয় আপনি নিজ উৎকর্ষ প্রকাশ করুন! পরম দয়ালু আপনি নিজ জনগণের অথবা জনসমষ্টির পরমানন্দ বিধানের নিমিত্ত চিদানন্দ অক্ষরাকারে অবতীর্ণ পরতত্ত্ব! অনাদরেও অল্পমাত্র উচ্চারিত হইয়া আপনি জীবের সূক্ষ্ম শরীর পর্যন্ত নিখিল উগ্র সংসার তাপ সমূহকে বিলুপ্ত করেন।

৩। হে শ্রীকৃষ্ণনাম-সূর্য! অন্ধকারের ব্যাপকতা গ্রাসকারী যে আপনার আভাসও (দীপ্তিও) উদয়ারম্ভে (ভিন্ন প্রসঙ্গে উচ্চারিত হইয়া) তত্ত্বজ্ঞানহীন ব্যক্তিগণেরও কৃষ্ণভক্তিতে অনুরাগিনী দৃষ্টি অর্থাৎ প্রজ্ঞা প্রদান করেন। সে আপনার সর্বোচ্চ মহিমা নিঃশেষে বর্ণন করিতে এই জগতে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি সমর্থ হয়?

৫। অঘদমন-যশোদানন্দনৌ! নন্দসূনো! কমলনয়ন-গোপীচন্দ্র-বৃন্দাবনেন্দ্রাঃ
প্রণতকরুণ-কৃষ্ণাবিত্যনেক স্বরূপে ত্বয়ি মম রতিরুচ্চৈর্বর্দ্ধতাং নামধেয় ॥

৬। বাচ্যং বাচকমিত্যুদেতি ভবতো নাম স্বরূপদ্বয়ং
পূর্বস্মাৎ পরমেব হন্ত করুণং তত্রাপি জানীমহে।
যস্তস্মিন্ বিহিতাপরাধনিবহঃ প্রাণী সমন্তাদ্ভবে-
দাস্যেনেদমুপাস্য সোঽপি হি সদানন্দাম্বুধৌ মজ্জতি ॥

৭। সূদিতাশ্রিত-জনার্তিরাশয়ে, রম্যচিদ্‌ঘন সুখস্বরূপিণে।
নাম! গোকুল-মহোৎসবায় তে, কৃষ্ণ! পূর্ণবপুষে নমো নমঃ ॥

৫। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের নিষ্ঠা অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন তৈলধারাবৎ নিরন্তর ব্রহ্মচিন্তা দ্বারাও যে প্রারব্ধকর্ম ভোগ ব্যতীত বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, হে নাম! তাহা জিহ্বাদিতে আপনার স্ফুরণ মাত্রেই দূরীভূত হয়—ইহা বেদ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছেন।

৫। হে অঘদমন! হে যশোদানন্দন! হে নন্দাত্মজ! হে কমল-নয়ন, হে গোপীকুল-চন্দ্রমা, হে বৃন্দাবনেন্দ্র, হে প্রণত-করুণ, হে কৃষ্ণ! এইরূপ হে শ্রীনাম তোমার বিচিত্রস্বরূপ তোমাতে আমার অনুরাগ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক।

৬। হে শ্রীনাম আপনার 'বাচ্য'—নামী ও 'বাচক'—নাম এই দ্বিবিধ রূপ প্রকাশিত রহিয়াছেন। তন্মধ্যে পূর্ব বাচ্যস্বরূপ নামটী পরতত্ত্ব হইতে পরেরটিই—বাচকস্বরূপ শ্রীনামই অগো অধিক দয়ালু আমরা জানি। যে প্রাণী তোমার সেই বাচ্যস্বরূপ বা বিগ্রহে সর্বতোভাবে সেবাপরাধ সমূহের অনুষ্ঠাতা হয় সেই ব্যক্তিও, নিশ্চয়ই এই বাচকস্বরূপ শ্রীনামকে মুখের দ্বারা কীর্তনরূপ উপাসনা করিয়া অপরাধ পরিমুক্ত হইয়া সর্বদা প্রেমানন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হন।

৭। হে শ্রীনাম! হে শ্রীকৃষ্ণ! আশ্রিতজনের আর্তিরাশি—নামাপরাধ পর্যন্ত বিনাশকারী রমনীয় চিদ্‌ঘনানন্দস্বরূপ, গোকুলমহোৎসব, পূর্ণবিগ্রহ আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।

৮। নারদ-বীণোজ্জীবন সুধোর্মিনির্ঘাস-মাধুরীপুর।
ত্বং কৃষ্ণনাম কামং স্ফর মে রসনে রসেন সদা॥

৮। শ্রীনারদের দেবদত্তা বীণার উজ্জীবনকারী, অমৃত তরঙ্গের রাংশবৎ মাধুরীপ্রবাহ যুক্ত হে কৃষ্ণনাম! তুমি আমার জিহ্বায় অনুরাগের হিত যথেচ্ছ ভাবে সর্বদা স্ফূর্তি প্রাপ্ত হও।

শ্রীরূপ গোস্বামি কৃত শ্রীকৃষ্ণ নামাষ্টকম্।

—(০:O:০)—

নামাপরাধ দশবিধ

১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরমমপরাধং বিতনুতে
যতঃ খ্যাতিং যাতং কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্।
২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদি সকলং
ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥
৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্রনিন্দনং
৫ তথার্থবাদো (৬) হরিনাম্নি কল্পনম্।
৭ নাম্নো বলাদ্‌যস্য হি পাপবুদ্ধি-
র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥
৮) ধর্ম-ব্রত-ত্যাগ-হুতাদি সর্ব-
শুভক্রিয়া-সাম্যমপি প্রমাদঃ।
৯) অশ্রদ্ধধানে বিমুখেঽপ্য শৃণ্বতি
যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥
১০) শ্রুতেঽপি নাম-মাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতোঽধমঃ।
অহং-মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥

—শ্রীপদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ৪৮।৪৭—৫০

দশবিধ নামাপরাধ

১। সাধুগণের নিন্দা। বিশেষতঃ শ্রীনামপ্রচারকারী সাধুগণের নিন্দা।

২। শিব ও শ্রীবিষ্ণুর নামগুণাদিতে ভেদবুদ্ধি।

৩। শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা।

৪। বেদাদি শাস্ত্রের নিন্দা।

৫। শ্রীহরিনামে অর্থবাদ শাস্ত্রোক্ত শ্রীহরিনামের মহিমাকে অতিস্তুতি মনে করা।

৬। শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্যকে গৌণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রকারান্তরে অর্থ কল্পনা।

৭। নামবলে পাপে প্রবৃত্তি।

৮। ধর্ম, ব্রত, দান, যজ্ঞাদি সকল শুভ ক্রিয়াকে নামের সহিত সমান মনে করা।

৯। শ্রদ্ধাহীন, বহির্মুখ এবং শুনিতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণকে হরিনামের উপদেশ করা।

১০। নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও তাহাতে শ্রদ্ধা বা ভক্তি-রহিত।

দেহে আমি বুদ্ধি, দেহ সম্বন্ধীয় বস্তুতে আমার বুদ্ধি এবং বিষয় ভোগাদিকেই প্রধান করা—ইহা নামাপরাধের ফল।